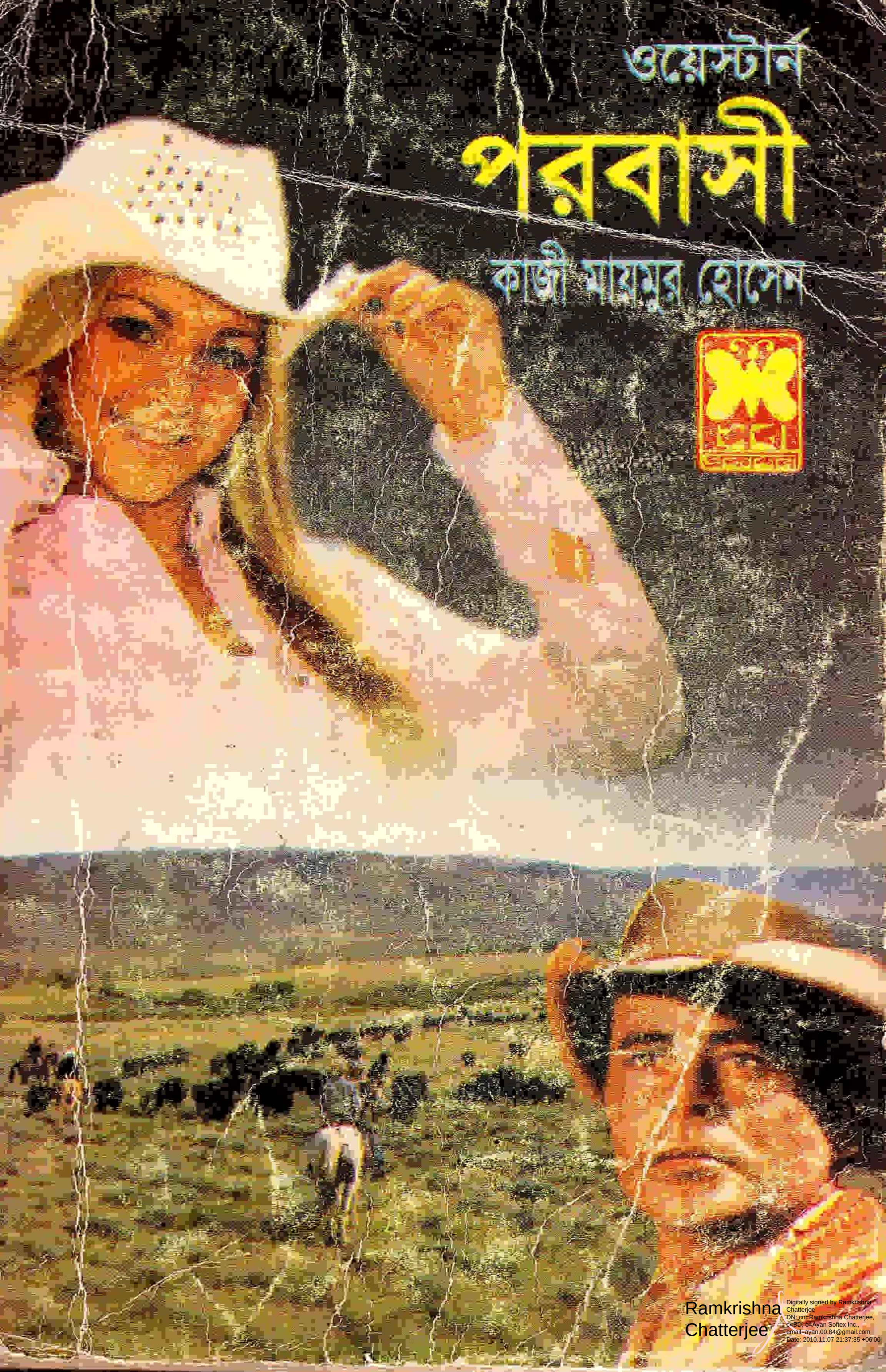

ওয়েস্টার্ন
পরবাসী
কাজী মায়মুর হোসেন
প্রজাপতি
প্রকাশন

ISBN 984-16-8255-9
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail:sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮১৯০২০৩
PAROBASHEE
Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

বিয়াল্লিশ টাকা

এক

অভ্যেসবশে হোটেল রেজিস্টারে নাম সই করে ফেলেছে ও *মেজর জেসন মার্কাস*, নামটা লিখেও *মেজর* শব্দটা এক টানে কেটে দিল ও ভ্রূ কুঁচকে।

অত্যন্ত কঠোর নিয়মানুবর্তী মানুষ জেসন মার্কাস, সামরিক জীবন থেকে বেসামরিক জীবনে ফিরে এসে মানিয়ে নেওয়াটা ওর কাছে বেশ কঠিনই ঠেকছে।

'মাত্র এক ঘণ্টা আগে ঘর খালি হয়েছে,' জানাল হোটেল ক্লার্ক, 'ঘর এখনও গোছানো হয়নি। আপনি বরং বসুন, মিস্টার...' নামটা জানতে রেজিস্টার দেখল সে, 'বসুন, মিস্টার মার্কাস?'

'আমার ব্যাগ ঘরে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়,' বলল জেসন। 'আমি বরং শহরটা এক চক্কর ঘুরে দেখে আসি।'

ছাদ দেওয়া গ্যালারিতে চলে এলো জেসন, ওখানে থেমে একটা সিগার ধরাল। প্রখর সূর্যরশ্মির কারণে চোখ কুঁচকে দেখল মধ্য দুপুরে শহরের কর্মতৎপরতা।

শহরটার নাম ওয়েদারফোর্ড। টেক্সাসের সাধারণ একটা ক্যাটল টাউন। কিন্তু এই ওয়েদারফোর্ডকে চেনে না জেসন মার্কাস। ছয় বছর পর ফিরছে সে। অনেক কিছুই বদলে গেছে। সময়ে মানুষের মতোই শহরও পাল্টে যায়।

বদলে গেলেও এখনও শহরটা ছোটই আছে। তবে আকারে

আগের চেয়ে একেবারেই বাড়েনি, তা নয়। তা ছাড়া পুরোনো ওয়েদারফোর্ড দুপুরে ঝিমাত, কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ত না বললেই চলে। কিন্তু এখন চারপাশে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে।

ফোর্ট ওয়র্থ থেকে আসবার পথে স্টেজে সিমন্স নামের এক লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে ওর। লোকটা যুদ্ধ করেছে পরাজিত কনফেডারেটদের পক্ষে। এখনও সে একই মতাদর্শে বিশ্বাসী। সে বলেছে, 'তোমাকে তোমার এলাকার লোকজন সহজভাবে নেবে না কিছুতেই।'

তার বক্তব্য অনুযায়ী ওয়েদারফোর্ড এখন আর টেক্সাসের লোকদের জন্য বসবাসের উপযোগী নেই। কাছেই জ্যাকসবরোতে গ্যারিসন করেছে ফেডারেল আর্মি। পুরো এলাকা উত্তরের অন্যায় আইনপ্রয়োগকারী নীচ, লোভী দখলদারদের হাতে চলে গেছে। তার উপর আছে সেই সব টেক্সান, যারা ইউনিয়নের পক্ষে লড়াই করেছে। কনফেডারেটরা অ্যাপোম্যাটক্স-এ আত্মসমর্পণ করায় যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে সেনাবাহিনী আর উত্তরের উকিলদের সহায়তায় অন্যায্য সুবিধে আদায় করছে তারা আইনকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। পরাজিত টেক্সানদের নানাভাবে বঞ্চিত করছে তারা; কারও কিছু বলবার নেই।

রাস্তায় আবার চোখ বুলাল জেসন মার্কাস। প্রধান সড়ক ভরে আছে বিভিন্ন রিগে। ফ্রেইট ওয়্যাগন, আর্মি অ্যাম্বুলেন্স, স্টেজকোচ, রানশ ওয়্যাগন, ক্যারিজ আর বাগি গিজগিজ করছে। শহরে দল বেঁধে ঢুকছে বের হচ্ছে অশ্বারোহীরা। শহরটা গমগম করছে, তবে তা এলাকার লোকজনের কারণে নয়, বিজয়ী দখলদারদের কারণে। যারা নতুন এই ব্যস্ততার জন্ম দিয়েছে তাদের চিনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে না মার্কাসের। দামি পোশাক তাদের পরনে, চেহারায় ব্যস্তসমস্ত একটা ভাব। দেখলেই বোঝা যায় নিজেদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক বলে ভাবছে। সবাই তারা ইউনিয়নের হয়ে লড়াই শেষে ফিরে আসা টেক্সান, অথবা সুযোগ-

সন্ধানী ইয়াঙ্কি। তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে নেপথ্যে মদদ দিয়ে চলেছে নীল পোশাকধারী সৈন্যবাহিনী। হৈ-চৈ করছে তারা, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ক্ষমতার দম্ভ দেখাচ্ছে। ঠিক যা করে বিজয়ী দখলদার বাহিনী। তবে শহরে পরাজিত টেক্সানদেরও দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় আছে তারা। দীনতার ছাপ তাদের মধ্যে। ওই তো, একজন বসে আছে হোটেলের সিঁড়িতে। লোকটার চোখে শূন্য দৃষ্টি, ভাবভঙ্গিতে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। একটা হাত নেই তার। বোধহয় যুদ্ধে হারিয়েছে। পরনে তার ধূসর, বহুব্যবহৃত ইউনিফর্ম, সেটার হলুদ স্ট্রাইপগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এরকম আরও অনেকেই আছে রাস্তায়। তাদের পরনেও সেই একই ধূসর ইউনিফর্ম। পরাজিত হতাশ একদল মানুষ তারা।

হ্যাঁ, এটাই বর্তমান ওয়েদারফোর্ড। পরিবেশের আপাত উচ্ছলতার নীচে চাপা বেদনা গোপন থাকছে না। অন্তত জেসনের অভিজ্ঞ চোখ কিছুই এড়াচ্ছে না। পুরো দক্ষিণেরই আজ এই অবস্থা। তবে ওয়েদারফোর্ড ওর বসতি নয়, যেমনটি ভেবেছিল সিমন্স। ওর বাড়ি ব্র্যাজোস নদীর পশ্চিমে, যে-কোনও শহর বা বস্তি ছাড়িয়ে অনেক দূরে। তবুও সেখানে ফিরে যেতে মনের মাঝে অদ্ভুত একটা দ্বিধা অনুভব করছে মার্কাস।

সিঁড়ির কাছে চলে এলো ও, রাস্তায় নামতে শুরু করল, ছুঁড়ে ফেলে দিল অর্ধেক হয়ে আসা সিগারটা। সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল এক হাতওয়ালা টেক্সানের শরীরে, আধখাওয়া সিগারটা তুলে নিতে ঝুঁকল সে। তবে তার চেয়ে জেসন অনেক দ্রুত, বুট দিয়ে পিষে সিগারটাকে চ্যাপ্টা করে নিভিয়ে দিল ও।

উবু অবস্থা থেকেই ওর দিকে তাকাল টেক্সান। খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখটা রাগে থমথম করছে। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? কার্পেটব্যাগার, না ইউনিয়নিস্ট?'

মাথা নাড়ল জেসন। 'দুটোর কোনটাই নই। যদি হতামও,

তবু কাউকে রাস্তার ধুলো থেকে আধখাওয়া সিগার কুড়াতে দেখলে খারাপ লাগত আমার।' পকেটে হাত ভরে নতুন একটা সিগার বের করল ও, বাড়িয়ে ধরল ওটা লোকটার দিকে। 'এটা নাও।'

উঠে দাঁড়াল টেক্সান, নতুন হ্যাট থেকে শুরু করে চকচকে বুটজুতো দেখল সে জেসন মার্কাসের।

জেসনের পরনে ধূসর একটা সুট। ওটা নিউ অর্লিন্সের বিখ্যাত এক দরজিকে দিয়ে বানিয়েছে ও। জিনিসটা দেখতে যেমন চমৎকার, তেমনি দামিও। টেক্সানের ঈর্ষা স্পষ্ট অনুভব করতে পারল জেসন। ঈর্ষাটা উপেক্ষা করে ও বলল, 'মিসৌরির তীরে জন্ম আমার। আমি টেক্সাসের মানুষ। আমার পেট আর বুকে চোদ্দো ইঞ্চি লম্বা একটা সেবারের ক্ষতচিহ্ন আছে। আর আমার পোশাকের কথা যদি বলতে হয় তো বলব, নিউ অর্লিন্সের অকুপেশন ফোর্সের অফিসারদের সঙ্গে জুয়ায় গত কয়েক বছর কপালটা আমার ভাল গেছে। এখন বলো, চলবে আমার তরফ থেকে একটা সিগার?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, আন্তরিক হেসে হাত বাড়াল। 'চলবে। তোমাকে ভুল ভেবেছিলাম আমি। দাও সিগারটা।'

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে সিগারটা ধরিয়ে দিল জেসন। 'ভবিষ্যতে লোকের পোশাক দেখে ভুল ধারণা কোরো না।'

সিগারে টান দিয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছাড়ল টেক্সান। 'ঠিকই বলেছ। বোকামিই করেছি আমি। আচ্ছা, সেবারের ক্ষতটা কোন্ এলাকার যুদ্ধে হয় তোমার?'

'গেটিসবার্গ।'

ঘনঘন সিগারে টান দিল টেক্সান। 'আমার হাতটা আমি চিকামোউগাতে রেখে এসেছি।'

হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে রওনা হলো জেসন, সড়ক ধরে শেষমাথায় যাবার ইচ্ছে। শহরের শেষপ্রান্তে স্টেবলের পিছনে

একটা করালের কাছে ঘোড়ার নিলাম চোখে পড়ল ওর। ত্রিশ-চল্লিশজন লোক জড়ো হয়েছে ওখানে। তাদের বেশিরভাগই পরাজিত কনফেডারেট সৈন্য। তারা নিলামে অংশ নিচ্ছে না। ওখানে থামল জেসন, তবে নিলামের দিকে খুব একটা খেয়াল দিল না। ওর মন পড়ে আছে এক হাতওয়ালা লোকটাকে ও কী বলেছে তাতে। সত্যিই বলেছে ও যা বলেছে, তবে এরপরও আরও কথা ছিল, যেগুলো বললে লোকটা হয়তো ওর কাছ থেকে সিগার নিতো না। ও বলেনি যে ও টেক্সান হলেও কনফেডারেটদের পক্ষে লড়াই করেনি, লড়াই করেছে ইউনিয়ন আর্মির হয়ে।

যুদ্ধের শুরুতে বিবেকের নির্দেশই শুনেছে ও, দাসত্বের বিরুদ্ধাচারণকারী ইউনিয়ন আর্মির পক্ষে লড়াই করেছে। ইউনিয়ন আর্মি যুদ্ধে বিজয়ীও হয়েছে। কিন্তু তারপরও টেক্সাসের মাটিতে ফিরে আসবার পর থেকেই একটা অস্বস্তি ওকে বিব্রত করছে। বাড়ি ফিরলে বন্ধুবান্ধব আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা হবে। তাদের চোখে হয়তো ও বিশ্বাসঘাতক বলেই বিবেচিত হবে। চিন্তাটা মাথায় এলেই মন ছোট হয়ে আসতে চায়। অনেকটা এই কারণেই যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু'বছর পরও আর্মিতেই রয়ে গিয়েছিল ও।

ইস্পাতের মতো নীলচে-ধূসর গেল্ডিংটা নিলামে উঠবার আগে পর্যন্ত ঢিমেতালে কেনা-বিক্রি চলল, তারপর সবাই নড়েচড়ে উঠল নীলচে-ধূসর ঘোড়াটা দেখে। ওটা মোটাতাজা, শক্তপোক্ত একটা জানোয়ার। একবার দেখেই ওটার উপর চোখ আটকে গেল জেসনের।

প্রথম দাম হাঁকা হলো গেল্ডিংটার জন্য পঁচিশ ডলার। জেসন তিরিশ হাঁকল। পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওটার দাম উঠে গেল বাহান্ন ডলারে। জেসন ছাড়াও আর তিনজন লোক নিলামে অংশ নিয়েছে। জেদ চেপে গেল জেসনের, একবারেই ষাট হাঁকল

ও। এই দামের উপর আর কেউ দাম না বলায় নিলামকারী ঘোড়াটা জেসনের বলে ঘোষণা করল। ক্লার্ককে টাকা গুনে দিল জেসন, বিক্রির রশিদ নিয়ে লিভারি মালিকের সঙ্গে কথা সেরে ফেলল। আগামীকাল পর্যন্ত গেল্ডিংটা লিভারি স্টেবলেই থাকবে।

করালের ওপারে চওড়া ঘাসজমি চলে গেছে অনেকদূর পর্যন্ত। সেই ঘাসজমির কাছ থেকে ভেসে আসছে গরু গোনার আওয়াজ। ধুলো উড়ছে ওখানে। ছুটোছুটি করছে লোকজন। সরু একটা দরজা দিয়ে তারের বেড়ার ভিতরে গরু ঢোকাচ্ছে দশ-বারোজন কাউবয়। কাছের বেড়ার ধারে চলে গেল জেসন পুরো ব্যাপারটা ভাল করে দেখতে। দরজার কাছে পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় বসে থাকা দু'জন লোক গরু গুনছে। তাদের একজন প্রকাণ্ডদেহী, গালে কালো দাড়ির জঙ্গল। অন্যজন শহুরে চেহারার, মুখটা লালচে। শহুরে লোকটা মুখ নিচু করে খাতায় রেকর্ড টুকছে। তার সঙ্গী জোর গলায় গরুর সংখ্যা আর ব্র্যান্ড বলে যাচ্ছে। বেশ খানিকটা দূরে পুরোনো নোংরা পোশাক পরা লোকজন দেখতে পেল জেসন। ঘোড়ার পিঠেও আছে বেশ কয়েকজন। একটু পর তাদের একজন জেসনের দিকে ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে এলো।

মুখভরা লালচে তিলওয়ালা ষোল-সতেরো বছর বয়সী এক তরুণ সে; পরনে বাড়িতে বোনা শার্ট, বাটারনাট জিন্স, আকৃতি হারানো হ্যাট আর পুরোনো মোকাসিন। ছোট একটা পনিতে চড়েছে সে, ওটার পিঠে মেক্সিকান স্যাডল। রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে জেসনকে দেখল তরুণ।

'মিস্টার, তুমি বোধহয় জেসন মার্কাস নও?'

তরুণকে নিরীখ করল জেসন। 'আমিই জেসন মার্কাস।'

ফিক করে হেসে ফেলল তরুণ। 'আমিও ভেবেছিলাম তুমি জেসন মার্কাস। তবে খানিকটা বদলে গেছ তুমি। মনে হয় আমাকে চিনতে পারছ না?'

তরুণকে এবার আরও ভাল করে দেখল মার্কাস। 'সম্ভবত

চিনতে পেরেছি। হ্যাট খোলো তো দেখি।'

হ্যাট খুলে ফেলল তরুণ। বেরিয়ে পড়ল একমাথা মরচে রঙা এলো চুল।

'তুমি হ্যানসনদের একজন, ঠিক?'

হাসিটা চওড়া হলো তরুণের। 'ইয়েপ, আমি হ্যানসনের একজন এটা তুমি ঠিকই ধরেছ।'

'তুমি রিকি হ্যানসন। সবচেয়ে ছোটজন।'

'আবারও ঠিক ধরেছ। সবার চেয়ে জেদী হ্যানসন, বাবা বলত।'

করমর্দন করল জেসন তরুণের সঙ্গে। 'আমি যখন চলে যাই তখন একেবারে কচি বাচ্চা ছিলে তুমি। সন্দেহ নেই যে তোমাকে দেখে চিনতে পারিনি আমি। তোমার আত্মীয়-স্বজনরা কেমন আছে?'

'ভাল—যেক'জন বেঁচে আছে আর কী।' হাসিটা ম্লান হলো রিকি হ্যানসনের। 'বাবা বুলরানের লড়াইয়ে মারা যায়। খবরটা পাবার এক মাসের মধ্যেই মা-ও চলে গেল। ম্যাট গেটিসবার্গে মারা গেছে, তবে প্যাট সুস্থ অবস্থাতেই ফিরতে পেরেছে অবশ্য। কমবয়সের কারণে আমি যুদ্ধে যেতে পারিনি। চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আর্মির ওরা কিছুতেই আমাকে নিল না।'

'আমার মনে হয় বাড়িতেই তোমার দরকার ছিল বেশি, রিকি,' সান্ত্বনার সুরে বলল জেসন। মৃত হ্যানসনদের কথা ভাবছে ও। হ্যানসনরাই ছিল ওর সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। হাসিখুশি একটা পরিবার ছিল ওরা। জেসনের মনে পড়ল, একটা মেয়েও ছিল বুড়ো হ্যানসনের। ক্যারোলিন। ক্যারি বলে ডাকত ওকে ওরা। 'তোমার বোনের কী খবর, রিকি?'

'ভাল।' চওড়া হাসি ফিরে এলো রিকি হ্যানসনের মুখে। 'দেখা হোক তো একবার, তার আগে বুঝবে না। বড় তো হয়ে গেছেই, ইন্ডিয়ান ছিটওয়ালা পনির চেয়েও সুন্দর হয়ে গেছে এখন

ও। এখন আর ওকে দেখে হ্যানসনদের কেউ বলে মনেই হয় না। খুব খুশি হবে ও তুমি ফিরেছ জানলে। জানো, কিশোরী বয়সে তোমার প্রেমে পড়েছিল ও?' কথাটা বলে ফেলেই একটু অপ্রস্তুত আর বিব্রত দেখাল রিকি হ্যানসনকে, তড়িঘড়ি যোগ করল, 'কিন্তু এখন ও বড় হয়ে গেছে।'

রিকির আচরণের এই হঠাৎ পরিবর্তনটার কারণ বুঝতে পারল জেসন। রিকির নিশ্চয়ই মনে পড়ে গেছে ছয় বছর আগে ইউনিয়নের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে রানশ ছাড়ে ও। কনফেডারেটদের পক্ষে ও লড়েনি, যেমনটা লড়েছে হ্যানসনরা। এটাও নিশ্চয়ই রিকি বুঝতে পেরেছে যে ওর এই ফিরে আসার সংবাদে ক্যারোলিনের খুশি হওয়ার কিছু নেই। তিক্ত মনে ভাবল জেসন, শুধু ক্যারোলিন কেন, চেনাজানা কেউ খুশি হবে না ও ফিরে এসেছে বলে।

'তুমি এই আউটফিটের সঙ্গে আছো, রিকি?' জানতে চাইল ও।

মাথা নাড়ল রিকি হ্যানসন। 'না। এটা ইউনিয়নের সমর্থকদের আউটফিট। চাক ড্যান্ডির। সে আর তার লোকরা ব্রাজোসের পশ্চিমের খরা এলাকা থেকে গরু সংগ্রহ করছে। কারা আসলে গরুগুলোর মালিক সেটা তারা তোয়াক্কাই করছে না। আমি এসেছি জেস বার্নেট আর ড্যান মার্ডকের সঙ্গে। চাক ড্যান্ডি কোর্টহাউসে গরুর কী রেকর্ড দাখিল করে তা দেখতে এসেছি আসলে। জানো না বোধহয়, তোমার জে এম ব্র্যান্ডের গরুও আছে ওদের পালের ভেতরে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল জেসনের। 'আমার গরু? কী এই চাক ড্যান্ডি লোকটা, চোর না কি?'

'আইনের চোখে চোর নয় সে। তুমি টালি করার আইনের ব্যাপারে কিছু শোনোনি?'

'না।'

নিজে ও সবসময় চেষ্টা করেছে সবার সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করতে। কিন্তু সাধারণ একজন মেজর ছিল ও, নির্দেশ আসত অনেক উপরমহল থেকে। এমন সব নির্দেশ ওকে পালন করতে হয়েছে, যেসব নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ঘৃণা হয়েছে ওর নিজেরই উপর। এমন সব অন্যায় ও ঘটতে দেখেছে যে, অসুস্থ হয়ে পড়ত ও অন্যদিকে মনোযোগ ফিরিয়ে না নিলে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে অন্যদিকে নজর সরানোর কোনও উপায় নেই। এখানে যে অন্যায় হচ্ছে তার সঙ্গে ওর স্বার্থও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সত্যি যদি ওই পালের মধ্যে জে এম ব্র্যান্ডের গরু থাকে, আর দুর্নীতি সম্বন্ধে বলা রিকির কথাগুলো যদি সত্যি হয়, তা হলে একদিন যাদের পক্ষে ও লড়েছে, তাদেরই করা অন্যায়ের শিকার এখন ও নিজে।

একটানা যুদ্ধ আর যুদ্ধপরবর্তী দুঃসময় ওকে ক্লান্ত আর হতবিরক্ত করে তুলেছে। পরাজিতদের দুর্দশা দেখেছে ও, দেখেছে ক্ষমতার জন্য নগ্ন লড়াই। সে লড়াই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে গোটা দক্ষিণ অঞ্চল। দুঃসহ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতেই সেনাবাহিনী হতে অবসর নিয়েছে ও। তখন মনে হয়েছিল ব্র্যাজোস নদীর বিস্তীর্ণ ঘাসে ছাওয়া খোলা অঞ্চলটা যেন স্বপ্নের এক স্বর্গভূমি। কিন্তু ভাবতেও পারেনি, যে অন্যায় থেকে ও পালাচ্ছে সেটা ওর আগেই ব্র্যাজোস অঞ্চলেও হাজির হয়ে গেছে। কে যুদ্ধ আর যুদ্ধ পরবর্তী দুঃসময় কাটাতে কাটাতে ক্লান্ত হয়ে গেছে সেটা এখন আর কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্তি নেই কারও। জেসন বুঝতে পারছে, আবারও ওকে জড়িয়ে যেতে হবে সেই একই নোংরামির সঙ্গে, তবে এবার ও আছে পরাজিতদের কাতারে, অসহায় ঠকে যাওয়া মানুষের দলে।

সিগারটা ফেলে দিল জেসন। তরুণের দিকে তাকাল। 'রিকি, আমি চাক ড্যান্ডির সঙ্গে কথা বলব।'

'সাবধানে কথা বোলো। লোকটা কিন্তু সে সুবিধের নয় মোটেই।'

'সাবধানেই কথা বলব।' বেড়ার পাশ ঘেঁষে পা বাড়াল জেসন খোলা গেটের দিকে। ওখানেই গরুর পাল টালি করা হচ্ছে।

বেশিরভাগ গরুই গেট দিয়ে ঢোকানো হয়ে গেছে। ওগুলো এখন বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘাসজমিতে ছড়িয়ে পড়ছে। অশ্বারোহীরা এতো দ্রুত সরু গেট দিয়ে গরুর পাল ঢোকাচ্ছে যে জেসন না ভেবে পারল না, সত্যি যদি চাক ড্যান্ডি আর স্যামুয়েল ট্যালবট গরুর ব্র্যান্ড আর সংখ্যা গোনার চেষ্টা করে, তা হলে এতো স্বল্প সময়ে তা অসম্ভব। চোখ দিয়ে গরুগুলোকে আলাদা ভাবে অনুসরণ করাই কষ্টকর।

সবগুলো গরুর ব্র্যান্ড দেখতে পেল না জেসন, তবে যে কয়টা দেখল তার মধ্যে ওর অঞ্চলের বেশ কিছু রানশের গরু আছে। হ্যানসনদের স্কয়ার এইচ দেখতে পেল ও, জেস বার্নেটের লেযি বি-ও আছে, আছে চার্লস রজারের কীস্টোন–এছাড়াও অন্যান্য। দুটো গরু দেখতে পেল ওর নিজের জে এম ব্র্যান্ডের। অনেকগুলো গরুর গায়ে এস এ-সি ডি ব্র্যান্ড আছে। ওগুলো চাক ড্যান্ডির ব্র্যান্ডের, আন্দাজ করল জেসন।

টালি শীটে ব্যস্ত হয়ে সংখ্যা আর ব্র্যান্ডের নাম টুকছে স্যামুয়েল ট্যালবট। চাক ড্যান্ডি ঠিক বলছে কি না সেটা দেখতে চোখ তুলছে না সে একবারও। রিকি হ্যানসনের সঙ্গে একমত হলো জেসন, ইন্সপেক্টর যাতে না তাকায় সেজন্য পর্যাপ্ত ঘুষ দিয়েছে চাক ড্যান্ডি।

গরুর পাল গেট দিয়ে ঢোকানোয় ক্ষণিকের ছেদ পড়ল। সেবারের মতো চোখা শিংওয়ালা একটা লংহর্ন ষাঁড় গেটের ভিতর ঢুকতে আপত্তি জানাচ্ছে। সামনের দু'পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে ওটা, মাথা দোলাচ্ছে এদিক ওদিক। একজন রাইডার তার ল্যারিয়ট দিয়ে ষাঁড়ের নিতম্বে কষে বাড়ি মারল। ঝট করে ঘুরে গেল

ষাঁড়টা, আরোহীর ঘোড়াটাকে গুঁতো দিতে চেষ্টা করল। আরও দুই রাইডার এগিয়ে এলো প্রথমজনের সাহায্যে। তাদের এড়াতে ষাঁড়টা দৌড় দিল তারের বেড়ার দিকে। তিনজন রাইডারই ধাওয়া করল ওটাকে, ল্যারিয়ট দিয়ে ওটার দেহের যত্রতত্র বাড়ি মারছে। ষাঁড়টা হঠাৎ মত পরিবর্তন করে খোলা গেট দিয়ে ঘাসজমির ভিতর দৌড়ে ঢুকে গেল। ওটার ব্র্যান্ড দেখতে পেল জেসন। ওর নিজের ব্র্যান্ড। জে এম।

কালো দাড়িওয়ালা চাক ড্যান্ডি বলে উঠল, 'এস এ-সি ডি ব্র্যান্ড।'

স্যামুয়েল ট্যালবট তার টালি বইতে তথ্যটা টুকে নিল।

'যা লিখেছ ওটা কেটে জে এম ব্র্যান্ড লেখো, ইন্সপেক্টর,' উঁচু স্বরে বলল জেসন। ওর গলায় নির্দেশের সুরটা স্পষ্ট।

দুই

ইন্সপেক্টর আর চাক ড্যান্ডি, দু'জনই দাঁড়িয়ে থাকা জেসনের দিকে তাকাল। কাউবয়রা আরও গরু গেটের দিকে তাড়িয়ে আনছে, কিন্তু ড্যান্ডি হাতের ইশারায় তাদের কাজ থামাতে নির্দেশ দিল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেটে গেল নীরবতায়। মধ্যবর্তী সময়টায় স্যাডলে নড়েচড়ে বসল স্যামুয়েল ট্যালবট, চোখে দুশ্চিন্তা নিয়ে চাক ড্যান্ডির দিকে তাকাল।

জেসনকে একদৃষ্টিতে মাপছে চাক ড্যান্ডি। লোকটার দাড়িভরা রুক্ষ চেহারা কুড়ালের মতো, সরু চোখ দুটোয় খেলা করছে

চাতুরি। স্যামুয়েল ট্যালবট আর চাক ড্যান্ডি, দু'জনই শক্তপোক্ত গড়নের মানুষ। কিন্তু ট্যালবটের দেহে চর্বি জমেছে, আর ড্যান্ডির দেহ ইস্পাতের মতো শক্ত, পেশিবহুল। লোকটার গায়ের রং রোদে পোড়া তামাটে। নিরীখ শেষে স্যামুয়েল ট্যালবটের দিকে তাকাল সে।

'এই ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে কথা বলেছে, স্যাম।'

অনিশ্চিত চোখে জেসনকে দেখল ইন্সপেক্টর। 'তুমি কি বলতে চাইছ চাক ড্যান্ডির ব্র্যান্ড দেখায় ভুল হয়েছে, স্ট্রেঞ্জার?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু...'

'নিজে গিয়ে দেখো তুমি, ইন্সপেক্টর।'

'অতো সময় নেই আমার।'

'তা হলে মিস্টার ড্যান্ডি হয়তো আবার ব্র্যান্ডটা দেখে দেবে।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে চাক ড্যান্ডির দিকে তাকাল জেসন। 'তুমি কী বলো?'

চাক ড্যান্ডি হাসছে, কিন্তু চোখে শীতল দৃষ্টি। 'মানুষের ভুল তো হতেই পারে,' বলল সে।

'অন্তত দশ-বারোটা গরুর বেলায় এরকম ভুল করেছ তুমি,' বলল জেসন। 'আর আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি পাঁচ মিনিটও হয়নি।'

'তা-ই নাকি? তা কে তুমি? কোথা থেকে আসা হয়েছে শুনি?'

'আমার নাম জেসন মার্কাস। জে এম আমার ব্র্যান্ড। কোথা থেকে এসেছি সেটা তোমার না জানলেও চলবে।'

থমথমে হয়ে উঠল চাক ড্যান্ডির চেহারা। 'তোমাকে দেখে তো আমার মনে হচ্ছে না ব্রাজোসের কোনও রানশার তুমি।'

'ব্রাজোসের রানশাররা দেখতে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল জেসন। 'কনফেডারেট আর্মির ধূসর ইউনিফর্ম পরা কাকতাড়ুয়ার মতো? মাত্র কয়েকদিন হলো আমি টেক্সাসে ফিরেছি। এই

এলাকার কঠিন সময় এখনও আমাকে স্পর্শ করেনি। করতে পারুক তা আমি চাই না।' স্যামুয়েল ট্যালবটের দিকে তাকাল জেসন। 'জে এম ব্র্যান্ডের কতোগুলো গরু তুমি টালি করেছ?'

রেকর্ড দেখল ইন্সপেক্টর। 'সাতটা।'

'সংখ্যাটা সন্দেহজনক রকমের কম।'

ভ্রূ কুঁচকে ওকে দেখল ড্যান্ডি। 'ঝামেলা করতে এখানে এসেছ মনে হচ্ছে, মার্কাস?'

জেসন নির্বিকার। 'জানতে এসেছি তোমার গরুর ভেতর আমার গরু কতোগুলো আছে।'

চাক ড্যান্ডি ত্যাড়া সুরে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কীভাবে তা জানতে পারবে ভাবছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেসন। 'জানাটা ইন্সপেক্টরের কর্তব্য। কর্তৃত্ব তার হাতে।'

'তাকে কী করতে হবে সেটা বলার অধিকার তোমাকে দিল কে!'

'ওই জে এম ব্র্যান্ডের গরুগুলোই আমার অধিকার পাবার কারণ,' শান্ত গলায় বলল জেসন। 'টালি করার আইন সম্বন্ধে যা কিছু আমি জেনেছি তা মাত্র কিছুক্ষণ আগে জেনেছি একজনের কাছ থেকে। আইন বলছে তুমি আমার গরু সংগ্রহ করে বিক্রি করতে পারো, তার আগে পর্যন্ত আমাকে টাকা দিতে হবে না। কিন্তু আইন একথা বলেনি তুমি গরুর সংখ্যা কমিয়ে ধরে ঠকাতে পারবে মানুষকে। এখন নিজের লোকদের নির্দেশ দাও, ওরা গরুগুলো আবার গেট দিয়ে বাইরে বের করুক, তারপর সঠিক ভাবে গরু গুনে টালি করো।'

'যদি না করি?'

'না করলে আমি সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষের স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য হবো।'

হেসে উঠল চাক ড্যান্ডি, চোখে খানিকটা বিস্ময়। 'আমি

সেক্ষেত্রে বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি মিথ্যে হুমকি দিচ্ছ, স্ট্রেঞ্জার।' গলা চড়াল সে। 'হার্নান, এদিকে এসো তো!'

একজন মেক্সিকান লোক তার ঘোড়া পিছনে নিয়ে হেঁটে এগিয়ে এলো।

চাক ড্যান্ডি বলল, 'শহরে যাও। লেফটেন্যান্ট আলবার্টকে বলবে এখানে আমাদের সমস্যা হয়েছে। বলবে যাতে সে তাড়াতাড়ি আসে।'

মাথা ঝাঁকাল হার্নান। 'সি।' ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

জেসনের দিকে ফিরে তাকাল চাক ড্যান্ডি, এখনও তার চোখে বিস্ময় খেলা করছে। হয়তো ভাবছে, টেক্সানটার সাহস তো কম নয়!

সাত মিনিটের মাথায় হাজির হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। তার পিছন পিছন ক্যাভালরির সেবার আর অন্যান্য অস্ত্রের ঝনঝনানি তুলে এলো ছয়জন অশ্বারোহী সৈনিক।

লেফটেন্যান্ট আলবার্ট বয়সে প্রায় তরুণ বললেই চলে। কিন্তু জেসনের অভিজ্ঞ চোখ এড়াল না যে, আচরণে সে দক্ষ একজন ফিল্ড অফিসার। হাতের ইশারায় অনুগত সৈনিকদের থামতে বলল সে, নিজের সোরেলের রাশ টেনে থেমে স্যামুয়েলের উদ্দেশে আলতো নড করল, চাক ড্যান্ডিকে দেখল ভ্রূ কুঁচকে।

'আমি তো এখানে কোনও সমস্যা দেখছি না,' পালা করে ঘোড়ায় বসা ড্যান্ডি আর ট্যালবটকে দেখছে সে। 'কী ব্যাপার, মিস্টার ড্যান্ডি?'

'এই টেক্সান সমস্যা করছে, লেফটেন্যান্ট,' বলল ড্যান্ডি। 'সে বলছে তার কিছু গরু আমার পালের ভেতর আছে। সে যদি জে এম ব্র্যান্ডের মালিক হয় তো আমিও স্বীকার করছি যে আছে। কিন্তু এ অভিযোগ করছে ঠিক মতো গরু টালি করা হয়নি। লোকটা বলতে চাইছে আমি ইন্সপেক্টরকে দিয়ে বেআইনী কাজ করাচ্ছি।'

জেসনের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট আলবার্ট। 'তোমার নাম, সার?'

'মার্কাস, লেফটেন্যান্ট। জেসন মার্কাস।'

'তুমি বলতে চাইছ টালিতে মিথ্যে তথ্য ঢোকা হয়েছে?'

নড করল জেসন। 'হয় তা-ই করা হয়েছে, অথবা চাক ড্যান্ডির চোখ গরুর ব্র্যান্ড গুনবার তুলনায় বড় বেশি দুর্বল। ইন্সপেক্টর তার টালিতে লিখেছে আমার সাতটা গরু আছে পালের মধ্যে, কিন্তু আমি নিশ্চিত এর চার-পাঁচ গুণ গরু পাওয়া যাবে ঠিক মতো গোনা হলে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট, কিন্তু কিছু বলল না।

জেসন আরও বলল, 'আমি যা শুনেছি তাতে টালি আইনে ড্যান্ডির মতো মানুষদের অন্যদের গরু জড়ো করে বিক্রি করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ। শর্ত হচ্ছে, বাজারে বিক্রি করবে সে গরুগুলো, তারপর লাভের টাকা বাদ দিয়ে টেক্সাসে এখন গরুর যে-দাম সেটা গরুর মালিককে ফিরিয়ে দেবে।'

'আমার আপত্তি সত্ত্বেও সে আমার গরু নিতে পারে?'

'আইন তা-ই বলে, মিস্টার মার্কাস।'

'অদ্ভুত আইন, লেফটেন্যান্ট। তবে আইন যখন তো মানতেই হবে। কিন্তু আমি চাই আমার যতোগুলো গরু সে সংগ্রহ করেছে তার প্রত্যেকটার টাকা সে আমাকে ফিরিয়ে দিক। যদি অবশ্য গরু বিক্রির পর সে আদৌ ফিরে আসে এখানে।'

চাক ড্যান্ডি বলল, 'ফিরব আমি অবশ্যই, মার্কাস, তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো। আমি এদিকের এলাকাতেই রানশিং করছি।'

কথাটা পাত্তা দিল না জেসন। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক মতো টালি করা হবে তার নিশ্চয়তা পাচ্ছি আমি, লেফটেন্যান্ট?'

চাক ড্যান্ডি লেফটেন্যান্টকে কোনও জবাব দেবার সুযোগ না

দিয়ে নিচু স্বরে গাল বকল, তারপর বলল, 'দেখো, লেফটেন্যান্ট, এই লোক যা বলছে তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা ওর মুখের কথার বিরুদ্ধে আমার আর ইন্সপেক্টরের মুখের কথা। বাজারে আমার সুনাম আছে। তুমি আর রিচার্ডসনের অন্যান্য অফিসাররা আমাকে চেনো। স্যামুয়েল ট্যালবট কোর্ট থেকে অধিকার প্রাপ্ত ইন্সপেক্টর। আমাদের কথার দাম এই অজানা অচেনা আগন্তুকের কথার চেয়ে অনেক বেশি।' ড্যান্ডির দাড়িভরা চেহারায় রাগের ছাপ স্পষ্ট। 'কী জানি আমরা এই লোক সম্বন্ধে? সে বলছে জে এম তার ব্র্যান্ড। কিন্তু অচেনা লোক সে। একে দেখে আমার তো মনে হচ্ছে কোনও ভবঘুরে জুয়াড়ীটুয়াড়ী বা ফটকাবাজ জোচ্চোর হবে। সত্যি যদি যা বলছে তেমন একজন টেক্সান ক্যাটলম্যানই সে হবে, তা হলে তার পকেটে কাঁচা টাকা আসে কী করে? এতো দামি পোশাক সে পরে কী করে?'

জেসনকে আপাদমস্তক দেখল লেফটেন্যান্ট।

চাক ড্যান্ডি বলে চলল, 'এসব যদি ধর্তব্যের মধ্যে না-ও আনা হয়, তবু কবে থেকে একজন টেক্সানকে অধিকার দেয়া হয়েছে আইনের প্রতিনিধি একজন প্রদর্শকের টালির ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবার? অথবা সেনাবাহিনীকে কোনও নির্দেশ দেবার অধিকারই বা টেক্সানদের দিয়েছে কে?'

লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি প্রমাণ করতে পারবে তুমিই জে এম ব্র্যান্ডের মালিক, মিস্টার মার্কাস?'

'পারব।' জেসনের চোখ রিকি হ্যানসনকে খুঁজতে শুরু করল। শ'খানেক গজ দূরে পিন্টো ঘোড়ার পিঠে বসে আছে তরুণ। চোখে কৌতূহল নিয়ে টালি নিয়ে শুরু হওয়া জটলার দিকে চেয়ে আছে সে। তার সঙ্গে আরও দু'জন আছে। জেস বার্নেট আর ড্যান মার্ডক। তাদের দেখিয়ে জেসন বলল, 'ওরা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবে, লেফটেন্যান্ট।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল চাক ড্যান্ডি। 'ওরা তো প্রাক্তন

কনফেডারেট আর্মির সৈনিক। এই লোকের জন্যে ওরা মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল জেসন, একটা কাগজ বেছে নিয়ে লেফটেন্যান্ট আলবার্টের হাতে দিল। 'আমার আর্মি থেকে অবসরের কাগজ, লেফটেন্যান্ট। এটা দেখলেই বুঝতে পারবে কেন ওরা আমার জন্যে মিথ্যে বলতে রাজি হবে না।'

কাগজটা পড়ে ফেরত দিল লেফটেন্যান্ট, এখন তার ঠোঁটে হাসির রেখা। 'তুমি যা চাইছ তা-ই হবে, মেজর। তবে আজ নয়, সূর্য ডুবে যাবে একটু পরেই।' চাক ড্যান্ডির দিকে তাকাল সে। 'আগামীকাল সকালে সবগুলো গরু আমরা টালি করব। আর এই সময়ের মধ্যে মেজর মার্কাসের গরু যাতে অদৃশ্য হয়ে না যায় সেটা নিশ্চিত করতে আমার দু'জন সৈনিককে রাতের পাহারায় রেখে যাচ্ছি আমি।'

'এক মিনিট, লেফটেন্যান্ট,' বিস্মিত হয়ে বলে উঠল চাক ড্যান্ডি। 'কাল ভোরে আমি ড্রাইভ শুরু করব ঠিক করে রেখেছি। তুমি যদি এভাবে আলগা কর্তৃত্ব দেখাও, তা হলে ফোর্ট রিচার্ডসনে গিয়ে তোমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলতে বাধ্য হবো আমি। সে হয়তো জানতে চাইবে কেন তুমি এদের মতো প্রাক্তন কনফেডারেটদের পক্ষ নিচ্ছ।'

বিন্দুমাত্র চিন্তিত দেখাল না লেফটেন্যান্ট আলবার্টকে। 'সেক্ষেত্রে আমি বলব তোমার সময় নষ্ট হবে, ড্যান্ডি।'

'তা-ই মনে হচ্ছে তোমার?'

মৃদু হাসল লেফটেন্যান্ট। 'মনে হচ্ছে না, আমি জানি। মেজর মার্কাস ইউনিয়ন আর্মির পক্ষে যুদ্ধ করেছে।'

'আচ্ছা!' মুখে রক্ত জমল চাক ড্যান্ডির।

হাত বাড়িয়ে দিল লেফটেন্যান্ট। 'তোমার টালি বইটা দাও, ইন্সপেক্টর। ওটা আমি নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করব।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্যামুয়েল ট্যালবটের চেহারা, ঠোঁট দুটো

থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। কাঁপা গলায় সে বলল, 'টালি বই নেয়ার কোনও অধিকার নেই তোমার, লেফটেন্যান্ট।'

নিজের সৈনিকদের দেখাল লেফটেন্যান্ট আলবার্ট। 'ওই যে আমার অধিকার পাবার কারণ। হয় ভালোয় ভালোয় বইটা দাও, নইলে আমার লোক ওটা কেড়ে নেবে। আমি চাই না রাতে তুমি টালি বইটা হারিয়ে ফেলো বা সংখ্যা বদলে দাও। সেক্ষেত্রে আমাকে আর মেজর মার্কাসকে বোকা বনতে হবে। বইটা স্বেচ্ছায় দিচ্ছ, ট্যালবট?'

কাঁপা হাতে খাতাটা লেফটেন্যান্টের হাতে তুলে দিল স্যামুয়েল ট্যালবট।

বিড়বিড় করে গাল বকে চাক ড্যান্ডি নিচু স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার যা ভাল মনে হয় করো, লেফটেন্যান্ট। আগামীকাল আবার গরু গুনব আমরা।'

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল সে। তার পিছু নিল স্যামুয়েল ট্যালবট।

লেফটেন্যান্ট তাদের যেতে দেখল, তারপর জেসনকে বলল, 'কুকুরের লেজের মতোই পেঁচালো লোক ওরা। অনেকদিন ধরেই জানি ওরা কী করছে, কিন্তু আমার তেমন কিছুই করার ছিল না। সবগুলো অভিযোগ এসেছে প্রাক্তন কনফেডারেট সৈনিকদের তরফ থেকে। ড্যান্ডি আর ট্যালবটের কথার বিরুদ্ধে তাদের কথার কোনও গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হয়নি। কাল সকালে কী জানা যাবে ভেবে কৌতূহল হচ্ছে আমার।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে কাত হয়ে জেসনের সঙ্গে হাত মেলাল লেফটেন্যান্ট।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিকি ও তার সঙ্গীদের দিকে পা বাড়াল জেসন। জেস বার্নেট আর ড্যান মার্ডকের সঙ্গে দেখা হবে ভাবতে গিয়ে দ্বিধা আর অস্বস্তি হচ্ছে ওর, কিন্তু কিছু করবার নেই, আগে হোক আর পরে দেখা ওদের হবেই। এখনই ঝামেলাটা

সেরে ফেলা যাক।

ড্যান মার্ডককে ভাল মতো চেনে না ও, তবে জেস বার্নেট আর ও এক সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ট্রিনিটি নদীর কাছে একটা বসতিতে একসঙ্গেই বেড়ে উঠেছে ওরা, একসঙ্গে স্কুলে গেছে, শিকার করেছে, মাছ ধরেছে, দিবা স্বপ্নের জাল বুনেছে একসঙ্গে। কথা ছিল একসঙ্গেই র‍্যানশ করবে ওরা, কিন্তু পরে মত বদলে মেক্সিকোতে প্রসপেক্টিং করতে চলে যায় জেস। কিছুই পায়নি সে ওখানে। জেসন ব্রাজোস নদীর তীরে র‍্যানশ করবার এক বছর পর ফিরে আসে জেস বার্নেট, নিজেও একটা র‍্যানশ করে। যুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত ওদের বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি। তারপর সম্পর্কটা শীতল হয়ে যায় জেসন ইউনিয়নের পক্ষ নেওয়ায়। জেস বার্নেট কনফেডারেসির পক্ষে ছিল।

লম্বা-চওড়া শক্তপোক্ত সুদর্শন মানুষ জেস। জেসনের চেয়ে বয়সে এক বছরের ছোট সে, তার মানে ওর বয়স এখন ছাব্বিশ। জেসনকে এগিয়ে যেতে দেখে কালো হয়ে গেল তার গম্ভীর চেহারা। অদৃশ্য একটা দেয়াল তুলে দিয়েছে সে নিজের চারপাশে। স্পষ্ট বোঝা গেল, যুদ্ধে জেসন কোন্ পক্ষ নিয়েছে তা ভুলে যেতে রাজি নয় সে।

তাদের সামনে থামল জেসন, মৃদু হেসে বলল, 'হ্যালো, জেস, তোমাদের এতোদিন পরে দেখে সত্যি ভাল লাগছে।' রিকির দিকে তাকাল ও, ড্যান বা জেসকে ওর সঙ্গে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কথা বলাতে চাইল না। 'রিকি, আগামীকাল সকালে ড্যান্ডির পালে আমাদের কতোগুলো গরু আছে সেটার সঠিক হিসেব জানতে পারব আমরা। কোনও জোচ্চুরি যাতে না হয় সেটা সৈন্যরা দেখবে।'

রিকি বলল, 'খুব ভাল হলো।' বার্নেটের দিকে তাকাল সে। 'তুমি কী বলো, জেস?'

থুতু ফেলল জেস বার্নেট। 'আমি বরং আমার সমস্ত গরু

হারাতে রাজি আছি, তবু বিশ্বাসঘাতক কোনও টেক্সানের সাহায্য চাই না।' রাশে দোলা দিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল সে, সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'চলো, যাওয়া যাক, ড্যান।'

রওনা হয়ে গেল সে। পিছু নিল ড্যান মার্ডক।

বিব্রত চেহারায় জেসনের দিকে তাকাল রিকি হ্যানসন। 'জেসন, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছ এটা মেনে নিতে পারছে না বার্নেট। হয়তো সময়ে...'

'ঠিকই বলেছ, রিকি। সময়ে অনেক কিছুই মানুষ ভুলে যায়।'

'রানশে ফিরছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'দেখা হবে তা হলে।'

নড করল জেসন, তরুণ রিকিকে তার সঙ্গীদের পিছনে চলে যেতে দেখল। আনমনে ভাবল, হয়তো সত্যিই জেস বার্নেট এক সময় ভুলে যাবে ও টেক্সাসের বিপক্ষে লড়েছে। কিন্তু ভুলতে হলে অনেক সময় লাগবে। অনেক সময়। ওর এই বাড়ি ফিরে আসা মোটেই সুখকর হয়নি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শহরের দিকে পা বাড়াল ও, মনটা ছোট হয়ে আছে।

হোটেলের বারে থামল ও একটা ড্রিঙ্ক নিতে। প্রথমটার পর একে একে আরও তিন পেগ মদ গিলল ও, কিন্তু হুইস্কি ওর মন ভাল করতে কোনও কাজে এলো না। লবিতে চলে এলো ও, ঘরের চাবি সংগ্রহ করে নিয়ে উঠে এলো দোতলায়। ঘরটা ছোট আর অপরিষ্কার। ইতিমধ্যেই ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘনাতে শুরু করেছে। লণ্ঠন জ্বালল ও, হ্যাট আর কোট খুলে ফেলল। মুখে হাত বুলিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, শেভ করবে। শার্ট খুলে ট্র্যাভেলিং ব্যাগ থেকে ক্ষুর বের করল ও, মুখে শেভিং ক্রিম লাগাল ওয়াশ স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে। গালে ক্ষুর লাগাতেই নক হলো দরজায়।

'কাম ইন।' শেভ করা বন্ধ করল না জেসন। আয়নায় ঘরে কে ঢুকেছে দেখে থতমত খেয়ে গেল ও।

এক যুবতী ঢুকেছে ঘরে।

ক্ষুর নামিয়ে রাখল জেসন, এক ঝটকায় তোয়ালে তুলে নিয়ে মুখ মুছল। সামলে নিয়ে বলল, 'দুঃখিত, কোনও মহিলা আমার ঘরে ঢুকবে তা ভাবিনি।' খাটের দিকে পা বাড়াল ও। ওখানেই ওর শার্টটা আছে।

'শার্ট পরার দরকার নেই,' বলল যুবতী। 'আমি এখানে এক মিনিটের বেশি থাকব না।'

যুবতীর দিকে তাকাল জেসন। মেয়েটাকে দেখে বিব্রত মনে হলো না, শার্টহীন পুরুষ দেখে যেন সে অভ্যস্ত। যুবতীর দৃষ্টিতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট, বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই সে-দৃষ্টিতে। অত্যন্ত সুন্দরী সে, টেক্সাসের সীমান্ত শহরে এরকম দামি পোশাক পরা মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। চুলগুলো গাঢ় সোনালী, অদ্ভুত আকর্ষণীয় দেহের গঠন। পানপাতার মতো মুখে পরিশীলিত প্রসাধন। বয়স হবে তেইশ কী চব্বিশ, আন্দাজ করল জেসন। তবে পরিণত। গাঢ় বাদামী একটা পোশাক পরে আছে সে, পোশাকের হাতাগুলো ফোলানো। মাথায় ছোট্ট একটা টুপি। হাতে গ্লাভ। সেই হাতে নেটের তৈরি বড়সড় একটা ব্যাগ। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অদ্ভুত মোহনীয়তা। রহস্যময় আয়ত নীল চোখে জেসনকে দেখছে সে, ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা। জেসনের মনে হলো অমোঘ আকর্ষণে টানছে ওকে অচেনা যুবতী।

'যা ভেবেছিলাম তুমি তেমন নও দেখছি,' খানিকটা বিস্মিত স্বরে বলল সে। জেসনের বুক-পেটের ক্ষতচিহ্নটা দেখল চোখ বড় বড় করে। 'মারাত্মক একটা ক্ষত। দেখলেই গা শিউরে ওঠে।'

'কয়েক বছর আগে ওটা দেখতে আরও খারাপ ছিল,' বলল জেসন। 'কী আশা করেছিলে তুমি?'

'চাষাড়ে কোনও ছোটলোক।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল জেসনের। 'ঠিক ঘরে এসেছ তো?'

'ভণ্ডামি বাদ দাও,' কঠোর শোনাল মেয়েটার কণ্ঠ। 'তুমি ভাল করেই জানো আমি কে, কেন এখানে এসেছি।'

'তা হলে তুমি কে সেটা আমার জানার কথা?'

'নিশ্চয়ই। আমি লিজা হলিঙ্গার।'

মাথা নাড়ল জেসন। 'দুঃখিত, কিন্তু নামটা আমার পরিচিত নয়।'

হাসিটা আবার ফিরে এলো যুবতীর ঠোঁটে, তবে এবারের হাসিতে টিটকারির ছোঁয়া। 'ভান কোরো না, ম্যাককয়।' নেটের ব্যাগ খুলল সে, ছোট একটা চামড়ার পাউচ বের করল। রিনিঝিনি আওয়াজ তুলল ভিতরের কয়েনগুলো। 'আমাকে বলা হয়েছে যাতে তোমাকে আমি এই দু'শো ডলার দিই। জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই এলাকা থেকে চলে যেতে হবে তোমাকে।'

'ভুল ঘরে এসেছ তুমি, মিস হলিঙ্গার। ভুল লোকের সঙ্গে কথা বলছ।'

'মিসেস হলিঙ্গার।'

বাউ করল জেসন। 'ভুল ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি ম্যাককয় নই, এটা তোমার ভুল।'

রাগের ছাপ পড়ল যুবতীর চেহারায়। বলল, 'আমি তোমাকে আমার সঙ্গে ভান না করতে বলেছি, ম্যাককয়। টাকা নিয়ে বিদায় হয়ে যাও। তোমাকে...' দ্বিধার চিহ্ন ফুটে উঠল তার চেহারায়। 'এটা রুম বারো তো?'

'হ্যাঁ। তবে আমি এই ঘরে উঠেছি আধঘণ্টাও হয়নি।'

একটু অপ্রস্তুত দেখাল মেয়েটাকে। 'তা হলে ভুলই করেছি আমি।'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে। ক্লার্ক কি বলেছে এ-ঘরে ম্যাককয় নামের কেউ আছে?'

নড করল লিজা। 'সকালে বলেছে। বারো নম্বর ঘরে

ম্যাককয়ের থাকার কথা। আগেও একবার দরজায় নক করে গেছি, কেউ সাড়া দেয়নি।'

'তার আগেই সে চলে গেছে হয়তো।'

'তা-ই হবে। দুঃখিত, তোমাকে বিরক্ত করেছি আমি, মিস্টার...'

'মার্কাস। জেসন মার্কাস।' আবার বাউ করল জেসন। 'খুব যদি দরকার হয় লোকটাকে, আর আমার যদি কিছু করার থাকে তো বলো, খুশি মনে সাহায্য করব আমি।'

'আমি এঘরে এসেছিলাম সেটা তুমি ভুলে গেলেই যথেষ্ট করা হবে, মিস্টার মার্কাস,' হঠাৎ শীতল শোনাল লিজার কণ্ঠ।

'সেটা অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে, ম্যাম।'

জেসন কী বলতে চাইছে না বোঝায় ভ্রূ কুঁচকে গেল লিজা হলিঙ্গারের।

'তোমাকে ভুলে যাওয়া সত্যিই কঠিন কাজ, ম্যাম,' আবার বলল জেসন। তীব্র একটা আকর্ষণ বোধ করছে ও লিজার প্রতি। ঠিক হচ্ছে না জেনেও ওর মন মানতে চাইছে না যে, হঠাৎ এসে হঠাৎই ওর জীবন থেকে চলে যাবে মেয়েটা। জিজ্ঞেস করে বসল ও, 'মিস্টার হলিঙ্গার কি জীবিত?'

'অবশ্যই!'

'বোকার মতো প্রশ্ন করেছি ভেবো না,' বলল জেসন। 'এখন তো চারদিকে বিধবাদের অভাব নেই।'

'আমার স্বামী বেঁচে আছে, মিস্টার মার্কাস।'

'তোমার সঙ্গে ওয়েদারফোর্ডে এসেছে নিশ্চয়ই সে?'

ভ্রূ এখনও কুঁচকে আছে লিজা হলিঙ্গারের। কী যেন হিসাব কষছে সে। বলল, 'হঠাৎ করেই আমার ব্যাপারে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছ তুমি, মিস্টার মার্কাস।'

'সেটা স্বাভাবিক,' স্বীকার করবার সুরে বলল জেসন। 'রহস্যময় এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে তুমি। আমার ঘরে এসেছ

এমন একজনকে খুঁজতে, যাকে তুমি চেনো না। তাকে দুশো ডলার দেয়ার কথা তোমার, তাকে বলতে হবে যাতে সে এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। যদি মিস্টার হলিঙ্গার না থাকত তা হলে এই রহস্য তদন্ত করতে উৎসাহী হতাম আমি। ধরো, আজ রাতের সাপারের সময়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম।'

'তোমাকে সেক্ষেত্রে হয়তো হতাশ হতে হবে, মিস্টার মার্কাস।'

'তাতে আমার গভীর সন্দেহ আছে।'

লিজা হলিঙ্গারের চেহারায় কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠল, জিজ্ঞেস করল সে, 'তুমি কি টেক্সান?' জেসন মাথা ঝাঁকানোয় বলল, 'যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাদের চেয়ে তুমি অনেক আলাদা। আচরণে মনে হয় তুমি ভদ্রলোক। তোমাকে আমি অনুরোধ করছি আমার বা ম্যাককয়ের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ো না। আমার ব্যাপারে জানার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই তোমার।' দরজার কাছে চলে গেল লিজা, ঘুরে তাকাল জেসনের দিকে। 'তবে তুমি যদি কথা দাও আমার ব্যাপারে বাড়তি কৌতূহল দেখাবে না তা হলে...'

'কথা দিলাম।'

'ঠিক আছে। তা হলে আমি তোমার সঙ্গে আজ রাতে সাপারে রাজি। সাড়ে ছয়টা নাগাদ?'

নড করল জেসন। 'কোথায় দেখা হবে তোমার সঙ্গে?'

'আমার রুম নম্বর ষোলো। করিডর ধরে সামনে।'

হাসল লিজা হলিঙ্গার, জেসনকে এখনও নিরীখ করছে। তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

দরজা বন্ধ করে দিল জেসন, দরজার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল দ্বিধা নিয়ে। মেয়েটা ওর সঙ্গে সাপারে রাজি হয়েছে কেন সেটা স্পষ্ট। ও যাতে কৌতূহল না দেখায় তাই একসঙ্গে সাপারটা ঘুষ হিসেবে দিচ্ছে লিজা হলিঙ্গার। মেয়েটার

গোপন করবার কী আছে সেটা ভেবে পেল না ও। তবে ব্যাপারটা যা-ই হোক, গোপন করবার মতো। এর মধ্যে জড়ানোর কোনও ইচ্ছে নেই ওর, কিন্তু লিজা হলিঙ্গার অমোঘ আকর্ষণে টানছে ওকে। আগে কোনও মেয়ে ওকে এভাবে মোহগ্রস্ত করে তুলতে পারেনি। এতোই নড়ে গেছে ও যে, স্বীকার করতে হলো, অন্যের বউ নিয়ে ভেগে যাবার মতো লোক ও না হলেও মন মানতে চাইছে না লিজা হলিঙ্গার বিবাহিত, তার স্বামী আছে।

শ্রাগ করে ওয়াশস্ট্যান্ডের কাছে ফিরে এলো জেসন শেভ শেষ করতে। ছিটওয়ালা অস্পষ্ট আয়নায় নিজেকে দেখল ও।

পেটা শরীরের লোক জেসন, উচ্চতা ছয়ফুট এক ইঞ্চি। চেহারায় কঠোর একটা ভাব আছে, যেটা নারীদের টানে। বুক আর পেটের বিরাট ক্ষতচিহ্নটায় হাত বোলাল জেসন। ভয়ঙ্কর একটা ক্ষত, লিজা যেমন বলেছে। তবে ওটার মধ্যে গোপন কিছু নেই, সামনাসামনি লড়াইয়ে সৃষ্টি হয়েছে ওটা। জেসন বুঝতে পারছে, লিজার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালেও একটা ক্ষত সৃষ্টি হবে। সেটা চোখে দেখা যাবে না, সেটা সম্মানজনকও হবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জেসন লিজা হলিঙ্গারের ব্যাপারে। নিউ অরলিন্সে ওর মতো মেয়েদের আরও দেখেছে ও। ঝুঁকি নিতে ভালবাসে এসব মেয়ে। এদের সঙ্গে জড়ালে ক্ষতি ছাড়া ভাল হয় না। বুঝতে পারছে ওর উচিত না সন্ধে সাড়ে ছয়টায় রুম ষোলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো।

কিন্তু তা-ই করবে ও। ওকে যেন জাদু করেছে লিজা। বিনা প্ররোচনায় ওকে প্ররোচিত করে তুলেছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, অনেক কিছুই ও করতে পারে মেয়েটার জন্য।

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি যত্ন নিয়ে শেভ করতে শুরু করল জেসন। শেভের ফাঁকে অজান্তেই মিস্টার হলিঙ্গারের ব্যাপারে ভাবতে শুরু করল ওর মন।

তিন

ন্যাশনাল হাউসে ডাইন করলে অন্তরঙ্গ হওয়ার কোনও উপায় নেই। কোনও প্রাইভেট টেবিল নেই এখানে, দশ-বারোটা টেবিলের বেশিরভাগই দখল হয়ে গেছে, যখন জেসন মিসেস হলিঙ্গারকে নিয়ে ঢুকল ঘরে। ওরা ঢোকায় সামান্য গুঞ্জন উঠল উপস্থিতদের মাঝে। পুরুষদের চোখ আটকে গেল লিজা হলিঙ্গারের উপর, মহিলারা তাকে দেখল বিদ্বেষ নিয়ে, তাদের দৃষ্টিতে প্রশংসার বদলে তিরস্কারের ভাবটাই বেশি। লিজা হলিঙ্গারের সঙ্গে ও আছে সেটা বুঝবার পর ভ্রূ উঁচু হয়ে গেল পুরুষদের। এটা পরিষ্কার যে লিজাকে চেনে তারা, জেসনের ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করছে।

সবাই লিজাকে চিনলেও কেউ তার সঙ্গে কথা বলল না চাক ড্যান্ডি ছাড়া। চাক ড্যান্ডি নড করে বলল, 'ইভনিং, ম্যাম।'

জবাবে লিজা 'হাউ ডু ইউ ডু, মিস্টার ড্যান্ডি,' বলল নিচু গলায়। কথাটা আস্তে বলা হলেও ঘরের নীরবতায় মিষ্টি কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা গেল। লিজার আচরণে বেপরোয়া একটা ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, খেয়াল করল জেসন, যেন কে তার ব্যাপারে কী ভাবল তাতে তার কিছু যায় আসে না।

জেসন চেয়ার টেনে বসতে ইশারা করায় 'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলে মৃদু হেসে বসল লিজা হলিঙ্গার। মনে হলো ভদ্রতাটা করায় খুশি হয়েছে সে।

নিজেও বসল জেসন, বুঝতে পারছে ওর পক্ষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কঠিন হবে। তীব্র কৌতূহল বোধ করছে ও। ভাবল, ও যেমন কাছের লোকদের কাছে পরিত্যাজ্য লিজা হলিঙ্গারও কী তেমনই পরিত্যাজ্য কি না। সন্দেহ নেই এখানে যারা আছে তারা লিজা হলিঙ্গারের মতো সমাজের একই স্তরের মানুষ। কার্পেটব্যাগার অথবা ইউনিয়নিস্ট তারা, স্বাভাবিক ভাবেই টেক্সাসের লোক নয়। প্রত্যেকের ভিতর প্রাচুর্যের ছাপ, প্রত্যেকে তারা আত্মবিশ্বাসী। চাক ড্যান্ডিও তাদের মতোই একই স্তরের মানুষ। আর লিজা হলিঙ্গার নিশ্চিত ভাবেই সীমান্ত শহরে বড় হওয়া কোনও মেয়ে নয়।

মোটাসোটা এক মেক্সিকান মহিলা ওদের সাপার সার্ভ করল। ভাজা স্টেক, সিদ্ধ আলু আর কয়েক পদের বীন। এসব সাধারণ মানের খাবারে লিজা হয়তো অভ্যস্ত নয়, ভাবল জেসন। কথাটা বলল।

'না, না, ঠিক আছে,' মৃদু হেসে বলল লিজা। 'তা ছাড়া খিদে লেগেছে আমার।'

কথাটা প্রমাণ করল লিজা, স্পষ্ট বোঝা গেল খাবারটা উপভোগ করছে সে। মহিলাদের অপছন্দ যেন পাত্তাই দিল না। খাওয়ার ফাঁকে টুকটাক কথা বলল জেসনের সঙ্গে। অন্যদের কান বাঁচিয়ে কথা বলবার কোনও উপায় নেই, কাজেই আলাপটা জেসনের কৌতূহল মেটাবার মতো হলো না। খাবারের দিকেই বেশি মনোযোগ দিল জেসন, খেয়াল করল পুরুষরা চোরা চোখে ওকে দেখছে। চাক ড্যান্ডি বার কয়েক ধরা পড়ে গেল আড়চোখে তাকাতে গিয়ে।

একে একে খাওয়া সেরে একা কিংবা সঙ্গিনীকে নিয়ে চলে গেল প্রায় সবাই, রয়ে গেল শুধু চাক ড্যান্ডি আর মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি। জেসন আর লিজা হলিঙ্গারকে শেষবারের মতো নগ্ন কৌতূহল নিয়ে দেখে বিদায় হলো চাক ড্যান্ডিও। তার কয়েক

মিনিট পর গেল মধ্যবয়স্ক দম্পতি। এতোক্ষণে চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল জেসন, মৃদু হেসে তাকাল লিজা হলিঙ্গারের দিকে, বলল, 'অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিজা হলিঙ্গার। 'অনেকদিন আগেই আমি শিখে নিয়েছি কে কী ভাবল তা নিয়ে মাথা না ঘামাতে। বলতে পারো চামড়া পুরু হয়ে গেছে আমার। তোমার অস্বস্তি লাগছিল?'

'আমি ভাবছিলাম।'

'কেন আমি সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নই?' বলল লিজা। 'তুমি কথা দিয়েছ কৌতূহল দেখাবে না।'

'ফলে আমার চেয়ে সুবিধেজনক অবস্থানে আছো তুমি।'

'কীভাবে? আমি তো বুঝতে পারছি না কেন আমি সুবিধেজনক অবস্থানে আছি।'

'আমার বলা উচিত অন্য আর সবাই সুবিধেজনক অবস্থানে আছে,' বলল জেসন। 'মনে হলো আমি ছাড়া আর সবাই তোমাকে চেনে, তোমার ব্যাপারে জানে। আমিই শুধু অন্ধকারে আছি।'

'কেউ আমার ব্যাপারে ব্যক্তিগত কিছু জানে না, এমন কিছু তাদের জানা নেই যা সবাই জানে না। আসলে আমার মতো বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে তোমাকে দেখে আশ্চর্য হয়েছে তারা। লোকে কুৎসা রটাতে খুব পছন্দ করে, তা সত্যিই হোক আর মিথ্যে।'

'আমি যদি তোমার বিব্রত হবার কারণ হয়ে থাকি, তা হলে...'

হাসল লিজা। মিষ্টি হাসিটার রিনিঝিনি আওয়াজ জেসনের বুকের ভিতরে একটা কম্পন সৃষ্টি করল। লিজা হলিঙ্গারের প্রতিটা কাজ ওকে বারবার করে মনে করিয়ে দিচ্ছে, অত্যন্ত আকর্ষণীয় একজন মহিলা সে।

লিজা বলল, 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, চামড়া পুরু হয়ে গেছে আমার। খুব কম জিনিসই আমাকে ছুঁয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি যদি তোমার সুনাম নষ্ট করার কারণ হয়ে থাকি...'

'হওনি। বিশ্বাস করতে পারো আমার কথা।'

ওয়েইট্রেস কফি আর শুকনো আপেলের পাই নিয়ে এলো। মহিলা চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নীরব থাকল লিজা, চিন্তিত দৃষ্টিতে জেসনকে দেখল, তারপর বলল, 'আমাকেই বরং কৌতূহলী হতে দাও। তোমার ব্যাপারে বলো। কেন তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে তুমি অন্য টেক্সানদের মতো নও? এমন কী চাক ড্যান্ডির মতো ইউনিয়নিস্ট টেক্সানের সঙ্গেও তোমার কোনও তুলনা হয় না।'

'আমি জানি না কী তফাৎ আছে আমার অন্যদের সঙ্গে।'

'তোমার ঘরেই কথাটা বলেছিলাম। তুমি ভদ্রলোক।'

'আরও অনেক টেক্সানই ভদ্রলোক।'

'একজনকেও আমি দেখিনি।'

'সময়ে ঠিকই দেখবে।'

'সন্দেহ আছে,' কফি কাপের উপর দিয়ে জেসনকে দেখল লিজা হলিঙ্গার। 'তোমার পোশাক আর আচরণ অন্যান্য টেক্সানদের চেয়ে আলাদা। কেন?'

'নিউ অরলিন্স থেকে মাত্র ফিরেছি আমি,' বলল জেসন। 'ওখানে হয়তো খানিকটা বদলে গেছি আমি। অনেকের সঙ্গেই ওখানে পরিচয় হয়েছে আমার, প্রচুর বইও পড়েছি।' হাসল জেসন। 'বই পড়াটা আমার নেশা।'

'আর কী নেশা আছে তোমার, জেসন মার্কাস?'

'সিগার।'

'যুদ্ধে গিয়েছিলে তুমি?'

'ইউনিয়নের পক্ষে লড়েছি, কনফেডারেটদের পক্ষে নয়।'

'তা-ই? এখন তোমার কী মনে হয়, ঠিক কাজই করেছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'অফিসার ছিলে তুমি?'

'কমিশন থেকে যখন অব্যহতি নিই তখন আমি মেজর ছিলাম।'

'আমার স্বামীর সঙ্গে তা হলে খানিকটা মিল আছে তোমার। ও-ও মেজর।'

'এখনও চাকরি করছে?'

নড করল লিজা হলিঙ্গার। 'হ্যাঁ, আর্মিতেই আছে ও, স্যাবিনভিলে ওদের স্টেশন। বলতেই হয় জায়গাটা ফিলাডেলফিয়া থেকে অনেক দূরে। মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয় লাখ লাখ মাইল দূরে। টেক্সাসে এসে টেক্সাসকে পছন্দ করতে পেরেছি কি না সেটা ভেবে মাঝে মাঝে আমি দ্বিধায় ভুগি, জেসন মার্কাস।'

'ফিলাডেলফিয়া আমি দেখেছি,' হাসল জেসন। 'পছন্দ হয়েছে কি না জায়গাটা তা নিয়ে আমারও দ্বিধা আছে। আর আমি যখন ছয় বছর আগে যুদ্ধে যোগ দিই তখন স্যাবিনভিল ছোট্ট একটা বসতি ছিল। এখন কি জায়গাটা এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে যে ফেডারেল ট্রুপ ওখানে স্টেশন করেছে?'

'ওদিকে ঝামেলা হচ্ছিল,' বলল লিজা। 'আর শহরটাও বেড়েছে। একসময় হয়তো ওয়েদারফোর্ডের সমান বড় হবে জায়গাটা, যদি অবশ্য ওয়েদারফোর্ডকে তুমি বড় বলো।...তোমার কথা আরও বলো।'

'রানশার ছিলাম আমি যুদ্ধের আগে। মাঝখানে এতো সময় পেরিয়ে গেছে যে ওখানে এখনও আমার রানশ আছে কি না তা-ও সঠিক জানি না। গরু দেখাশোনার জন্য কয়েকজন মেক্সিকান ভ্যাকুয়েরোকে রেখে গিয়েছিলাম, ওরা হয়তো ব্র্যান্ডিঙের মতো কাজগুলো করেছে, যে-কারণে চাক ড্যান্ডির পালের মধ্যে আমার

কিছু গরুও আছে।'

'স্ত্রী অপেক্ষা করছে না তোমার জন্যে?'

'না। বিয়ে করিনি আমি।'

'এজন্যেই তা হলে নিউ অরলিন্সে দুটো বছর কাটিয়েছ তুমি। বাড়িতে কোনও মহিলা ছিল না যে তোমাকে ফিরে আসতে তাগাদা দেবে। শুনেছি নিউ অরলিন্স জায়গাটা ভাল নয়।' জেসনকে দেখল লিজা, মৃদু হাসির রেখা ঠোঁটে। 'পুরুষদের সব ধরনের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাই না কি আছে ওখানে। শুনেছি নিউ অরলিন্সের মেয়েরা রূপের জন্যে বিখ্যাত।'

'যে-কোনখানেই পুরুষ তার পছন্দের সুন্দরী মেয়ের দেখা পেতে পারে।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ, এমনকী টেক্সাসের ওয়েদারফোর্ডেও।'

'ধন্যবাদ,' সামান্য আরক্ত হলো লিজার চেহারা। 'অনেক কিছু জানলাম তোমার সম্বন্ধে। এবার আমাকে উঠতে...'

ডাইনিং টেবিল ছেড়ে উঠল ওরা, জেসনের ভাবতে ভাল লাগল না সম্পর্কটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে এভাবে। বিদায় নিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে দেবে লিজা, জীবন থেকে হারিয়ে যাবে যেমন হঠাৎ এসেছিল ঠিক তেমনি করেই। লবি পার হওয়ার সময় জেসন প্রস্তাব করল, রাস্তায় একটু হাঁটলে কেমন হয়। 'তাজা বাতাস পাওয়া যেত,' তড়িঘড়ি যোগ করল ও।

খানিক দ্বিধায় ভুগল লিজা হলিঙ্গার, জেসনের মনে হলো প্রস্তাবটা নাকচই করে দেবে সে। কিন্তু লিজা বলল, 'যাওয়া যায়।'

হোটেল থেকে বের হবার সময় জেসনের বাহু ধরল লিজা হলিঙ্গার।

শহরের শেষপ্রান্তে চলে গেল ওরা, সেখান থেকে ক্রীকের উপরের ব্রিজে। আজ চাঁদনী রাত। নীচের কলকল করে ছুটে চলা

চঞ্চল পানিতে আলো-ছায়ার নিয়ত লুকোচুরি খেলা দেখল ওরা। লিজার হাত যে ওর হাতে সেটা অতি সচেতন জেসন উপভোগ করছে। লিজার দেহের মিষ্টি সুবাস পাচ্ছে ও। নিজেকে ও বলল, লিজা হলিঙ্গারের সঙ্গে সময় কাটানো সত্যি আনন্দদায়ক, কিন্তু কাজটা অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে। লিজাকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছে হলো ওর। নিজেকে বিশ্বাস করতে না পেরে সামান্য সরে দাঁড়াল জেসন, একটা সিগার বের করে ধরাল। ওটার লালচে আভায় দেখল মৃদু হাসিমুখে ওকে দেখছে লিজা হলিঙ্গার।

'তোমার স্বামী, সে মানুষ হিসেবে কেমন?' জিজ্ঞেস করল জেসন।

'সক্ষম একজন পুরুষ, আর্মি অফিসার যেমন হয়।'

'অনেকদিন হলো বিয়ে হয়েছে তোমাদের?'

'চার বছর। যুদ্ধের সময় বাল্টিমোরে ওর সঙ্গে দেখা হয় আমার।'

'মেজর লেন হলিঙ্গার,' বলল জেসন। 'যুদ্ধের সময় যে সম্পদ সে পেয়েছে তাতে হিংসে হচ্ছে আমার।'

'ক্যাপ্টেন ছিল সে তখন। ডেস্ক জব করত।' হাসল লিজা হলিঙ্গার। 'যুদ্ধ ও দেখেনি। আমাকে জয় করে নেয় একটা নাচের আসরে। বরং হয়তো বলা যায় আমিই ওকে জয় করি।' একটু থামল লিজা, তারপর বলল, 'তুমি আমার স্বামীর ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করছ না, তুমি আসলে জানতে চাইছ আমি তাকে ভালবাসি কি না।'

'তুমি পুরুষদের মন বোঝো,' বলল জেসন। 'ভালবাসো তাকে?'

'এবার তুমি কিন্তু সত্যিই খুব কৌতূহল দেখাচ্ছ। কিন্তু তুমি শপথ করেছিলে দেখাবে না।'

'সত্যি আমি কৌতূহলী। সত্যি কি তুমি তাকে ভালবাসো?'

ঝঙ্কার তুলে হাসল লিজা। 'সেটা তোমাকেই চেষ্টা করে

জানতে হবে।'

গম্ভীর চেহারায় লিজা হলিঙ্গারকে দেখল জেসন, বুকের ভিতর দামামা বাজছে ওর। লিজার প্রচ্ছন্ন আহ্বানটা চিনতে দেরি হয়নি ওর। আহ্বানটা গ্রহণ করবে ঠিক করল ও। সিগারটা রেলিঙের উপর দিয়ে ফেলে দিয়ে লিজাকে আলিঙ্গন করল জেসন। পাল্টা সাড়া পেল না ও। ওর ঠোঁট স্পর্শ করল লিজার ঠোঁট, এবারও লিজার তরফ থেকে কোনও সাড়া নেই। নিজেকে বোকা মনে হলো জেসনের। আস্তে করে লিজাকে ছেড়ে দিল ও।

'এখন আমি জানি,' মৃদু কণ্ঠে বলল জেসন।

'হয়তো জানো না।'

'মানে?'

'তুমি জানো না আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি কি ভালবাসি না। তুমি শুধু জানো পুরুষ লোক মাঝেমধ্যে বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে। চলো, এবার ফেরা যাক।'

ফিরতি পথ ধরল ওরা। এখন আর লিজার হাত জেসনের বাহুতে নেই। কথা হলো না ওদের মাঝে। এখনও নিজেকে হদ্দ বোকা মনে হচ্ছে জেসনের। ও ভাবল, মনে মনে হয়তো ওকে নিয়ে হাসছে লিজা হলিঙ্গার। সোজা সামনে তাকিয়ে হাঁটছে লিজা, চেহারায় কোনও অনুভূতির ছাপ নেই। যদি সামান্যতমও নড়ে গিয়ে থাকে তার কোনও প্রকাশ নেই লিজার মধ্যে। দু'জনের মধ্যে লিজাই সুস্থ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, স্বীকার করতে হলো জেসনকে। ওকে উৎসাহিত না করাটা ঠিক কাজই হয়েছে। কিন্তু জেসনের একথাও মনে হলো যে, ওকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এতো খারাপ লাগল যে রেগে গেল ও নিজেরই উপর।

শহরের মাঝখানে পৌঁছে গেল ওরা। ন্যাশনাল হাউসের সামনের হিচর্যাকে দুটো ঘোড়া বাঁধা দেখল জেসন। একটায় স্যাডল চাপানো আছে, অন্যটা প্যাকহর্স। রেইলে হেলান দিয়ে এক লোক একটা বাদামী কাগজে মোড়া সিগারেট ফুঁকছে। জেসন

আর লিজা হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করবার আগে পর্যন্ত তার মধ্যে কোনও কৌতূহল দেখা গেল না। তারপর সে পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস হলিঙ্গার?'

লিজার সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল জেসনও। লিজা প্রশ্ন করল, 'ম্যাককয়?'

'ইয়াহ্।' হিচর‍্যাকের সামনে থেকে সরল না লোকটা।

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত,' জেসনের দিকে তাকাল লিজা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল জেসন, বুঝতে পারছে ও সাক্ষী থাকুক তা লিজা চাইছে না। কৌতূহল বোধ করায় লবিতে না ঢুকে গ্যালারিতে দাঁড়াল ও।

লিজা চলে গেল ম্যাককয়ের সামনে। সোজা হয়ে দাঁড়াল ম্যাককয়, হোটেলের দরজার কাছে ঝুলন্ত বাতিটার আলো তার মুখের উপর গিয়ে পড়ল। স্পষ্ট তাকে দেখতে পেল জেসন। চিকন লোক ম্যাককয়, নাকটা ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো। শক্ত লোক, চেহারাই বলে দিচ্ছে। সম্ভবত পেশাদার গানম্যান।

'শুনলাম তুমি শহরে আছো,' বলল ম্যাককয়। 'মনে হলো আমাকে খুঁজবে।'

'আশা করছিলাম তুমি এতোক্ষণে এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাবে,' বলল লিজা হলিঙ্গার।

'যাব আমি। তবে তার আগে টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপার আছে।'

জেসনকে ভুল করে যে চামড়ার পাউচটা দিতে যাচ্ছিল ওটা নেটের ব্যাগ থেকে বের করল লিজা হলিঙ্গার, ম্যাককয়ের হাতে দিল।

'কতো?' জিজ্ঞেস করল ম্যাককয়।

'দুশো ডলার। আমাকে বলা হয়েছে যাতে তোমাকে বলে দিই এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে।'

'দুশো ডলার? এ তো অতি সামান্য!'

'এ-ই পাবে। কৃতজ্ঞ থাকো যে দুশো ডলার পেয়েছ।'

'এর পাঁচগুণ পাবার কথা।' পাউচটা আক্রোশ ভরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল ম্যাককয়। 'যাও, তোমার বন্ধুদের গিয়ে বলো এতো কমে আমাকে কিনতে পারবে না। বলে দিয়ো এক হাজারের কমে মানব না আমি।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল লিজা হলিঙ্গারের কণ্ঠ। 'টাকাগুলো মাটি থেকে তোলো, ম্যাককয়।'

'জাহান্নামে যাও, মিসেস হলিঙ্গার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার দড়ি খুলে স্যাডলে চেপে বসতে স্টিরাপে পা রাখল ম্যাককয়।

'ম্যাককয়!' আরও তীক্ষ্ণ শোনাল লিজা হলিঙ্গারের কণ্ঠ।

গ্যালারি থেকে নেমে এলো জেসন, খপ করে ম্যাককয়ের বাহু ধরল ও, এক টানে সরিয়ে আনল ঘোড়ার কাছ থেকে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল হিচর‍্যাকের উপর। বেকায়দায় পড়ে ক্ষণিকের জন্য বিবশ হয়ে গেল ম্যাককয়, চেহারায় ফুটে উঠল ব্যথার ছাপ।

'ভদ্রমহিলা যা বলছে তা করো। টাকাগুলো তোলো।'

'আমি বলেছি তাকে কী করতে হবে।'

আগে বাড়ল জেসন। হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে ফেলেছে ম্যাককয়, তার ডান কব্জি চেপে ধরল জেসন দু'হাতে, পরক্ষণেই কব্জিটা ও সজোরে বাড়ি মারল হিচর‍্যাকের গায়ে। ব্যথায় অস্ফুট চিৎকার ছাড়ল ম্যাককয়, তার হাত থেকে অস্ত্রটা পড়ে গেল। লাথি দিয়ে ওটা দূরে সরিয়ে দিল জেসন, তারপর এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

'টাকাগুলো তুলে নাও, ম্যাককয়।'

একটা মুহূর্ত মনে হলো কথা শুনবে না ম্যাককয়, তারপর নির্দেশ পালন করল সে। পাউচটা হাতে নিয়ে ওজন দেখল। তার চোখ জেসন আর লিজার উপর ঘুরছে। বলল, 'কিস্তি হিসেবে নিলাম এটা।' পাউচটা পকেটে পুরে ঘোড়াগুলোর দিকে ফিরল সে. স্যাডলে উঠে অন্য ঘোড়াটার দড়ি ধরে জেসনকে উপেক্ষা

করে লিজার দিকে তাকাল। 'মনে রেখো, আরও আটশো ডলার পাবো আমি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে মাঝারি গতিতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

লিজার দিকে তাকাল জেসন। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে লিজা হলিঙ্গার। 'ম্যাককয় লোকটা সুবিধের নয়,' বলল জেসন। 'যে তোমাকে এর সঙ্গে জড়িয়েছে তাকেও আমি ভাল লোক ভাবতে পারছি না।'

'এর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না আমার।'

'এতো নিশ্চিত হয়ো না।'

'চলে গেছে সে। আর ফিরবে না।' মৃদু হাসল লিজা হলিঙ্গার। 'গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয় ম্যাককয়। ওকে ভুলে যাওয়াই উচিত। আমাকে তুমি ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে?'

দোতলায় নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে লিজা হলিঙ্গার বলল, 'আমার পক্ষ নিয়েছিলে বলে ধন্যবাদ। তুমি সাহায্য না করলে লোকটা বাড়াবাড়ি করত। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় ভাল লেগেছে আমার।'

'শুনে মনে হচ্ছে এখানেই আমাদের মধ্যে বিদায় নেয়ার পালা চুকছে।'

'আমি আগামীকালের স্টেজে স্যাবিনভিল ফিরছি।'

'আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

'তা-ই?'

'আমার রানশ থেকে সবচেয়ে কাছের বসতিই স্যাবিনভিল,' বলল জেসন। 'মাঝে মাঝে ওখানে যেতে হবে আমাকে। তখন হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'দেখা হওয়াটা ভাল হবে বলে আমি মনে করছি না, মিস্টার মার্কাস।'

হাসল জেসন। 'তা-ই আসলে। ঠিক আছে, গুডবাই, মিসেস হলিঙ্গার।'

দরজাটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জেসন, তারপর নিজের ঘরে ফিরল। লণ্ঠন জ্বেলে হ্যাট আর কোট খুলল। বিছানার কিনারায় বসে খুলে ফেলল বুট জুতো। মনের চোখে লিজা হলিঙ্গারকে দেখতে পেল ও, চুপচাপ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল নিষ্পলক। ঘুম আসছে না ওর, ছটফট করছে মনটা। বুঝতে পারছে, মনের লাগাম ছেড়ে নিজেকে লিজা হলিঙ্গারের প্রতি দুর্বল হতে দিয়েছে ও। আগে কখনও কারও স্ত্রীকে পেতে চায়নি ও, কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হলো, আগে কখনও লিজা হলিঙ্গারকে দেখেনি ও।

চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল জেসন। নিউ অরলিন্সে লিজা হলিঙ্গারের মতো মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর। যখন যাকে ধরত তাকে এতো প্রচ্ছন্ন ভাবে তারা নাচাত যে বেচারার মনে হতো আসলে সে একাই আগ্রহী হয়ে উঠেছে কোনও কারণ ছাড়া। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে গত কয়েক বছরে ওর। স্পষ্ট বুঝতে পারছে জেসন, ক্রীকের সেতুতে ও আলিঙ্গন করবার আগে পর্যন্ত ওকে আকর্ষণ করতে প্রচ্ছন্ন ভূমিকা রেখেছে লিজা হলিঙ্গার।

এটা ঠিক যে, বারবার ওকে লিজা মনে করিয়ে দিয়েছে সে বিবাহিতা। এমন একটা ভাব বজায় রেখেছে যে সে সম্মানিতা বিবাহিতা মহিলা। কিন্তু বাস্তবে তার কোনও প্রমাণ রাখেনি সে। অন্যের হোটেল রুমে এসেছে, এসেছে এমন একজনের কাছে যাকে সে চেনেও না। ওর দাওয়াত গ্রহণ করেছে। তার আগে ওর মতো অপরিচিত একজন লোককে স্বাভাবিক স্বরে বলেছে, শার্ট পরবার দরকার নেই। তারওপর আছে ম্যাককয়ের সঙ্গে লিজার রহস্যময় লেনদেন।

এই লেনদেনের জন্য কি তার স্বামী তাকে পাঠিয়েছে, একজন আর্মি অফিসার? হতে পারে। অধিকৃত এলাকায় অনেক বেআইনী কাজই করছে ইউনিয়ন আর্মি। কিন্তু ম্যাককয় লিজার স্বামীর কথা

কিছু বলেনি, বলেছে তার বন্ধুদের কথা। এ থেকে মনে হয় লিজা হলিঙ্গার ওয়েদারফোর্ডে এসেছে তার স্বামীর পক্ষ হয়ে কিছু করতে নয়, অন্য কারও হয়ে লেনদেন করতে।

জেসন নিজেকে বলল বোকার মতো কাজ হচ্ছে একজন বিবাহিতা মহিলার ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে। আরও বোকামি হচ্ছে লিজার মতো বেপরোয়া ধরনের বিবাহিতার প্রতি দুর্বল হওয়া।

ঘুমাতে বেশ দেরি হলো জেসনের। মাঝরাতে ওর ঘুম ভাঙল। প্রথমে মনে হলো বজ্রপাতের গুড়গুড় গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনেই ঘুমটা ভেঙেছে। আওয়াজটা ক্রমেই বাড়ছে। ওর ঘুম জড়ানো কানে মনে হলো সারা পৃথিবী যেন ভরে গেছে আওয়াজে। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গেল জেসন। এবার আওয়াজটা কীসের চিনতে পারল ও। ছুটন্ত খুরের আওয়াজ। বড় একপাল গরু ভয় পেয়ে উন্মত্তের মতো ছুটতে শুরু করেছে।

জানালা দিয়ে চাক ড্যান্ডির গরু যেখানে জড়ো করে রাখা হয়েছে সেদিকে তাকাল জেসন। চাঁদের আলোয় ছুটন্ত গরু দেখতে অসুবিধে হলো না। মুহূর্তের মধ্যে ওগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল। আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে লাগল আরও বেশ কিছুক্ষণ। শহরের এখানে ওখানে মানুষের ঘুমজড়ানো চিৎকার শুনতে পেল ও। কী ঘটেছে জানতে চাইছে তারা।

কী ঘটেছে তা জেসন এখন জানে।

লংহর্নের পাল সামান্যতেই ভয় পেতে পারে। কিন্তু এই পালটাকে যে চাক ড্যান্ডি স্ট্যাম্পিড করিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সকালে আর টালি করবার কোনও উপায় থাকল না, প্রমাণ করা যাবে না চাক ড্যান্ডি আর স্যামুয়েল ট্যালবট গরু গোনায় অসৎ হিসেব টুকছিল।

যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করবার নেই বিছানায় ফিরে এলো জেসন।

চার

সকালে স্বাভাবিকের চেয়ে দেরিতে ভাঙল ওর ঘুম। ঘড়ি দেখল, আটটা বিশ বাজে। নীচে নেমে দেখল এখনও নাস্তা দেওয়া হচ্ছে। তবে ডাইনিং রুমে মাত্র দু'জন খদ্দের আছে। মেক্সিকান ওয়েইট্রেস ওকে বেকন, ফ্ল্যাপজ্যাক আর কফি এনে দিল। ধীরেসুস্থে খেতে শুরু করল জেসন, ভেবে দেখেছে, কাল রাতে স্ট্যাম্পিডের কারণে এখন আর ওর হাতে কোনও কাজ নেই যে তাড়াহুড়ো করতে হবে। মনে মনে আশা করল লিজা হলিঙ্গার দেখা দেবে। কিন্তু এলো না সে। দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো ও হতাশ হয়ে।

সকাল সকালই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওয়েদারফোর্ডের ব্যবসায়িক কেন্দ্র। আজকেও বেশ কয়েকজন বেকার টেক্সানকে অলস বসে থাকতে দেখতে পেল ও। ভেবে পেল না কীভাবে বেঁচে আছে লোকগুলো। জীবিকা নির্বাহ করতে হলে কাজ চাই, টাকা দরকার, এদের তো কোনটারই কোনও বন্দোবস্ত নেই। দখলদারদের অন্যায় হঠাৎ করেই অসহ্য ঠেকল জেসনের কাছে। একটা সিগার ধরিয়ে শহরের শেষপ্রান্তে চলে এলো ও। লিভারি স্টেবল আর করালগুলো পাশ কাটিয়ে গরু রাখবার ফাঁকা জায়গাটায় হাজির হলো।

সমতলের পশ্চিম দিকে একটা ক্রীকের তীরে ক্যাম্প করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন লোক আছে ওখানে। এগোল জেসন,

নীল ইউনিফর্ম পরা লেফটেন্যান্ট আলবার্টকে দেখতে পেল। চাক ড্যান্ডি এবং তার লোকদের সঙ্গে লেফটেন্যান্টের সৈনিকরাও আছে।

'গুড মর্নিং,' লেফটেন্যান্টকে বলল জেসন। 'বুঝতে পারছি আজ আর এখানে কোনও টালি করা হবে না।'

দাড়ির ফাঁকে হাসল চাক ড্যান্ডি। 'সত্যি, তোমাকে হতাশ হতে হলো বলে খুবই খারাপ লাগছে আমার, মিস্টার মার্কাস।'

জেসন বলল, 'স্ট্যাম্পিড হবে সেটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

ভ্রূ কুঁচকাল ড্যান্ডি। 'কীভাবে বুঝবে বোকা গরুর দল কখন কী করে বসবে?'

'ওগুলো যে তোমার উপকারের জন্যে ছুটে বেরিয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক, বন্ধু,' ঠেস দিয়ে বলল জেসন।

'আমি একমত হতে পারলাম না,' কপট আফসোস করল ড্যান্ডি, 'গরুগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। কোথায় গেছে কে জানে! অন্তত এক সপ্তাহ লাগবে ওগুলোকে আবার জড়ো করতে। এটাকে তুমি আমার উপকার বলতে পারো না।'

বিরক্ত চোখে তাকে দেখছে লেফটেন্যান্ট আলবার্ট, কথা বলল জেসনের উদ্দেশে। 'যে দু'জনকে আমি পাহারায় রেখেছিলাম তারা রিপোর্ট করেছে গরুগুলো স্ট্যাম্পিড শুরু করার আগে একটা গুলির আওয়াজ হয়। ওদের ধারণা গুলিটা করা হয় গরুগুলোর খুব কাছে থেকে। তুমি ঠিকই বলেছ, মিস্টার মার্কাস, চাক ড্যান্ডির উপকারই হয়েছে।'

'লেফটেন্যান্ট, আগেই তোমাকে বলেছি স্ট্যাম্পিড যখন শুরু হলো তখন আমি আলামো সেলুনে পোকার খেলছিলাম,' বলল ড্যান্ডি। 'অনেক সাক্ষী আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তাদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

'কেউ বলছে না তুমি নিজে স্ট্যাম্পিড করিয়েছ,' বলল

জেসন। 'তোমার নিজেকে করাতে হবে কেন, স্ট্যাম্পিড করানোর জন্যে তোমার লোকই তো আছে।'

'তুমিই তা হলে বলো আমার কোন্ লোক স্ট্যাম্পিড করিয়েছে।'

'কে কাজটা করেছে তা নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই,' রাগ চেপে বলল জেসন। 'স্ট্যাম্পিড করানো হয়েছে এটাই মোদ্দা কথা। তুমি আবার নতুন করে গরু জড়ো করা পর্যন্ত আমি যদি এখানে না থাকি তা হলে সঠিক টালি হবার কোনও উপায় নেই। আর এখানে থেকে যাওয়া আমার বোকামি হবে। আমি থাকলে এবার গরু জড়ো করার সময় আমার ব্র্যান্ডের গরু তোমরা আনবেই না। এই দানে তুমিই জিতেছ, চাক ড্যান্ডি।'

'আমি তো বলব আমার পরিশ্রমটা খামোকা হলো।'

সিগারটা মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে নেভাল জেসন। 'চাক ড্যান্ডি, গতকাল আমি জেনেছি যে তুমি একটা জোচ্চোর। এখন আমি জানি তুমি কতোটা চতুর জোচ্চোর। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বেশি চালাকি করতে যেয়ো না, অতি চালাকি বিপদ ডেকে আনে।'

'তুমি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছ?'

'না, শুধুই সতর্ক করে দিচ্ছি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল জেসন।

ওর পাশে চলে এলো লেফটেন্যান্ট, বলল, 'দুঃখিত, আমি কোনও কাজে আসতে পারলাম না।'

'চেষ্টা করেছ বলে ধন্যবাদ।'

'তোমাকে একটা উপদেশ দেব?'

'দাও।'

'চাক ড্যান্ডির সঙ্গে লাগতে হলে সাবধানে পা ফেলো। লোকটা সে শুধু জোচ্চোরই নয়, বিপজ্জনকও বটে।'

আস্তে করে নড করল জেসন। 'আমিও ওর ব্যাপারে সেরকম

ধারণাই পোষণ করছি।' খানিক দ্বিধা করল ও, তারপর থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটা কথা, লেফটেন্যান্ট, তুমি কি মেজর লেন হলিঙ্গারকে চেনো?'

'দেখা হয়েছে তার সঙ্গে আমার,' বলল লেফটেন্যান্ট আলবার্ট। 'স্যাবিনভিলে তার স্টেশন। সঙ্গে দুই কোম্পানি ক্যাভালরি আছে তার। ছয় মাস আগে ইন্ডিয়ান এলাকা থেকে এখানে এসেছে। ক্যাপ্টেন ছিল, পরে তাকে মেজর করা হয়।' হাসল লেফটেন্যান্ট। 'তুমি কি মেজর হলিঙ্গারের ব্যাপারে কৌতূহলী, না মিসেস হলিঙ্গারের ব্যাপারে? জিজ্ঞেস করলাম কারণ আমি শুনেছি তুমি মিসেস হলিঙ্গারের সঙ্গে গতরাতে সাপার করেছ।'

'খবর খুব দ্রুত ছড়ায়,' বলল জেসন। 'একটা ব্যাপার বুঝলাম না। মনে হলো মিসেস হলিঙ্গারকে এশহরের সমাজ সহজ ভাবে গ্রহণ করেনি। কারণটা কী?'

'মহিলার ব্যাপারে অনেক গুজব শুনেছি আমি,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'এব্যাপারে কিছু বলতে চাই না, কারণ গুজবগুলোর মধ্যে সত্যতা আছে কি না আমার জানা নেই। শুধু একটা ব্যাপার আমি জানি মহিলা সম্বন্ধে। গত বছরের প্রথমদিকে ওয়েদারফোর্ডের এক বড়লোক ইউনিয়নিস্টের বাড়িতে পার্টিতে গিয়েছিলাম আমি, সেখানে রিচার্ডসন থেকে বেশ কয়েকজন অফিসারও আমন্ত্রিত হয়েছিল। মেজর হলিঙ্গার আর তার স্ত্রীও ছিল ওখানে। বিকেলে মেজর হলিঙ্গার মাতাল হয়ে যায়, ঝগড়াটে মেজাজে ছিল সে, নিজের স্ত্রীকে অসতী বলে গালাগালি করেছিল। আমার যতোটা মনে আছে তাতে ভদ্রমহিলা আপত্তি জানায়নি, শুধু বেশি মদ খাওয়ায় স্বামীকে মৃদু তিরস্কার করে। ঘটনাটা গুজবের জন্ম দেয়। উপস্থিত অন্যান্য মহিলারা ব্যাপারটাকে মুখরোচক কাহিনীতে পরিণত করে। তার পর থেকে রিচার্ডসন কিংবা ওয়েদারফোর্ডে আর আসেনি হলিঙ্গাররা।' হাসল লেফটেন্যান্ট।

'যা-ই বলো, অন্যান্য মহিলাদের উপায় ছিল না মিসেস হলিঙ্গারের ব্যাপারে কুৎসা না রটিয়ে। নিজেদের স্বামীদের লিজা হলিঙ্গারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই ব্যস্ত ছিল তারা। এখন তুমিই আন্দাজ করে নাও সমাজে মহিলার চলাফেরা না করার কারণ।'

'বুঝলাম। আসলে এ-ব্যাপারে কথা তোলাই উচিত হয়নি আমার।'

'তবুও কীসের মধ্যে জড়াতে যাচ্ছে তা একজন লোকের আগেই জেনে নেয়া উচিত।'

'আমি জড়াচ্ছি না,' বলল জেসন। 'লিজা হলিঙ্গারের অনুরোধে আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটেছে। তবে এখনও আমি কৌতূহলী।'

'আমার কথায় তোমার কৌতূহল মেটেনি?'

শ্রাগ করল জেসন। 'আমি যা ভেবেছিলাম সেটাই শুধু বলেছ তুমি। মহিলা সুন্দরী বলেই আমি আগ্রহী হয়েছি ব্যাপারটা তা নয়, আরও কিছু ব্যাপার আমার কৌতূহলের কারণ। তুমি কি ম্যাককয় নামে কাউকে চেনো?'

'নামটা পরিচিত লাগছে, তবে চেহারাটা মনে পড়ছে না,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'মিসেস হলিঙ্গারের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

'জানি না। জানার চেষ্টা করাও উচিত হবে বলে মনে হয় না। আসলে ওটা আমার কোনও ব্যাপার নয়।'

লেফটেন্যান্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় নিয়ে শহরের দিকে পা বাড়াল জেসন। স্যাডলের দোকান খুঁজছে ওর চোখ। একটা দোকান দেখতে পেল, *অ্যান্টনিও লেদার* কথাটা নীল কালিতে লেখা আছে জানালায়। নতুন একটা ডাবল সিঞ্চ রিগ কিনল ও, সেই সঙ্গে দুটো স্যাডল ব্যাগ, রাইফেল বুট, স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট আর ব্রিডল। জিনিসগুলো নিয়ে লিভারি স্টেবলে চলে এলো। হসলার ওকে পথ দেখিয়ে যে-স্টলে ধূসর গেল্ডিংটাকে রাখা হয়েছে ওখানে নিয়ে গেল। নিজে ঘোড়াটাকে স্যাডল পরাল ও, তারপর

স্টেবল থেকে বের করে আনল। প্রথমে খুব লাফঝাঁপ দিয়ে জেসনকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে চাইল গেল্ডিং, তারপর আরোহী অত্যন্ত দক্ষ বুঝে শান্ত হয়ে গেল। শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে মাঝারী গতিতে বের হলো জেসন, মাইল দুয়েক ঘোড়া ছুটিয়ে আবার শহরের দিকে ফিরতি পথ ধরল। শহরে ফিরবার পথে ওয়েদারফোর্ড থেকে বেরোনো স্টেজকোচটা পাশ কাটাল ওকে। মুহূর্তের জন্য লিজা হলিঙ্গারকে দেখতে পেল জেসন। লিজা ওকে দেখে হাত নাড়ল।

ঘোড়া থামিয়ে ছয় খচ্চরে টানা স্টেজটার চলে যাওয়া দেখল জেসন। লিজা হলিঙ্গার দূরে চলে যাচ্ছে ভাবতেই বুকের ভিতর কেমন একটা অজানা অনুভূতির দোলা অনুভব করল। স্বামী আর বন্ধুদের কাছে ফিরছে লিজা। স্বামীর কাছে ফেরাটা ঠিকই আছে, কিন্তু বন্ধু? ম্যাককয় যেমন বলেছে তাতে মনে হয় বন্ধুদের ব্যাপারটা মোটেই ঠিক নেই। দূরে চলে যাচ্ছে লিজা হলিঙ্গার, ওর বুকে যে চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে সেটা সম্বন্ধে সে কি সচেতন? ভুলে যাও, নিজেকে শাসন করতে চেষ্টা করল জেসন। ব্যাপারটা যক্ষ্মা রুগীকে কাশতে নিষেধ করবার মতো। কিছু ব্যাপার আছে যা কখনোই ভোলা যায় না। ওর রক্তে শিহরণ জাগিয়েছে লিজা হলিঙ্গার, এই রোগের কোনও প্রতিষেধক আছে বলে ওর জানা নেই।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসা দূরবর্তী স্টেজকোচটার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। স্টেজকোচ দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যাবার পর শহরে ফিরল। প্রথমেই গেল লিভারি স্টেবলে. স্টেবলের মালিক রিক রডার্সের সঙ্গে দরাদরি করে আরেকটা ঘোড়া কিনল। ছোট একটা সোরেল মেয়ার ওটা। অ্যান্টনিও লেদার থেকে আরেকটা প্যাক স্যাডল কিনল ও, জেনারেল স্টোর থেকে কিনল প্রয়োজনীয় রসদ আর ক্যাম্প গিয়ার। সোরেলের পিঠে ওগুলো চাপিয়ে চলে এলো ন্যাশনাল হাউসের সামনে। হিচর্যাকে ঘোড়াগুলো বেঁধে

ভিতরে গেল ব্যাগ সংগ্রহ করে চেক-আউট করতে।

ট্র্যাভেলিং ব্যাগের সঙ্গে একটা হেনরি রাইফেল আছে ওর, সেটা স্যাডল বুটে রাখল ও, ব্যাগ তুলে দিল সোরেলের পিঠে অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে। শহর ছাড়বার সময় জেস বার্নেট আর ড্যান মার্ডককে দেখল পোস্ট অফিসের সামনে এক অশ্বারোহীর সঙ্গে কথা বলছে। জেস বার্নেট কী যেন বলল, তার কথা শুনে অন্য দু'জন একদৃষ্টিতে জেসনকে দেখল। ঘোড়ায় বসা লোকটা কঠোর চেহারার ম্যাককয়।

জেসন শহর ছাড়বার আগে পর্যন্ত তিনজনের দৃষ্টি অনুসরণ করল ওকে। জেসন বুঝতে পারল ওকে নিয়ে আলাপ হয়েছে তিনজনের মধ্যে। মনের মধ্যে তিক্ততা অনুভব করল ও। টেক্সাসে ফিরেছে ও একটু শান্তির আশায়, আর এসেই তিনজন বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ইচ্ছের বিরুদ্ধে। এমন একজন মহিলার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে যার চরিত্র নিয়ে নানা গুজব আছে। ওয়েদারফোর্ড ছেড়ে আসতে পেরে মনের ভিতর স্বস্তিই বোধ করল জেসন।

দুপুরে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে থামল ও, তখনই দেখল প্যাকহর্স সহ এক লোক একই রাস্তা ধরে আসছে। আধমাইল দূরে থামল আরোহী, জেসন আবার রওনা হবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওখানেই, তারপর এগোল আবার। কী যেন অস্বাভাবিকতা আছে অশ্বারোহীর মধ্যে, মনের মধ্যে খচখচ করছে জেসনের। আন্দাজ করতে চাইল কেন লোকটা ওর সঙ্গে একই জায়গায় থামেনি। খানিক ভেবে সিদ্ধান্ত নিল, লোকটা ম্যাককয়।

লোকটা আধমাইল পিছনেই রয়ে গেল, তারপর রাস্তা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে যাওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমে স্যাবিনভিলের পথ ধরল সে। জেসন ভাবল, ওর আন্দাজ যদি ঠিক হয়, লোকটা তা হলে ম্যাককয়। লিজা হলিঙ্গার যেমন বলেছিল যে তার সঙ্গে ম্যাককয়ের আর দেখা হবে না, সেটা লিজার ভুল ধারণা বলে,

প্রমাণিত হবে সেক্ষেত্রে।

সেরাতে রাস্তা থেকে খানিক দূরে ওক গাছের একটা ছোটখাটো জঙ্গলের ভিতর ক্যাম্প করল জেসন। পরদিন দুপুরের পর পৌঁছুল ও ব্রাজোস নদীর তীরে। বার্নট টিম্বারে নদী পার হলো জেসন। এখন ওর চারপাশে বসতির কোনও চিহ্ন নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'একটা রানশ হাউস দেখতে পেল ও। এছাড়া চারপাশ ফাঁকা, সমতল জমি চলে গেছে সুদূর সেই নিউ মেক্সিকো পর্যন্ত। মাঝখানে কোমঞ্চি ইন্ডিয়ানদের অঞ্চল। রুক্ষ একটা এলাকা। প্রায় বসবাসের অযোগ্য। পরিত্যক্ত বাটারফিল্ড স্টেজ রুটের একটা একাকী স্টেশনে দ্বিতীয় রাত কাটাল জেসন। পরদিন স্টেজকোচের চাকার তৈরি দাগ থেকে সরে গেল।

মাঝ দুপুরে লাল টিলাগুলোর উত্তরের বাঁক ঘুরে নামতে শুরু করল ও ব্যান্ডেরা উপত্যকার সরু মুখ ধরে। এখানে এসে ঘোড়ার গতি বাড়াল ও। মনটা ওর অস্থির হয়ে আছে বাড়ি ফিরবার জন্য। একটু পরেই পৌঁছে গেল এসপ্যানটোসা ক্রীকের তীরে। অগভীর ক্রীকের ভাটি ধরে এগোল ও, স্প্যানিশদের প্রাচীন আমলে খোঁড়া গর্তগুলোকে পাশ কাটিয়ে একসময় পৌঁছে গেল ওর রানশের জমিতে। আরও খানিকক্ষণ পর সামনে ওর অ্যাডোবির তৈরি রানশ হাউস দেখতে পেল।

এই ক'বছরে কটনউড গাছগুলো আরও দীর্ঘ হয়েছে। বাড়ি আর বার্নটাকে দেখে মনে হলো ওর কল্পনায় যা ছিল তার চেয়ে ছোট আর জীর্ণ। বার্নের পাশেই খালি করাল। বেড়া পড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। রানশ হাউসটারও পড়ো অবস্থা। বার্নের একটা দেয়াল পড়ে গেছে, ছাদ নিচু হয়ে এসেছে ওসব জায়গায়, শীঘ্রি মেরামত না করলে ধসে পড়বে। একটা মাত্র ঘর নিয়ে ওর রানশ হাউস, ওটার ছাদও নীচের দিকে ডেবে গেছে। দরজাটা খোলা। মাত্র একটা কব্জা ওটাকে জায়গা মতো আটকে রেখেছে।

অনেকদিন আগেই জায়গাটা পরিত্যক্ত হয়েছে, আন্দাজ করল জেসন। বাড়িঘর ধ্বংস হতে দিয়ে ভ্যাকুয়েরোরা চলে গেছে অনেক আগেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল জেসনের রানশ হাউসের অবস্থা দেখে। নিজেকে সান্ত্বনা দিল, এর চেয়ে অনেক করুণ অবস্থা দেখেছে ও যুদ্ধ পরবর্তী দক্ষিণ অঞ্চলে।

ঘোড়া থেকে নেমে রানশ হাউসে ঢুকল জেসন। ও যখন ছিল তখন ছোট্ট বাড়িটা স্পার্টান ফ্যাশনে সাজানো ছিল। কিন্তু এখন সবকিছুর স্মৃতি ধারণ করে আছে শুধু এক দেয়ালের তিনটে বাঙ্ক, উল্টোপাশের ফায়ারপ্লেস আর ঘরের মাঝখানে অদক্ষ হাতে তৈরি টেবিল এবং বেঞ্চ। তৈজসপত্র বলতে কিছুই নেই। বেডিং, কাপড়চোপড়, লণ্ঠন বা রান্নার জিনিসপত্র উধাও হয়েছে। ওর বাঙ্কের উপরের লম্বা শেলফটা খালি। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল জেসনের। ওই শেলফে ওর দুর্লভ সব বই ছিল। খুব যত্নের জিনিস। পশ্চিমে বই একটা বিলাসিতা, কিন্তু পড়বার অভ্যেসটা ও গড়ে নিয়েছিল। কিশোর বয়সে কয়েক বছর স্কুলে গেছে ও, তাছাড়া লেখাপড়া যা শিখেছে সেটা নিজে থেকে। স্বশিক্ষিত মানুষ জেসন। শেক্সপিয়ার, হওথর্ন থেকে শুরু করে রানশ বা প্রসপেক্টিং করবার বই—সবই ছিল ওর কাছে। মন থেকে জোর করে বইয়ের কথা দূর করল জেসন, নিজেকে সান্ত্বনা দিল, বই নিয়ে গেলেও ওর মনে যা আছে সেটা তো চুরি করতে পারবে না কেউ।

পুরো জায়গাটায় ধুলো জমেছে পুরু হয়ে, কিন্তু জেসনের মনটা এতো বিষণ্ণ যে এখন ঝাড়পোঁছ করতে ইচ্ছে হলো না ওর। ঘোড়া থেকে সমস্ত জিনিস নিয়ে এসে টেবিলের উপর স্তূপ করে রাখল জেসন। বেরিয়ে এলো আবার বাইরে, সোরেল মেয়ারের স্যাডল আর হল্টার খুলে রেখে ধুসর ঘোড়াটার পিঠে চেপে আধমাইল দূরের একটা ঢিবির উপর উঠল। দেখতে পেল যা দেখতে পাবে আশা করেছিল। দূরে নীলচে ধোঁয়া এঁকেবেঁকে আকাশে উঠে যাচ্ছে। ঢিবির উপর থেকে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না,

তবে ওই ধোঁয়া যে হ্যানসনদের রানশ হাউসের চিমনি থেকে উঠছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খানিক দ্বিধায় ভুগে সিদ্ধান্ত নিল জেসন, তারপর ঘোড়া নিয়ে এগোল হ্যানসনদের রানশ হাউসের দিকে।

এই মুহূর্তে সঙ্গ দরকার ওর, অন্য যে-কোনও কিছুর চেয়ে অনেক বেশি দরকার পরিচিত কারও সঙ্গ।

হ্যানসনদের রানশ হাউসটা অপেক্ষাকৃত বড় এবং মেরামতির ফলে জেসনেরটার চেয়ে মোটামুটি ভাল অবস্থাতে আছে। বাড়িটা অ্যাডোবির তৈরি, তবে বেশ কয়েকটা ঘর আছে তাতে। ভিতরে যে আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা আছে সেটা স্মৃতি থেকে জানে জেসন। উঠানে কাউকে দেখতে পেল না ও। বাড়ির পিছনে কুয়া আছে, ওখান থেকে পানির আওয়াজ আসছে। ওদিকে এক যুবতীকে দেখতে পেল ও।

করালের পাশে ঘোড়া থেকে নামল জেসন, বাড়ির কোনা ঘুরে হেঁটে এগোল। একটা বেঞ্চের উপর রাখা বেসিনে ঝুঁকে আছে যুবতী। থেমে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল জেসন। ওর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয় যুবতী, এক মনে সাবান দিয়ে চুল কচলে ধুচ্ছে। সোনালী চুল ভর্তি হয়ে আছে সাবানের সাদা ফেনায়।

কাজটার জন্য গাউন খুলে ফেলেছে সে, পেটিকোট-ব্লাউজ পরা সুগঠিত শরীরটা বলে দিচ্ছে বয়স বেশি হবে না তার। মিনিট খানেক পর চোখ বন্ধ রেখেই বেসিনের পাশে রাখা মগটার দিকে হাত বাড়াল যুবতী। চুল ধুতে গিয়ে অসুবিধেয় পড়েছে সে, সাবানের ফেনার কারণে চোখ দুটো শক্ত করে বন্ধ। মগটা পড়ে গেল তার হাত থেকে মাটিতে। উবু হয়ে ওটা খুঁজতে শুরু করল যুবতী, কিন্তু তার হাত ওটার ধারেকাছে গেল না। মগটা গড়িয়ে চলে গেছে বেঞ্চের তলায়।

যুবতীকে জেসন বলতে শুনল, 'ধুত্তরি!'

হেসে উঠল জেসন, বলল, 'আমি সাহায্য করছি, দাঁড়াও।'

চমকে উঠল মেয়েটা, ওর দিকে ঘুরল, কিন্তু চোখ মেলতেই সাবানের ফেনায় জ্বালা করে উঠল তার চোখ। আবার চোখ বুজে ফেলল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'আমাকে চিনতে পারোনি, ক্যারি?'

একটা তোয়ালে তুলে নিয়ে চোখ মুছল যুবতী। মগটা তুলে রাখল জেসন। ওকে দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল মেয়েটার চেহারা, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটাই কথা: 'তুমি!'

'তা হলে ভুলে যাওনি আমাকে, ক্যারি?'

'এখান থেকে দূর হও, জেসন মার্কাস,' শান্ত, নিচু গলায় বলল ক্যারি। 'দূর হও এখান থেকে।'

বেসিন থেকে মগে পানি তুলেছে জেসন, নির্দেশ দিল, 'মাথা নিচু করো।'

মানতে হলো আদেশটা, কারণ ইতিমধ্যেই ক্যারির মাথায় পানি ঢালতে শুরু করেছে জেসন। মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানির কারণে অস্ফুট শোনাল ক্যারির কথা। 'নিজের ভাল যদি বোঝো তা হলে...'

'স্থির হয়ে দাঁড়াও, ক্যারি, নইলে পানি তোমার পিঠ বেয়ে নামবে,' বলল জেসন।

মগটা খালি করে আবার পানি নিল ও, ক্যারির চুল থেকে সমস্ত ফেনা দূর হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পানি ঢালল। তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে শুরু করল ক্যারি, একটু পরেই তার চুলগুলো তরল সোনার মতো ঝিলমিল করে উঠল। চুল শুকিয়ে আসতেই ওর মনে পড়ল গাউনটা পরে নেই সে। অস্ফুট একটা চিৎকার ছেড়ে দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল ক্যারি। অপেক্ষায় থাকল জেসন, এখন ওর মনে হচ্ছে না ফিরে এসে ভুল করেছে। কিন্তু ক্যারি ফিরল চোখে শীতল দৃষ্টি নিয়ে। কিচেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'তুমি বোধহয় কানে কম শোনো। আমি তোমাকে এখান থেকে দূর হয়ে যেতে বলেছি।'

'ক্যারি...'

'এখানে কেউ তোমাকে স্বাগত জানাবে না সেটা তোমার বোঝা উচিত।'

'কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে তো কোনও ঝগড়া নেই।'

'ঝগড়া হবেও না, যদি তুমি চলে যাও, আর না ফেরো কখনও।'

জেসন বুঝতে পারছে, অন্তর থেকে কথা বলছে ক্যারি। ওর রাগটা মিথ্যে নয়। ঠোঁট সরু করে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, চোখ দুটো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলছে। যখন ও কিশোরী ছিল তখন যেমন সরাসরি কথা বলত, এখনও ওর সেই স্বভাবটা আছে। জেসন যে অনাহূত সেটা গোপন করবার কোনও চেষ্টা নেই ওর আচরণে। বুকের মাঝে কষ্ট অনুভব করল জেসন। এখানে এক সময় ওকে সাদরে আপ্যায়ন করা হতো। এখানে এসেছিল ও স্বাভাবিক আন্তরিক আচরণ পাবে আশা করে।

আগের চেয়ে লম্বা হয়েছে ক্যারি। তাড়াহুড়ো করে পরা ক্যালিকো ড্রেসে ওকে পরিপূর্ণ যুবতীর মতোই লাগছে। রিকি যা বলেছে তাতে একুশ বা বাইশ হবে ওর বয়স। হ্যানসনদের কেউ মনে হয় না এখন ওকে দেখলে। ঠিকই বলেছে রিকি। ও বলেছিল ওর বোন সুন্দরী, কিন্তু জেসনের মনে হলো ওই এক কথায় ক্যারির রূপের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ক্যারির চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ, তবে কোমলতা তাতে ঢেকে যায়নি। বড় বড় আয়ত নীল দু' চোখে স্পষ্ট ভাষা। এখন সে-চোখে রাগ ঝরছে। খাড়া নাকটা আত্মমর্যাদার চিহ্ন বহন করছে। পুরুষ্টু ঠোঁট দুটো যে-কোনও পুরুষকে দু'বার তাকাতে বাধ্য করবে। সুন্দরী কোনও তরুণী এখন আর নেই ক্যারি, পরিপূর্ণা অপরূপা যুবতীতে রূপান্তরিত হয়েছে ও। সীমান্ত এলাকায় পরিবেশের নিষ্ঠুরতায় খুব দ্রুত সৌন্দর্য হারায় মহিলারা, কিন্তু ক্যারি হ্যানসনের বেলায় তা ঘটেনি। সম্ভবত রুক্ষতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ক্যারি।

তবে সীমান্তের পুরুষদের মতোই, ভুলে যাওয়া বা ক্ষমা করে দেওয়া ওর স্বভাবে নেই। ও জানে রাগ কীভাবে পুষে রাখতে হয়।

জেসন বলল, 'আমাকে তোমরা পছন্দ করতে। আমি এলে খুশি হতে। আমি সেই আগের মানুষটাই আছি, ক্যারি।'

'সময় বদলে গেছে, মার্কাস।'

'মানুষও, ক্যারি?'

'হ্যাঁ, মানুষও। এবার তুমি যাও।'

'তোমার বাবা থাকলে আমাকে এভাবে বের করে দিতো না।'

'আমার বাবা টেক্সাসের পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে মারা গেছে,' বলল ক্যারি। 'আমার ভাই ম্যাটও মারা গেছে। তারা যদি বেঁচে থাকত তা হলে হয়তো তোমাকে এখানে থাকতে বলত এখন। কিন্তু তারা বেঁচে নেই। কাজেই যা বলার আমি বলছি। আর আমি চাই না তুমি এখানে থাকো।' ক্যারির গলায় রাগ প্রকাশ পাচ্ছে না, গলা চড়ায়নি ও, কিন্তু ছুরির ফলার মতোই ওর প্রত্যেকটা কথা জেসনের বুকে বিঁধল। 'সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে বারবার বলতে হবে এখানে তুমি অনাহূত?'

মাথা নাড়ল জেসন। 'না, ক্যারি, আমি যাচ্ছি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল ও। রানশ হাউসের উঠান পেরিয়ে এগিয়ে চলল নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রোদে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে ক্যারি হ্যানসন। মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে নেই। জেসনের মনে হলো ওর অস্তিত্ব অস্বীকার করছে ক্যারি। ও চলে যাওয়া মাত্রই ভুলে গেছে ওকে মুহূর্তের মধ্যে। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে ওটাকে আবার ফেরাল জেসন, ফিরে চলল রানশ হাউসের দিকে। এক মনে চুল আঁচড়াচ্ছে ক্যারি, তাকাল না। জেসন বলল, 'আমি যাচ্ছি, আর ফিরে আসব না। কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নটা ব্যক্তিগত নয়, কাজেই আমি আশা করব তুমি জবাব দেবে।' খানিক অপেক্ষা করল জেসন,

ক্যারি কিছু বলল না। জেসন জিজ্ঞেস করল, 'আমার ভ্যাকুয়েরোদের কী হয়েছে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পর জবাব দিল ক্যারি, 'হিউগো ব্রাজোস ছেড়ে চলে যায়। কার্লো যতোদিন পেরেছে থেকেছে, তারপর চলে যেতে হয়েছে তাকেও। বয়স হয়ে গিয়েছিল ওর, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। স্যাবিনভিলে মেয়ের কাছে বাস করতে গেছে সে।'

'তা হলে আমার বাছুরগুলোকে ব্র্যান্ড করেছে কে?'

'বোকার মতো প্রশ্ন হলো। কেউ ব্র্যান্ড করেনি।'

'কেউ করেছে, ক্যারি।'

চুল আঁচড়ানো বাদ দিয়ে জেসনের দিকে তাকাল ক্যারি। 'তোমার এখানে কোনও বন্ধু আছে বলে আমার জানা নেই, মার্কাস। আমি যতোদূর জানি তোমার জে এম ব্র্যান্ডের খুব কম গরুই খুঁজে পাবে তুমি। যেগুলো পাবে সেগুলো ছয় বছর আগে তুমিই ব্র্যান্ড করেছিলে।' ঘুরে পাশ ফিরে বসল ক্যারি।

ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটাকে দেখল জেসন, তারপর ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। নিজের রানশ হাউসে ফিরবার সময় মাঝপথে বেশ কিছু গরু দেখতে পেল ও, একটা ক্রীকের দিকে চলেছে ওগুলো পানি খেতে। ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষা করল জেসন, গরুগুলো ক্রীকের ধারে যাওয়ার পর এগিয়ে গেল ওগুলোর দিকে। বেশ কয়েকটা গরু আছে হ্যানসনদের ব্র্যান্ডের। একটা বাছুর দেখা গেল জেস বার্নেটের। কাছের রানশগুলোর বেশ কিছু গরু আছে। একটা গরু দেখতে পেল ও জে এম ব্র্যান্ডের। ওটার সঙ্গে একটা বাচ্চাও আছে। জেসন নিশ্চিত গরুটার বয়স ছয় বছরের অনেক কম। তার মানে ও ব্র্যান্ড করেনি গরুটাকে। বাছুরটাকে পরীক্ষা করে দেখতে এগোল ও। ওটারও ব্র্যান্ডিঙের বয়স হয়েছে। ওটার কাছে ঘেঁষল জেসন। বাছুরের গায়েও জে এম ব্র্যান্ড আছে! বেশিদিন হয়নি ব্র্যান্ড করা হয়েছে।

কেউ না কেউ ওর বাছুর ব্র্যান্ড করছে। ক্যারি হ্যানসন জানবে

না কে সে, এটা হতে পারে না। এই এলাকায় লোকসংখ্যা এতো কম যে, কে কী করছে সবাই জানে। আর ওর গরু ব্র্যান্ড করা এমন একটা ঘটনা যে, সবাই তা জানবে এবং তা নিয়ে আলোচনাও হবে। জেসন চিন্তা করে পেল না কে ওর গরু ব্র্যান্ডিং করছে। স্পষ্টতই হ্যানসনরা নয়। ওর এক সময়ের বন্ধু ড্যান মার্ডক? ওয়েদারফোর্ডে মার্ডকের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর। মার্ডকের আচরণ থেকে এটা নিশ্চিত যে, সে ওর এই উপকার করেনি।

পাঁচ

সূর্য অস্ত যাওয়ার বেশ পরে নিজের রানশ হাউসে পৌঁছুল জেসন। স্যাডল নামিয়ে ঘোড়াটাকে পানি দিল ও, কাছের একটা ঘাসজমিতে ওটাকে গ্রাউন্ড হিচ করল, তারপর করালের বেড়ার উপর রেখে দিল স্যাডলটা। এবার রাইফেলটা হাতে নিয়ে ঢুকল ও অ্যাডোবির ছোট্ট বাড়িটায়। স্বল্প সময়ে যতোটা ধুলোবালি পরিষ্কার করা যায় করল ও, তারপর বেডিং খুলে বাঙ্কে বিছানা পাতল। ঘরের সবকিছু নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু বেশ কিছু চেলা কাঠ এখনও রয়ে গেছে। ওগুলো থেকে খানিকটা নিয়ে আগুন জ্বালল ও, রান্না শেষে একাকী বসে রাতের খাবার সারল। বেসিন বা মগ না থাকায় খাওয়া শেষে বাসন-কোসন ক্রীকে গিয়ে ধুয়ে আনল। ঘরে যখন ফিরল তখন আগুনটা প্রায় নিভে এসেছে, চারপাশে অন্ধকার ঘনাচ্ছে। আরও কাঠ দিল ও আগুনে। একটা

সিগার ধরিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, স্যাবিনভিলে যাওয়াটা জরুরি। ওখান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনতে হবে। ডেবে যাওয়া ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবল, শীঘ্রি মেরামত করতে হবে ওটা, নইলে ওর উপর ধসে পড়বে যে-কোনও দিন।

সকাল সকাল শুয়ে পড়ল ও, কিন্তু ঘুমাতে দেরি হলো অনেক। ক্যারি হ্যানসনের শীতল আচরণে মনটা ছোট হয়ে আছে ওর। মেয়েটার কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আশা করেছিল ও। এখন নতুন করে আবারও বুঝতে পারছে এই ব্যান্ডেরা উপত্যকায় সবার কাছ থেকে কী ধরনের ব্যবহার পাবে ও। এই এলাকার লোকের চোখে ও একজন বিশ্বাসঘাতক, এমন একজন মানুষ যে টেক্সাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ও যে দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়েছে সেটা কোনও ব্যাপার নয় এদের কাছে, বহিরাগত অনাহুতের মতো ব্যবহার পাবে ও সবার কাছ থেকে।

বারবার ঘুম ভাঙল ওর রাতে, তারপর ঠিক সূর্যোদয়ের আগে সজাগ হয়ে গেল ও। দিনের শুরুতেই ওর মনে হলো সবকিছু আসলে অর্থহীন। ওর এই ফিরে আসা, নতুন করে সব শুরু করতে চাওয়া, কোনও কিছুর কোনও অর্থ নেই। বাড়ি ফিরে এসেছে ও, তবুও যেন আসলে বাড়ি ফেরেনি। বাড়ি মানে একটা ঘর নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী দরকার ওর মতো একাকী আত্মীস্বজনহীন মানুষের। দরকার তাদের সঙ্গ। ফিরে এসেছে বলে আফসোস হলো জেসনের। চিন্তাটা পরমুহূর্তে মাথা থেকে জোর করে বিদায় করে দিল ও। এখানেই নিজের শিকড় গেড়েছে ও অনেক বছর আগে। এখন প্রতিবেশীদের রূঢ় আচরণের কারণে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে গেলে পরাজয় হবে ওর।

ক্রীকের কাছে গেল ও হাত-মুখ ধুয়ে শেভ করতে। মনটা হঠাৎ করেই ভাল হয়ে গেল ওর। সূর্য মাত্র উঠতে শুরু করেছে। নতুন দিনের আগমনী বার্তা নিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে

সোনালী আলো। হাত-মুখ ধুয়ে শেভ করে একটা সিগার ধরাল ও, মনটা ততোক্ষণে ফুরফুর করতে শুরু করেছে। কুড়ালটা নিয়ে কটনউড গাছের ঝাড়ের দিকে চলল ও খুঁটি কেটে আনতে। ছাদে ঠেকা দেওয়ার জন্য দরকার হবে ওগুলো।

সোজা কাণ্ডওয়ালা একটা তরুণ কটনউড বাছল ও। পাঁচ ফুটের পর ইংরেজি ওয়াইয়ের মতো দু'দিকে উঠে গেছে ওটার দুটো ডাল। গাছটা কাটল ও। আটফুট লম্বা রেখে বাকিটা ছেঁটে ফেলল। মাঝ সকালে শেষ হলো ওর কাজ। খুঁটি কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরল ও, ঘরের মাঝখানে ছাদ যেখানে নীচে নেমে এসেছে সেখানে ওটা দিয়ে ঠেকা দিল। কাজটা সেরে নিশ্চিন্ত বোধ করল। এখন আর ছাদটা ওর উপর ধসে পড়বে না। এবার চলল দুর্বল খুঁটিগুলো বদলে ফেলবার জন্য আরও গাছ কাটতে।

দুপুরে তখনও কাজ করে চলেছে জেসন, দেখতে পেল হ্যানসনদের বাড়ির দিক থেকে এক অশ্বারোহী আসছে একটা ওয়্যাগনের আগে আগে। ওয়্যাগনটা চালাচ্ছে ক্যারি, চেষ্টা করছে অশ্বারোহীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে, পারছে না। অশ্বারোহীকে চিনতে পারল জেসন এবার, ওর এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড্যান মার্ডক। জেসনের বাড়ি এড়াতে পশ্চিমে বাঁক নিল ওয়্যাগন, যদিও ওদিকে ক্রীকের দু'পাড় খাড়া। মার্ডক সহজেই ক্রীক পেরিয়ে ওপারে উঠে গেল, কিন্তু ক্যারির ঘোড়া দুটো ক্রীক থেকে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেলো। চাবুকটা বাতাসে আছড়াল ক্যারি। জেসন শুনতে পেল, চিৎকার করে ঘোড়াগুলোকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করছে ও। বেশ কিছুক্ষণ পাছড়াপাছড়ি করবার পর ওয়্যাগন টেনে ওপারে তুলল ঘোড়া দুটো। ওগুলোকে রাশ ধরে থামিয়ে ওয়্যাগন থেকে নামল ক্যারি। বেশ সামনে চলে গিয়েছিল ড্যান মার্ডক, ক্রীকের কাছে ফিরে এলো আবার, ঘোড়া থেকে নামল। ওয়্যাগনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ক্যারি হ্যানসন।

কৌতূহল বোধ করে কুঠার নামিয়ে রেখে এগোল জেসন,

যদিও বুঝতে পারছে ওর যাওয়াটা ভাল চোখে দেখবে না ওরা। কাছে যেতে টের পেল ড্যান মার্ডকের চেহারায় স্পষ্ট উদ্বেগের ছাপ। ক্যারির চোখে অসহায় দৃষ্টি। ওয়্যাগনের দিকে একবার তাকিয়ে কারণটা বুঝতে পারল ও। পিছনের অ্যাক্সেল হিসেবে ব্যবহৃত খুঁটিটা ক্রীক পার হতে গিয়ে ঝাঁকি খেয়ে ভেঙে গেছে।

ড্যান মার্ডক বলল, 'আর যেতে পারছ না তুমি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ক্যারির। 'মেরামত করা যাবে না?'

'আমি পারব না,' ঘোড়ায় উঠল মার্ডক। 'হাতে একদম সময় নেই।'

জেসন বলল, 'আমার বাড়ির ধারেকাছে প্লেগ হয়নি। তোমরা যদি আমার র‍্যানশ এড়াতে উজানের দিকে না আসতে তা হলে এমনটা হতো না। ব্যাপার কী, এতো তাড়া?'

স্যাডলে শরীর মোচড়াল মার্ডক, রওনা হয়ে যেতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। 'তোমার কোনও ব্যাপার না, মার্কাস,' বলল সে। ক্যারির দিকে তাকাল। 'ওয়্যাগন ফেলে একটা ঘোড়া জোগাড় করো। সারাদিন পড়ে নেই তুমি জানো।'

'সম্ভব না,' হতাশ শোনাল ক্যারির কণ্ঠ। 'খাবার আর মালপত্র নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে।'

'আমি পারব না,' সরাসরি মানা করে দিল মার্ডক। 'আমি রওনা হচ্ছি।'

'না। ওয়্যাগন মেরামত করতে সাহায্য করবে তুমি আমাকে।'

'এখানে অপেক্ষা করে সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ব না কি?' মার্ডকের একটা গাল ফুলে আছে তামাকের দলায়, থুহ্ করে খয়েরী থুতু ফেলল সে। 'ওয়্যাগন যদি মেরামত করতে চাও তো আর কাউকে খুঁজে বের করো। খাবারের কথা যদি বলো, আমি না খেয়ে থাকতে রাজি আছি, তবুও ধরা পড়তে রাজি নই। অন্যরাও আমার মতো একই কথা বলবে। একটা ঘোড়া জোগাড় করো, ক্যারি।'

সরাসরি ড্যান মার্ডকের চোখের দিকে তাকাল ক্যারি, তারপর বলল, 'তুমি থাকছ। আমাকে সাহায্য করবে।' মার্ডক কথা শুনবে না বুঝতে পেরে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। এবার বলল, 'ওয়্যাগনটা আমি সৈন্যরা চলে যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে রাখব। কালকে ফিরে এসে ওটা মেরামত করতে আমাকে সাহায্য করবে তুমি, ঠিক আছে?'

'আগামীকালের আগেই এখান থেকে অন্তত পঞ্চাশ মাইল দূরে সরে যাব আমি,' বলল মার্ডক। 'ওয়্যাগন নিয়ে যাওয়ার যদি এতোই ইচ্ছে থাকে তা হলে জেসন মার্কাসকে বলো তোমাকে ওয়্যাগন মেরামতে সাহায্য করতে।' মার্কাসকে দেখল সে বিস্ময় মেশানো হিসেবী চোখে। 'তুমি বিপদে কোনও ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করবে; করবে না, বিশ্বাসঘাতক টেক্সান?'

ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিল সে, ছুটতে শুরু করল ওটা উপত্যকার সরু মুখ লক্ষ্য করে। একটু পরেই তাকে আর দেখা গেল না।

মার্ডক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত তার দিকে চেয়ে থাকল ক্যারি, চেহারা দেখে মনে হলো অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়বে। তারপর কী করে যেন সামলে নিল নিজেকে, দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল চোয়াল। ওয়্যাগনে উঠে রাশ তুলে নিল হাতে।

ওয়্যাগনের ভিতরটা দেখল জেসন, ওর মনে হলো তাড়াহুড়ো করে অনেক মালপত্র আর খাবার তোলা হয়েছে ওটাতে। রাশটা শক্ত হাতে ধরল ও, যাতে ক্যারি ওয়্যাগন নিয়ে সামনে বাড়তে না পারে।

'ক্যারি, কী হয়েছে?'

'কিছু না। মার্ডক যেমন বলল, এটা তোমার কোনও ব্যাপার না।'

'মার্ডক তোমাকে বিপদে ফেলে চলে গেছে। আমি এখানে আছি তোমাকে সাহায্য করতে।'

'রাশ ছেড়ে দাও, মার্কাস!'

'সৈন্যদের ব্যাপারে কী বলছিল মার্ডক?'

'ওরা আসছে। ওদেরই জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।'

'ফেডারেল ট্রুপস?'

'আর কারা! এবার আমাকে যেতে দাও এখান থেকে।'

মাথা নাড়ল জেসন। 'আমার বাড়িতে ওয়্যাগন নিয়ে এসো। এর বেশি চলবে না ওয়্যাগনটা এই অবস্থায়, ভেঙে পড়বে। তোমাদের রানশ হাউসে যদি বাড়তি অ্যাক্সেল-ট্রি থাকে তা হলে আমি সেটা নিয়ে আসব পরে...'

'সে-সময় নেই। সৈন্যরা যে-কোনও সময়ে চলে আসবে।'

'ওয়্যাগনটা আমার বাড়িতে দেখলে কিছু বলবে না তারা। ওদের আমি বলব ওটা আমার।'

'হয়তো বিশ্বাস করবে ওরা,' বলল ক্যারি। 'কিন্তু আমার কী হবে?'

'ওরা তোমাকে কিছু বলবে না। বলবে?'

'হ্যানসনদের সবাইকে খুঁজছে তারা। অন্যান্য আরও অনেককে খুঁজছে।'

কী ঘটেছে বুঝতে পারছে না জেসন, কিন্তু ওর মন বলছে যা-ই ঘটে থাকুক, সেসবে জড়ানো ওর ঠিক হচ্ছে না, তবে হ্যানসনরা ওর প্রতিবেশী, আর প্রতিবেশীকে সাহায্য করা ওর কর্তব্য। তা ছাড়া ক্যারির আপাত রাগান্বিত ভাবভঙ্গির আড়ালে তীব্র ভয়টা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে ও।

'আমি বলব ওয়্যাগনটা আমার,' বলল জেসন। 'তোমার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে আরও বলব তুমি আমার স্ত্রী। তোমাকে তো ওরা চেহারায় চেনে না; চেনে?'

'না।' জেসনের দিকে চেয়ে কী যেন হিসেব মিলাল ক্যারি, তারপর বলল, 'ওরা আমাকে চেহারায় চেনে না। আমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে চালালে হয়তো কাজ হলেও হতে পারে। কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তার নিশ্চয়তা কী, মার্কাস? ওরা তো

তোমার মতাদর্শের লোক।'

কঠোর হলো জেসন। 'আমাকে যদি বিশ্বাস না হয় তো নিজের পথে যেতে পারো তুমি। বিপদটা তোমার, আমার নয়।'

'তুমি যদি আমাকে ধরিয়ে দাও তা হলে আমার ভাইরা চরম প্রতিশোধ নেবে।' কড়া চোখে জেসনকে দেখছে ক্যারি।

কাঁধ ঝাঁকাল জেসন। 'জানলাম।' রাশ ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়াল ও।

শেষবারের মতো চোখে সন্দেহ নিয়ে ওকে দেখে জেসনের রানশ হাউসের দিকে ধীরে ধীরে ওয়্যাগন নিয়ে এগোল ক্যারি। বার্নের পাশে ওয়্যাগন রাখতে বলল জেসন, ক্যারি নির্দেশ পালন করায় ঘোড়া দুটো খুলে তাড়িয়ে দিল ও দূরে। ওগুলোতে হ্যানসনদের ব্র্যান্ড আছে, সৈন্যদের চোখে পড়লে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারত। এবার ক্যারির সাহায্য নিয়ে মালপত্র আর খাবার-দাবার ওয়্যাগন থেকে নামিয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে শুরু করল জেসন। কাজটা সেরে ছাদ ঠেকা দেওয়ার জন্য কাটা কয়েকটা খুঁটি ওয়্যাগনের পিছনে এমন ভাবে রাখল যাতে ওটা ধসে পড়ে না যায়।

ওর কাজ দেখছে ক্যারি, বলল, 'সৈন্যরা এসে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তুমি, তারপর আমাদের ওখানে গিয়ে অ্যাক্সেল-ট্রি নিয়ে আসবে। ওরা যদি তোমাকে আমাদের বাড়িতে দেখে তা হলে মস্ত বিপদে পড়ে যাবে তুমি।'

আস্তে করে নড করল জেসন। 'ব্যাপারটা কী খুলে বলবে আমাকে, ক্যারি? বললে কোনও ক্ষতি নেই, তা ছাড়া জানার অধিকারও আছে আমার। নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি আমি।'

'গরু নিয়ে ঝামেলা হয়েছে,' বলল ক্যারি। 'স্যাবিনভিলে এক লোক আছে, স্যাম অ্যালবার্স, তার ক্রুরা রেঞ্জ থেকে গরু সংগ্রহ করছিল, এলাকার অনেকে সিদ্ধান্ত নেয় এমনটা ঘটতে দেবে না। এই রেঞ্জ থেকে আগেও অ্যালবার্সের লোকরা গরু সরিয়ে নিয়ে

গেছে। চুরি করছে তারা স্রেফ। কাজেই আমাদের লোকরা হামলা করে তাদের উপর, গরু কেড়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেয় রেঞ্জে। গরুগুলো ওদের নিজের, মার্কাস। কিন্তু টালির আইনের কারণে কাজটা চুরি হিসেবে দেখা হবে। এখন সৈন্যরা আসছে গরুর আসল মালিকদেরই গ্রেফতার করতে।'

'তোমার ভাইরাও আছে এর মধ্যে?'

'হ্যাঁ।'

'আর কারা আছে?'

'ড্যান মার্ডক ছাড়াও আরও অনেকে। তাদের নাম জানার কোনও দরকার নেই তোমার।'

'কেন তোমার মনে হলো সৈন্যরা তোমাকে গ্রেফতার করবে?'

দ্বিধায় ভুগল ক্যারি, তারপর তা কাটিয়ে উঠে বলল, 'ঠিক জানি না যে তারা আমাকেও গ্রেফতার করবে। তবে সম্ভাবনা আছে। আর যদি জানে কাজটার পিছনে আমারও হাত আছে তা হলে তো নিশ্চিত ভাবেই গ্রেফতার করবে আমাকে।'

'তুমিও জড়িত? কীভাবে?' বিস্ময় বোধ করছে জেসন।

জেসনের চোখ প্রশ্ন করছে। ওর চোখ এড়িয়ে অন্যদিকে তাকাল ক্যারি। 'আসলে আমিই ছেলেদের বলি এটা করা আমাদের উচিত। সিদ্ধান্তটা আমারই ছিল।' কড়া চোখে জেসনকে দেখল মেয়েটা। 'রানশাররা সবাই যুদ্ধ থেকে ফিরেছে পরাজয়ের তিক্ত গ্লানি নিয়ে। নিজেদের অধিকার রক্ষা করতেও দ্বিধা ছিল তাদের। টালির আইনের সুযোগ নিয়ে অ্যালবার্সকে তাদের গরু ডাকাতি করতে দিয়েছে তারা। হায়-আফসোস করা ছাড়া আর কিছু করার কথা চিন্তা করেনি। আমি একটা মিটিং ডাকি, ছোটখাটো একটা ভাষণ দিই। তারপর...ওদের সঙ্গে আমিও যাই অ্যালবার্সের ক্রুদের কাছ থেকে গরু কেড়ে নিতে।'

অবাক বিস্ময়ে মেয়েটার দিকে তাকাল জেসন। বুঝতে পারছে মিথ্যে বলছে না ক্যারি। ছোটবেলা থেকে ছেলেদের মতো

মানুষ হয়েছে ক্যারি, ওর জেদও প্রচণ্ড। ওর পক্ষে সম্ভব একদল লোককে বেপরোয়া হামলায় নেতৃত্ব দেওয়া। ক্যারির তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ হতাশ রানশারদের সাহস ফিরিয়ে দিয়েছে, এটা খুবই সম্ভব।

এবার জেসন জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কী হলো, ক্যারি?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'যা ভেবেছিলাম আমরা, তা-ই হলো। অ্যালবার্স জানে আমরা টেক্সানরা কাজটা করেছি। সে স্যাবিনভিল গ্যারিসনে আর্মির কাছে অভিযোগ করল। কয়েকদিন কিছু ঘটেনি, তারপর আমার ভাই রিকি আর ড্যান মার্ডক রেঞ্জে ফিরে এসে জানাল উপত্যকা ধরে আসছে একদল ক্যাভালরি সৈন্য। প্যাট আমাকে বলল ওয়্যাগনে খাবার আর মালপত্র নিয়ে গোপন একটা জায়গায় চলে যেতে। মার্ডকের আমার সঙ্গে থাকার কথা ছিল, কিন্তু...' রাগ ঝরল ক্যারির কণ্ঠ থেকে, 'কিন্তু মার্ডকের সাহসে কুলাল না। এদিকে প্যাট গেছে রিকিকে খুঁজতে স্যাবিনভিলের দিকে। ওকে সতর্ক করে দিতে।'

'গরুগুলো তোমরা রেঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। ওগুলো আমরা জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছি। অ্যালবার্স লোক পাঠালেও ওখান থেকে গরু রাউন্ডআপ করা কঠিন হবে। আর লোক সে পাঠাবেই।'

'একারণেই তা হলে তুমি এবং রানশাররা পালাচ্ছ।'

'কিছুদিনের জন্যে আত্মগোপন করছি,' আপত্তির সুরে বলল ক্যারি। 'পরিস্থিতি বদলাবে।'

'এতো নিশ্চিত হয়ো না,' বলল জেসন। 'সৈন্যদের যদি জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, তা হলে সবাইকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার তারা করবেই।'

হাসল ক্যারি। 'আগে আমাদের গোপন আস্তানা তাদের খুঁজে বের করতে হবে।' ভ্রূ-কুঁচকে গেল ওর। 'কিন্তু তারা যদি জানে আমি ওই রেইডে ছিলাম আর এখানে আমাকে পায়...'

'হয়তো সৈন্যরা আমার রানশে আসবেই না,' বলল জেসন, মনে মনে হাসছে। 'তবে সাবধান থাকা ভাল। তুমি আমার বাড়ির ধারকাছ থেকে সরবে না। এমন ভান করো যে তুমি আমার বউ, বাড়ির কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখো।'

কড়া চোখে জেসনকে দেখল ক্যারি, উষ্মা নিয়ে বলল, 'আমি আগেই ভেবেছিলাম তোমার সাহায্য করার প্রস্তাবের পেছনে কুমতলব আছে, জেসন মার্কাস! এখন আমাকে তোমার বাড়িঘর গোছানোর কাজে সময় দিতে হবে।'

'ডিনারের সময় হয়ে গেল,' নির্বিকার চেহারায় বলল জেসন। 'খিদে লেগে গেছে আমার।'

'ইঙ্গিতটা বুঝলাম,' গম্ভীর চেহারায় বলল ক্যারি। বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল ও।

কয়েক মিনিট পর চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে জেসন বুঝতে পারল রান্নার কাজে হাত দিয়েছে ক্যারি। হাত-মুখ ধুয়ে নিল জেসন, অপেক্ষায় থাকল, তারপর ক্যারি ওকে ডিনারের জন্য ডাক দিতে বাড়ির ভিতরে ঢুকল, দেখল টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।

ক্যারি বলল, 'তোমার নিজের একজন মেয়েমানুষ দরকার, মার্কাস। ঘরটা একদম নোংরা হয়ে আছে। জানি না অবিবাহিত পুরুষরা কেন এতো নোংরা অবস্থায় থাকে।'

'ঘর পরিষ্কার করার সময় পেলাম কখন,' বলল জেসন। 'মাত্র কালকে ফিরেছি আমি।' প্রসঙ্গ পাল্টাল ও, 'অবিবাহিতদের কথা যে বলছিলে, তুমি অবিবাহিত উপযুক্ত কাউকে দখল করে নাওনি কেন?'

মুখটা ক্ষণিকের জন্য আরক্ত হলো ক্যারির। 'বিয়ে করার মতো পছন্দের কাউকে এখনও খুঁজে পাইনি বলে।'

খাবার তুলল জেসন প্লেটে। 'আমি কয়েকজনের নাম বলতে পারি যাদের কোনও একজন তোমার ভাল স্বামী হতে পারবে।'

বাঁকা হাসল ক্যারি। 'আর নিশ্চয়ই লিস্টের শুরুতেই তোমার নামটা থাকবে, মার্কাস?'

'আমি?' ভ্রূ কুঁচকাল জেসন। মাথা নাড়ল। 'না, আমি চিরস্থায়ী ব্যাচেলর। তোমার লিস্টে আমি জেস বার্নেটের নামটা রাখব।'

মুখ বাঁকাল ক্যারি। 'জেস বার্নেট অন্যান্যদের চেয়ে মোটেই আলাদা নয়। কনফেডারেসি ব্যর্থ হওয়ায় ভেঙে পড়েছে সে-ও। টেক্সাসে এখন ইউনিয়নিস্ট বা কার্পেটব্যাগার ছাড়া আর কেউ মাথা উঁচু করে চলে না।'

'সময় পাল্টাবে,' বলল জেসন। 'আচ্ছা, ক্যারি, আমি যে মালপত্র রেখে গিয়েছিলাম কী হলো সেসবের? আমার আসবাবপত্র, আমার বই?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যারি। 'আমি জানব কী করে? ভ্যাকুয়েরোরা চলে যাবার পর কেউ হয়তো ওগুলো নিয়ে গেছে। তবে তোমার ওই সব ফালতু বই কেন কেউ নেবে সেটা আমার মাথায় ঢোকে না।'

হাসল জেসন। জীবনে কখনও কোনও গল্পের বই পড়েনি ক্যারি। একবার একটা কুপার নভেল দিতে চেয়েছিল ও ক্যারিকে। ক্যারি বলেছিল গল্পের বইয়ে নাক গুঁজে সময় নষ্ট করবে না ও কখনোই। তখন ওর বয়স ছিল পনেরো। কিন্তু এখনও বই পড়াটা তা হলে অভ্যেস করেনি ও।

খাওয়া শেষ করল ওরা। জেসন টেবিল ছেড়ে উঠতে যাবে এমন সময় ক্যারি ঠোঁটে আঙুল দিল। 'শ্‌শ্‌শ্‌!' কান পেতে কী যেন শুনছে ও।

আওয়াজটা জেসনও শুনতে পেল এবার। অশ্বারোহী একটা দল আসছে। টেবিল ছেড়ে উঠল ও, দরজায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণের খোলা জমির দিকে তাকাল। নীল পোশাকধারী একদল সৈন্য দেখতে পেল ও, এক লাইনে ঘোড়ায় চেপে মাঝারি গতিতে

আসছে। তাদের সঙ্গে একজন বেসামরিক লোকও আছে, অফিসারের পাশে পাশে আসছে সে। দলের পিছনে আসা দুই সৈনিকের সঙ্গে প্যাক হর্স আছে, তার মানেই বেশ কয়েকদিনের প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়েছে সৈন্যরা।

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে ঘর থেকে বের হলো জেসন, করালের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল। দলটা ওর বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে ক্রীকের তীরে থামল। তাদের নেতৃত্বে আছে একজন ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। সে আর বেসামরিক লোকটা জেসনের র‍্যানশ হাউসের দিকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে এলো। লেফটেন্যান্ট বেঁটে আর মোটা লোক, লালচে চেহারায় বিরক্তির ছাপ। বেসামরিক লোকটা লম্বা আর সুঠামদেহী। ঠোঁটের উপরে তার ধূসর গোঁফ। দীর্ঘ চুলগুলো কাঁধের উপর লুটাচ্ছে। লোকটার কোঁচকানো বাকস্কিন জ্যাকেটের বুকে একটা রূপালী নক্ষত্র দেখতে পেল জেসন।

'আমি লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলি,' নিজের পরিচয় দিল অফিসার জেসনকে। পাশের লোকটাকে দেখাল। 'এ মার্শাল বেঞ্জামিন রোমেল, স্যাবিনভিলের মার্শাল। তুমি এখানে বসবাস করছ কতোদিন হলো?'

'ছয় বছর পর মাত্র গতকাল ফিরেছি,' বলল জেসন। 'যুদ্ধের আগে এখানে র‍্যানশ করতাম।'

'তোমার নাম, স্যার?'

নাম জানাল জেসন।

মার্শাল রোমেলের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। 'এর নাম আছে?'

মাথা নাড়ল ল-ম্যান। 'এখনও পর্যন্ত নেই।'

লেফটেন্যান্টকে দেখে অসন্তুষ্ট বলে মনে হলো। সে জিজ্ঞেস করল. 'তুমি মাত্র কালকেই এখানে ফিরেছ, মার্কাস?'

'হ্যাঁ।'

'যুদ্ধে গিয়ে থাকলে বলতে হয় তুমি ফিরতে অনেক দেরি করেছ।'

'অকুপেশন ট্রুপের সঙ্গে নিউ অরলিন্সে ছিলাম আমি।'

অফিসারের চেহারায় কৌতূহলের ছাপ পড়ল। 'ইউনিয়নের পক্ষে লড়াই করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, লেফটেন্যান্ট।'

'এখানে আর কে আছে তোমার সঙ্গে, মার্কাস?' জিজ্ঞেস করল মার্শাল রোমেল।

চট করে বাড়ির দিকে তাকাল জেসন। 'আমার স্ত্রী।'

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ক্যারি, ইচ্ছে করেই নিজেকে দেখতে দিচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক দেখাবে, মনে মনে বলল জেসন। ক্যারিকে দেখতে পাওয়ায় ওর ব্যাপারে কৌতূহল কম দেখাবে লোকগুলো। লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলি মাত্র একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল, কিন্তু মার্শাল রোমেল তাকিয়েই থাকল ক্যারি ঘরের ভিতর চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত।

ম্যাকেনলি জিজ্ঞেস করল, 'হ্যানসনদের তুমি চেনো, মার্কাস?'

'চিনি। ওরা আমার প্রতিবেশী। কী ব্যাপার, কী হয়েছে?'

'না জানলেও চলবে তোমার,' বলল লেফটেন্যান্ট। ঘুরে দাঁড়াল সে, নিজের দলের দিকে ফিরে চলেছে বিরক্ত চেহারায়।

মার্শাল রোমেল নড়ল না জায়গা ছেড়ে। 'হ্যানসনরা কি শুধুই প্রতিবেশী, না বন্ধুও তোমার, মার্কাস?'

'বন্ধু ছিল, আমি ইউনিয়নের পক্ষে লড়তে যাবার আগে পর্যন্ত।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করবে ওদের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব না করলে।'

'ঝামেলায় পড়েছে ওরা?'

নড করল রোমেল। 'ওরা এবং ওদের বন্ধুরা। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, ওদের কোনভাবে সাহায্য করতে যেয়ো না।'

চিন্তিত চেহারায় জেসনকে দেখল মার্শাল, তারপর বলল, 'সম্ভবত পরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে আমার।' কথাটা বলে লেফটেন্যান্টের পিছনে পা বাড়াল সে ঘুরে।

সৈন্যদলটাকে ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা হয়ে যেতে দেখল জেসন, উত্তরে যাচ্ছে তারা, যেদিকে গেছে ড্যান মার্ডক। মাঝারি গতিতে ছুটছে সৈন্যদের ঘোড়াগুলো, একটু পরেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। জেসন আন্দাজ করল, উপত্যকা থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে বাঁক নেবে ক্যাভালরি, জেস বার্নেটের রানশের দিকে যাবে। ওখানে তারা কাউকে পাবে না। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বার্নেটকে সতর্ক করে দিয়েছে ড্যান মার্ডক। ব্রাজোস নদীর আশেপাশের বুনো এলাকটা যেরকম তাতে লুকিয়ে থাকা কাউকে খুঁজে বের করা ক্যাভালরির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ হবে। ক্যাভালরি যথেষ্ট দ্রুত চলতে পারবে না। লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলির বিরক্তির কারণটা বুঝতে পারছে জেসন।

বাড়ি ফিরল ও, দেখল টেবিল পরিষ্কার করছে ক্যারি। ওকে দেখে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বলে মনে হলো না। জেসন বলল, 'চলে গেছে ওরা। সৈন্যদের নিয়ে চিন্তা নেই, তবে ওই মার্শাল লোকটা বিপজ্জনক। হয়তো কিছু সন্দেহ করেছে সে।'

কাজ থামিয়ে জেসনের দিকে তাকাল ক্যারি। 'ধন্যবাদ, মার্কাস। এতোটা সাহায্য তোমার কাছ থেকে আসলে আশা করিনি আমি।'

'ক্যারি, সব ভুলে যেতে পারো না?' বলল জেসন। 'যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। আবার আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি।'

'ভুলে যাব? যুদ্ধে বাবা আর এক ভাইকে হারিয়েছি আমি।'

'দুঃখিত,' বলল অপ্রস্তুত জেসন। 'আমি আসলে বলতে চাইনি তোমার বাবা বা ভাইকে ভুলে যাওয়ার কথা। আমি বলতে চেয়েছিলাম...'

'ভুলে যাওয়া সহজ নয়, মার্কাস,' ওকে থামিয়ে দিল ক্যারি।

'চারপাশে আমি কী দেখি জানো? পরাজিত একদল মানুষ, যাদের মন ভেঙে গেছে। তবে তুমি তাদের একজন নও, মার্কাস, পরাজয়ের জ্বালা সহ্য করতে হয়নি তোমাকে। তোমার মন ভেঙে যায়নি। মাথা উঁচু করে চলতে পারো তুমি। তুমি...'

'বাদ দাও,' তিক্ত স্বরে বলল জেসন। 'আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না।'

'দুঃখিত,' চোখ জোড়া জ্বলে উঠল ক্যারির, 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'আমি তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি বাড়তি অ্যাক্সেল-ট্রি আছে কি না দেখতে,' বলে ওর ছোট্ট রানশ হাউস থেকে বেরিয়ে এলো জেসন। ওর পিছনে বাসন-কোসনের জোরাল ঝনঝন আওয়াজ শুনতে পেল। রাগের সঙ্গে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে ওগুলো।

কয়েকটা যন্ত্র আর একটা অ্যাক্সেল-ট্রি নিয়ে হ্যানসনদের রানশ হাউস থেকে ফিরল ও, অন্ধকার নামবার আগে পর্যন্ত একটানা ওয়্যাগন মেরামতের পিছনে সময় দিল। সাপার তৈরি হতে ওকে ডাকল ক্যারি। হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল জেসন, দেখল ওয়্যাগনের মালপত্রের ভিতর থেকে দুটো মোমবাতি বের করে জ্বেলেছে ক্যারি। ওয়্যাগনটা জেসন সকালে আর এক ঘণ্টা কাজ করেই মেরামত করতে পারবে জানানোয় শুধু মৃদু মাথা ঝাঁকাল ক্যারি।

জেসন খেয়াল করল ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে ক্যারি, ঘরটা এখন অনেক গোছানো লাগছে দেখতে। খানিক দ্বিধা করে ও বলল, 'সব দেখছি অন্যরকম লাগছে দেখতে। সত্যি, কোনও মহিলার দরকার ছিল ঘরটা গোছাতে।' আবারও সামান্য মাথা ঝাঁকাল ক্যারি, কোনও কথা বলল না।

সামনাসামনি খেতে বসল ওরা, নীরবে খাওয়া সারছে। জেসন ঠিক করেছে আলাপ করবার চেষ্টা করবে না। বেসামাল কোনও কথা বলে বসলে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠবে ক্যারি, তার

দরকার নেই। মাঝে মাঝে ক্যারির দিকে তাকাচ্ছে ও, কিন্তু ক্যারি প্লেট থেকে কখনোই মুখ তুলছে না। মোমবাতির হলদেটে আলোয় ক্যারির সোনালী চুলগুলো জ্বলছে বলে মনে হচ্ছে। জেসনের মাথায় চিন্তা এলো, সত্যি অপূর্ব সুন্দরী ক্যারি মেয়েটা, কিন্তু ক্যারিকে ও পছন্দ করে কি না সেটা নিশ্চিত হতে পারল না জেসন। অনিশ্চয়তাটা ও ইউনিয়নের পক্ষে লড়েছে তা-ই ক্যারি ওর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে বলে নয়, বরং ক্যারির পুরুষদের মতো সহজ সরাসরি আচরণ আর মনোভাবই এজন্য দায়ী। সীমান্তে বড় হওয়া যুবতী মেয়ে হিসেবে ধরে নেওয়া চলে যে ক্যারির মাঝে মেয়েদের স্বাভাবিক কোমলতা বা লাজলজ্জা কম থাকবে, কিন্তু জেসনের মনে হচ্ছে ক্যারি যেন চরম পুরুষালী আচরণ করে। ছোটবেলায় ঠিক ছেলেদের মতোই মানুষ হয়েছে ও, কিন্তু ছোটবেলায় ওর আচরণ যেগুলো ভাল লাগত সেগুলো বড় বয়সে ভাল লাগবার কোনও কারণ নেই। হ্যাঁ, ক্যারি আকর্ষণীয়া হতে পারে, ভাবল জেসন, কিন্তু ওকে কারও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে আসলে ও মেয়ে।

ক্যারিও হয়তো ভাবছিল ও আসলে মেয়ে, টেবিল ছেড়ে উঠবার পর ও বলল, 'ওয়্যাগন যেহেতু কাল সকালের আগে মেরামত হচ্ছে না কাজেই রাতের জন্যে আমি আমাদের বাড়িতে ফিরে যাব। তোমার একটা ঘোড়া ধার নেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'যাওয়ার আগে বাসন-কোসন আমি পরিষ্কার করে দিয়ে যাব।'

জেসন জানাল ক্যারির জন্য পানি নিয়ে আসতে যাচ্ছে ও। ওয়্যাগনের মালপত্রের ভিতর একটা বালতিও ছিল, ওটা ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে নিতে এগোল ও। ঠিক তখনই চমকে গিয়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল ক্যারি। ঝট করে ঘুরল জেসন, দেখল দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মার্শাল বেঞ্জামিন

রোমেল। চমকের কারণে একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জেসন, তারপর ওর ডান হাত অস্ত্রের খোঁজে উরুতে থাবা মারল। কিন্তু সাপার খেতে বসবার আগে গানবেল্ট আর হোলস্টার খুলে রেখেছে ও। ওগুলো ঘরের আরেক প্রান্তে পড়ে আছে ওর বাঙ্কের উপর। পা বাড়াল সেদিকে জেসন, কিন্তু মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিল মার্শাল রোমেল। লোকটা সিক্সগানের বাঁটে হাত রেখেছে, তবে অস্ত্রটা এখনও বের করেনি। 'সাবধান, মার্কাস,' সতর্ক করল, 'আমাকে গুলি করতে বাধ্য কোরো না।' হাতের ইশারা করল সে। 'মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

নির্দেশ পালন করল জেসন, ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে ওর। বলল, 'ইন্ডিয়ানদের মতো গোপনে এসেছ তুমি, মার্শাল। আমরা কী কথা বলছিলাম সেসব আড়ি পেতে শুনেছ তুমি?'

'খানিকটা শুনেছি,' বলল মার্শাল। 'আর তাতে আমার সন্দেহই যে ঠিক সেটা জানতেও পেরেছি।' পকেট থেকে চিকন একটা কালো মেক্সিকান সিগার বের করে ঠোঁটে ঝোলাল সে। ওটাতে আগুন দিয়ে বলল, 'মেরামত করতে রেখে দেয়া ওয়্যাগনটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। মাত্র কাল এসে আজই ওয়্যাগনের ভাঙা অ্যাক্সেল মেরামত করবে, এটা আমার কাছে ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। আরও অনেক কাজ পড়ে ছিল তোমার করার অপেক্ষায়। আরও সন্দেহ হয় হ্যানসনদের রান্নাঘর থেকে রান্নার জিনিসপত্র সব উধাও হয়েছে দেখে।' সিগারে টান দিয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছাড়ল মার্শাল রোমেল। নিজের উপর তাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট বলে মনে হলো। 'তা ছাড়া আমার কাছে হ্যানসনদের মেয়েটার চেহারা কেমন তার বর্ণনা ছিল। তুমি বউ নিয়ে আসবে আর সেই বউ দেখতে ঠিক হ্যানসনদের মেয়েটার মতো হবে এটা আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক লাগে। এরপর দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে অসুবিধে হয়নি। মিস হ্যানসন রসদপত্র নিয়ে গোপন কোনও আস্তানায়

যাচ্ছিল, তার ওয়্যাগনের অ্যাক্সেল ভেঙে যায়, আর তুমি তাকে আশ্রয় দাও।'

'এসব আন্দাজ করে নিশ্চয়ই নিজেকে খুব চালাক মনে হচ্ছে তোমার?' বলল জেসন। 'তো এখন কী করবে?'

'মিস হ্যানসনকে স্যাবিনভিলে নিয়ে যাব।'

'গ্রেফতার করছ ওকে?'

'হ্যাঁ, মার্কাস।'

'ওর বিরুদ্ধে কীসের অভিযোগ আছে?'

'গরু চুরি। হামলার সময় ছেলেদের পোশাক পরে ছিল মিস হ্যানসন, কিন্তু মিস্টার অ্যালবার্সের কয়েকজন রাইডার তাকে চিনে ফেলে।'

'ভাল করেই জানো সময় নষ্ট করবে তুমি ওকে স্যাবিনভিল নিয়ে গেলে,' বলল জেসন। 'এমনকী কার্পেটব্যাগারদের কোনও কোর্টও কোনও মেয়েকে জেলে ভরবে না।'

'সেটা আমি জানি না,' বলল মার্শাল রোমেল। 'তবে একটা উপায় আছে যেটা মিস হ্যানসনকে জেল থেকে বাঁচাবে।' ক্যারির দিকে তাকাল সে। 'শুধু বলে ফেলো তোমাদের গোপন আস্তানাটা কোথায়।'

'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না নিজের ভাই আর প্রতিবেশীদের ধরিয়ে দেবে ও?' সময় আদায় করতে চাইছে জেসন। 'ওদের আস্তানা তোমার নিজেরই খুঁজে বের করতে হবে, রোমেল।'

'মিস হ্যানসনকে নিজেকেই এব্যাপারে কথা বলতে দাও।'

ক্যারি বলল, 'মার্কাস আমার মনের কথা বলে দিয়েছে। আর আমাকে যদি তোমার স্যাবিনভিলে নিতে হয় তা হলে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে।'

'দরকার হলে তা-ই করব আমি,' হাসল মার্শাল রোমেল। অস্ত্রটা বের করে ক্যারির দিকে পা বাড়াল সে। জেসনের উদ্দেশে বলল, 'তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, মার্কাস। নইলে বিরাট

বিপদে পড়ে যাবে।' বাঁ হাতে খপ করে ক্যারির হাত চেপে ধরতে গেল সে, কিন্তু ক্যারি তাকে পাশ কাটিয়ে গেল। টেবিলের আরেক পাশে ছুটে চলে গেল ক্যারি, তারপর বেঞ্চটা ঠেলে দিতে চাইল রোমেলের পা লক্ষ্য করে।

সরে গেল মার্শাল রোমেল। বেঞ্চটা সশব্দে উল্টে পড়ল। ক্যারির ডান হাতটা ধরে ফেলতে পারল মার্শাল, হাতটা পিছনে নিয়ে উপরের দিকে ঠেলে দিল সে। ক্যারি ঝটকা মারতে গেলে কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা পাবে। হাত ছুটাতে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠল ক্যারি, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। ঠিক তখনই জায়গা ছেড়ে নড়ল জেসন।

মার্শাল রোমেল চিৎকার করে জেসনকে সতর্ক করতে চাইল, কিন্তু অস্ত্রটা জেসনের দিকে তাক করতে হলে তাকে নিজের শরীরের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে এখন। দেরি করল না জেসন, মার্শালের ঘাড়ের পিছনে হাতের তালুর পাশ দিয়ে আঘাত করল। সামনের দিকে ঝটকা খেলো লোকটার মাথা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। মার্শাল সামলে নেওয়ার আগেই তাকে দু'হাতে শক্ত করে ধরল জেসন, ছুঁড়ে দিল কেবিনের দেয়ালে। বাড়ি খেয়ে বিবশ হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ রোমেল। সেই সুযোগে তার হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে নিল জেসন, চট করে একবার ক্যারির দিকে তাকাল।

উঠে দাঁড়িয়েছে ক্যারি, টেবিলে এক হাত রেখে ব্যথায় বিকৃত মুখে ওদের দেখছে।

'কতোক্ষণ সময় দরকার তোমার?' ওকে জিজ্ঞেস করল জেসন।

'এক ঘণ্টা।'

'আমার ঘোড়াটা নাও।'

'আমাদের র‍্যানশ হাউস পর্যন্ত ওটা নিয়ে যাব,' বলল ক্যারি। 'ওখান থেকে ওটা নিয়ে নিয়ো।' দরজার কাছে চলে গেল ও,

তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আমি সত্যি কৃতজ্ঞ, মার্কাস, কিন্তু এই ঘটনায় ঝামেলায় পড়ে যাবে তুমি।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না,' বলল জেসন। 'উপত্যকা ছাড়ার সময় সাবধান থেকো, ক্যাভালরির সামনে পড়ে যেয়ো না।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল ক্যারি।

মার্শাল রোমেলের দিকে তাকাল জেসন অস্ত্র হাতে। লোকটার ঘৃণা ভরা দৃষ্টি ওকে নীরবে বলে দিল, শোধ নেবে সে। মার্শালের চেহারাই বলে দিচ্ছে, যতো সময়ই লাগুক, জেসনকে বিপদে ফেলতে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করবে সে।

এক ঘণ্টা নয়, ক্যারিকে দু'ঘণ্টা সময় দিল জেসন, তারপর মার্শালের রিভলভারের ইজেক্টর ব্যবহার করে গুলিগুলো বের করে ফেলল ও, রিভলভারটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের উপর। বাঙ্কের কাছে গিয়ে গানবেল্ট আর হোলস্টার পরে নিল ও, দেয়াল থেকে খসিয়ে নিল রাইফেল, তারপর ওটা দিয়ে মার্শাল রোমেলকে ইশারা করল। এতোক্ষণ দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে ছিল লোকটা, এবার উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে রিভলভারটা সংগ্রহ করে দরজার কাছে চলে গেল।

তাকে অনুসরণ করে বের হলো জেসন, লোকটার ঘোড়া পর্যন্ত গেল। ওটার স্যাডলে একটা সিঙ্গল শট স্পেন্সার আছে, ওটা থেকে কার্ট্রিজ বের করে নিল ও। এবার হাতের ইশারায় মার্শালকে ঘোড়ায় উঠতে বলল। 'সোজা উত্তরে যাবে। থামবে না ভুলেও।'

রাশ ধরে স্যাডলে উঠল মার্শাল, তারপর রাগে থমথমে গলায় বলল, 'মার্কাস, সময় আমারও আসবে। আইনের ওপাশে চলে গেছ তুমি। সত্যিই যদি তুমি ইউনিয়নের পক্ষে লড়ে থাকো তা হলে এখনও সময় আছে, শুধরে যাও। হ্যানসনরা কোথায় লুকিয়েছে বলে ফেলো, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেব।'

'আমি জানি না,' বলল জেসন। 'জানলেও বলতাম না।'

'আমার চেয়ে অনেক বড় শত্রু তৈরি করছ তুমি, মার্কাস,' বলল মার্শাল। 'তুমি স্যাম অ্যালবার্সের বিপক্ষে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ফেলছ। এর ফল খুব খারাপ হবে। অ্যালবার্স এদিকের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ। আর তার সঙ্গে স্যাবিনভিলের আর্মি কমান্ডারের অসম্ভব খাতির।'

'কয়েকদিনের মধ্যেই আমি স্যাবিনভিলে যাব,' বলল জেসন। 'ওখানে গেলে তোমার স্যাম অ্যালবার্সকে খুঁজে বের করব আমি। তার অফিসার বন্ধুর সঙ্গেও দেখা করব। তারা জানবে ঠিক কোথায় আমার অবস্থান। এবার রওনা হয়ে যাও তুমি।'

বিড়বিড় করে গাল বকল মার্শাল রোমেল, কিন্তু ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। খুরের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল জেসন, তারপর ঘরে ফিরল। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করল ও, তারপর সোরেল মেয়ারটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল হ্যানসনদের রানশ হাউস লক্ষ করে। ওখানে পৌঁছে বাড়ির উঠানে ওর ধূসর ঘোড়াটাকে পেল।

বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে ক্যারি হ্যানসন।

ছয়

কৌতূহল আর রসদপত্রের প্রয়োজনীয়তা, দুটোই জেসনের স্যাবিনভিলে আসবার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কৌতূহলের কারণ ব্রাজোস এলাকার বিরোধে জড়িয়ে ফেলেছে ও নিজেকে, দেখতে

চায় হ্যানসনদের প্রতিপক্ষ কারা। ক্যারিকে যেরাতে মার্শাল রোমেলের কাছ থেকে পালাতে দিয়েছে তার চারদিন পর বিকেলে উপস্থিত হলো ও স্যাবিনভিলে।

স্যাবিনভিল এখন আর ছোটখাটো কোনও বসতি নয়। শহরে পুরোনো বাড়ির তুলনায় নতুন বাড়ির সংখ্যাই বেশি। সেগুলোর বেশিরভাগই অ্যাডোবি বা গাছের গুঁড়ির বদলে অদক্ষ হাতে তৈরি তক্তা দিয়ে বানানো। আর্মি পোস্টটা দক্ষিণে, চারকোনা একটা জায়গায় তাঁবু আর বাড়ির সমাবেশ। পতাকা উড়ছে ওখানে। এই মুহূর্তে পশ্চিম থেকে ক্যাভালরির একটা দল ঢুকছে শহরে। নদীর সামান্য ভাটিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক পাল গরু। ওয়েদারফোর্ডের রাস্তা থেকে স্যাবিনভিলে আসছে দুটো বিরাট ফ্রেইট ওয়্যাগন। শহরটা এখন আর দুপুরে ঝিমায় না, ভাবল জেসন। এই কর্মব্যস্ততার পিছনেও আছে ইয়াঙ্কি আর ইউনিয়নিস্টদের তৎপরতা।

একটা লিভারি স্টেবল খুঁজে পেয়ে ওখানে ধূসর ঘোড়া আর প্যাকহর্স রেখে শহরের ব্যবসায়িক কেন্দ্রে চলে এলো জেসন। ছয় বছর আগে যে অ্যাডোবি বাড়িটা একই সঙ্গে দোকান আর সেলুনের কাজ করত সেটায় এখন নতুন সাইনবোর্ড দেখতে পেল ও। হিউলেট অ্যান্ড কোং। ওটা ছাড়াও এখন শহরে তিনটে জেনারেল স্টোর আছে। ওটার পাশে ফলস ফ্রন্ট দেওয়া ছোট একটা বাড়িতে *স্যাম অ্যালবার্স অ্যান্ড চাক ড্যান্ডি, ডিলার্স ইন লাইভস্টক* লেখা একটা সাইনবোর্ড আছে।

জেসন আন্দাজ করল, ওয়েদারফোর্ডে যার সঙ্গে ওর বেধে গিয়েছিল সেই চাক ডান্ডি আর হ্যানসনদের প্রতিপক্ষ স্যাম অ্যালবার্স ব্যবসায়িক অংশীদার। বাড়িটার সদর দরজায় গিয়ে নবে মোচড় দিল জেসন, দরজা তালা বন্ধ। জানালা দিয়ে তাকাল। ভিতরের ঘরটা অফিসের মতো করে সাজানো, কেউ নেই।

জেনারেল স্টোর আর বাড়িটার মাঝখানের সরু গলিতে একটা খালি পিপের উপর বসে আছে এক লোক। দেয়ালে দুটো ক্রাচ ঠেস দিয়ে রেখেছে সে। বাম প্লা-টা হাঁটুর কাছ থেকে কাটা। অলস ভাবে একটা লাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকিবুকি কাটছে সে। জেসনের দিকে তাকাল লোকটা। জিজ্ঞেস করল, 'আজকের মতো অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, না?'

'তা-ই তো মনে হয়,' বলল জেসন। 'বলতে পারো স্যাম অ্যালবার্সকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'চলে আসবে। তবে ব্যবসার চেয়ে আনন্দই ওকে বেশি টানে।'

পঙ্গু লোকটার পাশে বসল জেসন, পকেট থেকে দুটো সিগার বের করে একটা এগিয়ে দিল। ম্যাচ ধরিয়ে দিতে গিয়ে দেখল লোকটা সিগারটা চিবছে চুষে খাবে বলে। নিজের সিগারটা ধরাল জেসন।

'ব্যবসার চেয়ে আনন্দই ওকে বেশি টানে? অ্যালবার্সকে আমি চিনি না, তবে তার ব্যাপারে যা শুনেছি তাতে সে তো ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আমি ব্যান্ডেরা উপত্যকার দিক থেকে এসেছি। ওখানে ঝামেলা হয়েছে। ভেবেছিলাম অ্যালবার্সের সঙ্গে কথা বললে ঝামেলাটা দূর করা যাবে। কী এমন আনন্দ এখানে আছে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে সে?'

'একটু অপেক্ষা করো, বন্ধু, নিজেই দেখতে পাবে।'

'সময়ের অভাব নেই আমার।'

'সময়ের অভাব কারোরই নেই। নাম কী তোমার?'

'জেসন মার্কাস। তোমার?'

'এডি মারফি। তুমি হ্যানসনদের চেনো? জেস বার্নেট, ড্যান র্ভক আর অন্যান্যদের?'

'চিনি। হ্যানসনরা আমার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। অন্তত তা-ই ছিল। এখন তারা লুকিয়ে আছে। তোমাদের টাউন মার্শাল

আর ক্যাভালরির একটা দল তাদের খুঁজছে। মার্শালের সঙ্গে আমার একচোট হয়ে গেছে। সে আর ক্যাভালরির ওরা এখনও ফেরেনি?'

'না। যা শুনেছি তাতে মনে হয় কয়েকজনকে বন্দি করতে পারার আগে পর্যন্ত ফিরবে না তারা। অ্যালবার্স আর মেজর হলিঙ্গার চাইছে কয়েকজনকে ধরে তাদের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবে, যাতে অন্যরা সতর্ক হয়ে যায়।' তিক্ত চেহারায় থুথু ফেলল মারফি। 'মার্শাল যদি ওদের কাউকে ধরতে পারে তা হলে নিজেদের গরু চুরি করার দায়েই তাদের জেলে ঢোকাবে। কী বুঝলে?'

'আজকাল অনেক অবাক কাণ্ডই ঘটছে।'

'এটা খুবই অবাক কাণ্ড। কিন্তু এব্যাপারে অ্যালবার্সের সঙ্গে কথা বলে যদি ঝামেলা মেটাতে চেয়ে থাকো তা হলে সময় নষ্ট করবে।'

'যুক্তি শুনবার লোক নয় সে?'

'আজকাল নিজেকে বিরাট কিছু ভাবে।'

'আর আগে?'

'আগে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল,' বলল মারফি। 'তখন কোল্ট দিয়ে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা যেত।' জেসনের কাঁধে টোকা দিল মারফি। 'ওই যে, ব্যবসার আগে ওই আনন্দই স্যাম অ্যালবার্সকে ব্যস্ত করে রাখে।'

উত্তর দিক থেকে এক অশ্বারোহী ঢুকছে শহরে। খানিকটা অবাক হলো জেসন ঘোড়সওয়ার লিজা হলিঙ্গার দেখে। চমৎকার একটা সোরেল মেয়ারে সাইড স্যাডলে বসেছে সে, পরনে রাইডিঙের উপযোগী গাঢ় সবুজ একটা পোশাক। জেনারেল স্টোরের দিকে বাঁক নেওয়ায় তাকে আর দেখতে পেল না জেসন।

মারফি বলল, 'কী বুঝলে? আর্মি পোস্টের মেজর হলিঙ্গারের বউ ও। দেখতে দারুণ, তা-ই না? ঘোড়ায় খুব

চড়ে সে। আর যখনই শহর থেকে বের হয়, অ্যালবার্স তার অফিস বন্ধ করে লিভারি স্টেবল থেকে ঘোড়াটা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। কখনও লিজা হলিঙ্গারের সামান্য আগে ফেরে সে, কখনও সামান্য পরে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে তারা গোপনে কোথাও দেখা করে, তবে...' চোখ টিপল মারফি। 'ব্যাপারটা মানুষকে ভাবায়।'

উঠে দাঁড়াল জেসন। মারফি জিজ্ঞেস করল, 'যাও কই?'

চোখ টিপল জেসনও। বলল, 'ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করে দেখব অ্যালবার্স কখন ফিরবে।'

জেসন যখন জেনারেল স্টোরের সামনে যেতে পারল লিজা হলিঙ্গার তখন মাত্র রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। দোকানের একজন ক্লার্ক এই মাত্র তার হাতে ছোট একটা প্যাকেট দিল। জেসনকে দেখে ঘোড়ায় চড়ল না মহিলা, চোখের দৃষ্টিই বলে দিল জেসনকে সে চিনতে পেরেছে।

'আবার তা হলে দেখা হলো, মিস্টার মার্কাস।'

'আনন্দটা আমার।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে এখনই যেতে হবে।'

সোরেলের চকচকে ঘাড়ে হাত রাখল জেসন, বলল, 'চমৎকার একটা ঘোড়া। ঠিক যেন তোমার উপযোগী। তবে তাড়াহুড়ো কোরো না, আমরা হয়তো পরস্পরের উপকারে আসতে পারি।'

'ঠিক কী বলছ বুঝলাম না।'

'আমি তোমাকে একটা তথ্য দেবো, তারপর তুমি আমাকে কিছু তথ্য দিতে পারো।'

ভ্রূ কুঁচকাল লিজা হলিঙ্গার।

'ওয়েদারফোর্ড ছেড়ে এদিকে এসেছে ম্যাককয়,' বলল জেসন, লিজাকে দেখছে। মেয়েটার চোখে অস্বস্তির দৃষ্টি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'আমার ধারণা খবরটা তোমার দরকার ছিল।'

'জানলাম। এবার বলো আমার কাছে কী তথ্য আশা করো তুমি।'

'আমি মিস্টার স্যাম অ্যালবার্সকে খুঁজছি,' বলল জেসন। 'একজনের কাছে শুনলাম তুমি বলতে পারবে কখন সে শহরে ফিরবে।'

তীব্র ঘৃণা নিয়ে জেসনকে দেখল লিজা হলিঙ্গার। 'তুমি যদি বলো কে তোমাকে এধরনের কথা বলেছে তা হলে আমার স্বামীকে বলে তাকে আমি চাবুক খাওয়াব।' নিজেকে দ্রুতই সামলে নিল মহিলা। 'আমি জানি না মিস্টার অ্যালবার্স কোথায় বা কখন ফিরবে, কিন্তু এটা বলতে পারি কোথায় তাকে তুমি পাবে আজ বিকেলে।'

মৃদু হাসছে জেসন, অপেক্ষা করল।

হাসল লিজাও, কিন্তু সেই হাসিতে প্রাণ নেই। চোখ থেকে ঘৃণার ভাবটা দূর হয়ে গেছে তার, এখন সেখানে খেলা করছে প্রশংসা। 'আজকে মেজর হলিঙ্গার আর আমার সঙ্গে ডিনার খাবে সে আমাদের বাড়িতে। পোস্টে চলে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে পারো তুমি। আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয়টাও হয়ে যাবে সেই সঙ্গে। সত্যি দুঃখিত যে তোমাকে ডিনারের দাওয়াত দিতে পারছি না। তবে হঠাৎ কোনও অতিথি এলে সেটাতে অসুবিধে নেই।'

'আমি তোমাকে বিব্রত করব না,' বলল জেসন। 'ডিনারের পর আসব আমি তা হলে।'

'ঠিক আছে, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিসেস হলিঙ্গার।'

রাশ ধরে সোরেলটাকে আগে বাড়াল লিজা। চাপা পড়ার আগেই বাধ্য হয়ে দ্রুত সরতে হলো জেসনকে। শহরের ভিতর দিয়ে আর্মি পোস্টের দিকে ছুটে লিজাকে যেতে দেখল জেসন। ওর মনে কয়েক রকম অনুভূতির ঝড় উঠেছে। ভাবল, জাহান্নামে যাক লিজা হলিঙ্গার। এধরনের মহিলা কাউকে কখনও সুখী করে

না। পরক্ষণেই অনুভব করল, আগে কখনও কোনও মহিলার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়নি যাকে ও এতোটা চেয়েছে।

জেসন ঠিক করল রাত আটটার সময় হলিঙ্গারদের বাড়িতে যাবে ও। ও যখন আর্মি পোস্টে গেল তখন অন্ধকার ঘনাতে শুরু করেছে। একজন সেন্ট্রি মেজর হলিঙ্গারের কোয়ার্টার ওকে দেখিয়ে দিল। পা বাড়িয়ে গাছের গুঁড়ি আর পাথর দিয়ে তৈরি বিরাট বাড়িটা দেখে জেসনের মনে হলো একজন আর্মি অফিসার হিসেবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মেজর লেন হলিঙ্গার।

একজন মেইড ওকে পার্লারে পৌঁছে দিল। সেখানে পিয়ানোর সামনে বসে আছে লিজা হলিঙ্গার। বাজাচ্ছে না সে, আলাপ করছে অত্যন্ত সুদর্শন এক লোকের সঙ্গে। এতোই অন্তরঙ্গ একটা ভাব পরস্পরের যে, ঘরে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে তারা যেন সচেতনই নয়। তৃতীয় লোকটা বেঁটেখাটো আর মোটাসোটা, পরনে আর্মির ইউনিফর্ম। ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে সে, হাতে মদের গ্লাস।

'ও, মিস্টার মার্কাস,' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল লিজা হলিঙ্গার, হাসছে।

হাতটা ধরে জেসন জানাল ওকে আসতে বলায় কৃতজ্ঞ বোধ করছে ও। খেয়াল করল লিজা হলিঙ্গারের চোখে স্পষ্ট টিটকারি। হয়তো সুদর্শন সুঠামদেহী সঙ্গীর সঙ্গে ওকে তুলনা করেই। এবার লিজা বলল, 'ইনিই মিস্টার অ্যালবার্স, যাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও তুমি। অ্যালবার্স, এ মিস্টার মার্কাস, আজ বিকেলে যে তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিল।'

অ্যালবার্সের দিকে ফিরল জেসন, হাত মিলিয়ে ভাবল, লোকটা এতোই সুদর্শন যে, মেয়েদের মাথা ঘুরে যাবে সহজেই। অ্যালবার্স ওর সমানই লম্বা, তবে আরেকটু ভরাট শরীর। বয়সও সমানই হবে। লোকটা সে শুধু সুদর্শন নয়, ব্যক্তিত্বও আছে।

হাসিটা চমৎকার। কিন্তু তার চোখ অন্য কথা বলে। জেসনের বুঝতে দেরি হলো না, আপাত ভদ্র আচরণের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এক লোক। এমন এক লোক, যাকে পছন্দ করা যায় না। যে-কোনও সময় যে-কারও মস্ত ক্ষতি করে দিতে পারে লোকটা চোখের পলক না ফেলে।

'খুশি হলাম তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, মার্কাস,' বলল সে ভরাট গলায়। 'আমিও তোমার ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করছি। মিসেস হলিঙ্গারের কাছে শুনলাম আমার সঙ্গে জরুরি কাজ আছে তোমার। ব্যান্ডেরা উপত্যকার গোলমাল নিয়ে নিশ্চয়ই কথা বলতে চাও না তুমি?'

'সেজন্যেই আমার আসা,' বলল জেসন। 'ভাবছি টেক্সান রানশার আর তোমার মধ্যে আমি মধ্যস্থতাকারী হতে পারি কি না। ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেললেই সবদিক দিয়ে ভাল।'

'এখন আর তা সম্ভব নয়,' মৃদু হাসল অ্যালবার্স। 'ব্যাপারটা আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে।'

'বলতে চাইছ ব্যাপারটা এখন মিলিটারিদের হাতে?'

নড করল স্যাম অ্যালবার্স। 'মেজর হলিঙ্গার তার ট্রুপদের নির্দেশ দিয়েছে দায়ী লোকদের ধরে আনতে। তুমি বরং এব্যাপারে তার সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারো।'

লিজা হলিঙ্গার জেসনের বাহুতে হাত রাখল। 'এসো, আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। জানি পরিচিত হতে ব্যস্ত হয়ে আছো তুমি। ওয়েদারফোর্ডে খুব কৌতূহল দেখিয়েছিলে।' হাসছে লিজা হলিঙ্গারের চোখ দুটো। 'কী যেন জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি আমাকে ওর ব্যাপারে?'

জবাবটা এড়িয়ে গেল জেসন। বুঝতে পারছে মেয়েটা তার স্বামীকে ভালবাসে না। ভালবাসে স্যাম অ্যালবার্সকে। লিজা হলিঙ্গার আর স্যাম অ্যালবার্স, দু'জনের প্রতিই কেন যেন ঘৃণা অনুভব করল জেসন।

ওকে নিয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে মেজর হলিঙ্গারের কাছে চলে গেল লিজা। পরিচয়ের পালা চুকাতে গিয়ে জেসন টের পেল মাতাল হয়ে আছে মানুষটা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলল মেজর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। মদের গ্লাসটা বাম হাতে নিল, তারপর ডান হাত বাড়িয়ে দিল জেসনের দিকে।

'মার্কাস? নামটা আমার পরিচিত ঠেকছে না। এদিকে নতুন?'

'হ্যাঁ, মেজর। ছয় বছর পর স্যাবিনভিলে এসেছি আমি।'

'বাজে জায়গা। ফিরলে কেন?'

'আমার বাড়ি কাছেই। ফিরে এসেছি নতুন করে রানশ করতে।'

'ভাল। নিজের বাড়ির তুলনা হয় না। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় যদি সারাজীবন এই টেক্সাসে আমাকে পড়ে থাকতে হয় তা হলে পাগল হয়ে যাব। নিউ ইংল্যান্ড থেকে এসেছি আমি, মার্কাস। আর...' হেঁচকি তুলল মেজর হলিঙ্গার। 'আর প্রায়ই ভাবি কেন আমি জায়গাটা ছেড়ে এলাম। একটা ড্রিঙ্ক নাও?' ছলছলে চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। 'আমাদের অতিথিকে ড্রিঙ্ক দাও, লিজ ডিয়ার।'

নিজের গ্লাসটা খালি করে লিজার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

জেসনের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'নিউ অরলিন্সের বুরবঁ আছে, দেব?'

'অসুবিধে নেই।'

স্যাম অ্যালবার্সের দিকে তাকাল লিজা হলিঙ্গার। 'তুমি, স্যাম?'

'চলবে।' জেসন আর মেজরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্যাম অ্যালবার্স। 'লেন, আমাদের অতিথি ব্যান্ডেরা উপত্যকা থেকে এসেছে। ওখানেই টেক্সান রানশাররা আমাদের সঙ্গে ঝামেলা করছে। হ্যানসনরা, সেই সঙ্গে জেস বার্নেট, ড্যান মার্ডক আর

অন্যান্যরা আমাদের জড়ো করা গরু ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জেসন মার্কাস তাদের মধ্যে নেই. কিন্তু সে চায় ওখানে ঝামেলা মিটে যাক।'

'কীভাবে মিটবে?' আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল মেজর হলিঙ্গার। 'ঝামেলা মেটাবার একটা মাত্র উপায়ই আছে, সেটা হলো সবক'জনকে ধরে জেলে ভরা।'

'ওদের অপরাধ অতোটা নয়, যদি অবশ্য ওরা অপরাধ করে থাকে,' বলল জেসন।

'ওরা আইন ভেঙেছে, মার্কাস।'

'এমন একটা আইন যে আইন বলে যে-কেউ অন্যদের গরু নিয়ে নিতে পারবে,' বলল জেসন। 'কিন্তু আইন যেহেতু আইনই, কাজেই আমি বলব সেটা ভাঙা ঠিক নয়। আবার এটাও ঠিক যে, মিলিটারি কমান্ডার ইচ্ছে করলে সাধারণ জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করে দেখতে পারে। বড় কোনও ক্ষতি করেনি ওরা। অ্যালবার্সের লোকদের কাছ থেকে গরু কেড়ে নিয়ে আবার রেঞ্জে ছেড়ে দিয়েছে। আইন ভাঙা বলতে এটুকুই। আর...'

'আইন যেহেতু ভেঙেছে তো তাদের শাস্তি পেতেই হবে,' জেসনকে থামিয়ে দিয়ে বলল মেজর। তার থলথলে মুখটা হুইস্কি আর রাগের মিশ্রণে লালচে দেখাচ্ছে। 'আমি যদি তাদের ধরে শাস্তি না দিই তা হলে কর্তব্যে অবহেলা করা হবে আমার।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল জেসন। 'আমি তোমার অবস্থান বুঝতে পারছি।'

'গুড। তা হলে আর এব্যাপারে কোনও কথা নয়।' স্ত্রীকে খুঁজল মেজরের চোখ। 'লিজ, ড্রিঙ্ক কোথায়?'

ঘরের আরেক প্রান্তের লিকার কেবিনেট খুলে ট্রেতে করে ড্রিঙ্ক নিয়ে ফিরল লিজা হলিঙ্গার, আগে ড্রিঙ্ক দিল মেজরকে, তারপর জেসনকে। বলল, 'বুঝতে পারছি আমার স্বামীর অবস্থান তোমার অনুকূলে যায়নি।'

গ্লাসে চুমুক দিল জেসন। 'মেজরের অবস্থান আমি বুঝেছি। এব্যাপারে আর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়বে না আমার।'

স্যাম অ্যালবার্সকে ড্রিঙ্ক দিল লিজা, তারপর ট্রেটা একটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চতুর্থ গ্লাসটা নিজে নিল। 'আমি ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছি, মিস্টার মার্কাস। মিলিটারি যদি একবার রানশারদের ছেড়ে দেয় তা হলে তারা আবারও টালি আইন ভাঙবে।'

'আমি ভাবছিলাম রানশারদের সঙ্গে কথা বলে এটা নিশ্চিত করব যাতে তারা আইনটা আর না ভাঙে,' বলল জেসন। 'অবশ্য তারা নিশ্চয়তা চাইবে যে তাদের গরুর দাম স্যাম অ্যালবার্স আর ডান্ডির মতো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঠিক মতো পাবে তারা। এখন অবস্থা যেমন...' কাঁধ ঝাঁকিয়ে থেমে গেল জেসন।

ওর কথা শুনতে শুনতে ভদ্রতার হাসি হাসছে এখনও অ্যালবার্স, কিন্তু তার দৃষ্টি বরফ-শীতল হয়ে গেছে। 'আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনি, মার্কাস। তুমি কি বলতে চাও আমি অসৎ ভাবে ব্যবসা করছি?'

'না, আমি তো তোমাকে ঠিক মতো চিনিই না। কিন্তু এটা জানি যে, তোমার অংশীদার অসৎ। ওয়েদারফোর্ডে গরু গণনার সময় তাকে আমি হাতে নাতে ধরেছি। চুরি করছিল সে।'

'ডান্ডি কখনও কখনও বোকার মতো কাজ করে বসে।'

'তুমি বলতে চাইছ ধরা পড়ে যাওয়াটাই তার বোকামি?'

হাসল স্যাম অ্যালবার্স, লম্বা চুমুক দিল গ্লাসে, তারপর বলল, 'আমি তোমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছি, মার্কাস। কিন্তু এটাও মনে হচ্ছে, তুমি মাঝেমধ্যে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাও। এখন কী করবে ভাবছ, তোমার উদ্দেশ্য তো পূরণ হলো না।'

'কী করব এখনও ঠিক করিনি।'

'ঠিক করোনি? কী বলো, মার্কাস। মিসেস হলিঙ্গার আমাকে বলেছে তুমি ইউনিয়ন আর্মির অফিসার ছিলে। একজন

'অফিসারের মাথায় সবসময় কোনও না কোনও পরিকল্পনা থাকা উচিত।'

'একটা পরিকল্পনা আমার আছে, অ্যালবার্স,' বলল জেসন। 'আমি ঠিক করেছি তোমার ফার্ম এখন থেকে আমার গরু আর জড়ো করতে পারবে না সেটা নিশ্চিত করব।'

'সেই সঙ্গে বোধহয় তোমার প্রাক্তন বিদ্রোহী বন্ধুদের গরুর ব্যাপারেও একই সিদ্ধান্ত নিচ্ছ?'

'ওরা আমাকে বন্ধু মনে করে না। তা ছাড়া, ওদের ব্যাপারে আমাকে মধ্যস্থতা করতেও বলেনি।'

'কিন্তু যদি বলে?'

ড্রিঙ্ক শেষ করে টেবিলের উপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল জেসন, একটা সিগার ধরিয়ে বলল, 'যদি ওরা আমার সাহায্য চায় তা হলে তা পাবে। এখনই তোমাকে একটা কথা বলে রাখা ভাল, পরে তুমি মার্শাল রোমেলের মুখে শুনবে। রোমেল মিস ক্যারি হ্যানসনকে জোর করে ধরে আনতে চেষ্টা করেছিল।' মেজরকে নিস্পৃহ লাগছে দেখতে, কিন্তু লিজা হলিঙ্গার গভীর মনোযোগে জেসন আর অ্যালবার্সের আলাপ শুনছে।

ঘরের আরেকপ্রান্তে চলে গেছে স্যাম অ্যালবার্স, দেয়ালে অলঙ্কার হিসেবে টাঙানো দুটো সেবার দেখছে। না ঘুরেই বলল, 'মার্শাল যখন জোর খাটাতে গেল তখন কী ঘটল, মার্কাস?'

'ঠিক যা ঘটার দরকার ছিল। আমি তার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে মেয়েটাকে চলে যেতে দিই।'

'মার্শাল রোমেলের মতো চতুর লোককে অস্ত্রের মুখে নিরস্ত্র করলে কী করে, মার্কাস?'

'অস্ত্রের মুখে নিরস্ত্র করিনি। তখন আমার কাছে অস্ত্র ছিল না।'

একটা সেবার নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল অ্যালবার্স। 'ওকে অপ্রস্তুত অবস্থায় নিরস্ত্র করো না?'

'আমি যখন ওকে ধরি তখন ওর হাতে অস্ত্র ছিল, অ্যালবার্স।'

সেবারটা নেড়েচেড়ে ওটার ব্যালেন্স পরীক্ষা করল অ্যালবার্স। 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। হয় তুমি একটা মিথ্যেবাদী, বন্ধু মার্কাস, নইলে অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ।'

'তোমার জন্যে বিপজ্জনক?'

'যে ব্রাজোসের গরু জড়ো করে বিক্রি করতে চাইবে তার কাছেই তুমি বিপজ্জনক,' বলল অ্যালবার্স। সেবারের ফলায় একটা আঙুল দিয়ে ধার পরীক্ষা করল সে। 'চাক ডান্ডি আর আমি আন্দাজ করছি রেঞ্জে এক লাখের ওপর বিক্রি যোগ্য গরু আছে। ওগুলোকে ডলারে রূপান্তর করো, অনেক টাকার মামলা। আমি স্বাভাবিক ভাবেই চাইব না কেউ আমাদের ব্যবসায় বাগড়া দিক।'

সিগারে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল জেসন। বুঝতে পারছে চওড়া হচ্ছে অ্যালবার্সের হাসি, সেই সঙ্গে চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠছে আরও শীতল আর নোংরা। হঠাৎ অ্যালবার্স জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ক্যাভালরির অফিসার ছিলে, মার্কাস?'

'হ্যাঁ।'

'সেবার ক্যাভালরির অস্ত্র,' বলল অ্যালবার্স। 'আমি যুদ্ধে যাইনি। আইন অনুযায়ী আমার বদলে অন্য আরেকজনকে যুদ্ধে পাঠাই। বেশি খরচ করতে হয়নি আমাকে, মাত্র ছয়শো ডলার। দুঃখজনক, তবে আমার বদলে যে যুদ্ধে গিয়েছিল সে কয়েক মাস পরেই সামনাসামনি লড়াইয়ে মারা যায়।' সেবার দিয়ে পোঁচ মারার একটা ভঙ্গি করল অ্যালবার্স। 'তবে, যা বলছিলাম, আমার অবস্থা যখন ভাল ছিল তখন ফিলাডেলফিয়ার একটা ক্লাবের সদস্য ছিলাম আমি। ওখানে ফেন্সিং শিক্ষক ছিল। তার নাম ছিল রাউল হ্যারিসন ডুপেজ। ফয়েল দিয়ে আমাদের শেখাত সে, কিন্তু তার আসল পছন্দ ছিল সেবার। হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে আমি একজন ছিলাম যে সেবার হাতে তার মোকাবিলা করার সাধ্য রাখতাম।...সেবার দিয়ে লড়াই করেছ কখনও, মার্কাস?'

'শুধু জীবন-মৃত্যুর লড়াই লড়েছি, অ্যালবার্স।'

'অতো সিরিয়াস হয়ো না, মার্কাস। আমার সঙ্গে হয়ে যাবে না কি এক হাত? শুধুই মজার খাতিরে?'

'এটা সেবার নিয়ে লড়াই করার জায়গা নয়, সময়টাও উপযুক্ত নয়।'

'অসুবিধে কী? না কি ভয় পাচ্ছ আমার সামনে নিজেকে অদক্ষ দেখাবে, তোমার সম্মান ক্ষুন্ন হবে মিসেস হলিঙ্গারের কাছে?'

সিগারে টান দিয়ে স্যাম অ্যালবার্সকে চিন্তিত চেহারায় দেখল জেসন। অ্যালবার্সের হাসিটা এখনও আন্তরিকতার ছোঁয়া মাখা, তবে খেয়াল করলে বোঝা যায় হাসিটা নকল। লোকটার চোখ দুটোর শীতল দৃষ্টি বলে দিল ওকে, সেবারের লড়াইটাকে শুধু খেলা হিসেবে নেয়নি সে। প্রয়োজনে খুন করতেও বাধবে না তার।

জেসন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ভেবে দেখেছ এখানে আমরা লড়াই করলে মিসেস হলিঙ্গারের সাজানো গোছানো ঘরটার কী অবস্থা হবে?'

'আমি ক্ষতি পূরণ করে দেব। মিসেস হলিঙ্গার তা জানে।'

'মেজরের হয়তো কোনও আপত্তি থাকতে পারে।'

হলিঙ্গারের দিকে তাকাল স্যাম অ্যালবার্স। 'কোনও আপত্তি আছে তোমার, লেন?'

আগের চেয়ে কম মাতাল মনে হলো মেজরকে দেখে। লোকটার চোখে আগ্রহের স্পষ্ট ছাপ। বেশ কিছুক্ষণ স্যাম অ্যালবার্সকে দেখল সে, তারপর তাকাল জেসনের দিকে। দু'জনকেই নিরীখ করছে তার চোখ। স্ত্রীর দিকে তাকাল। লিজা হলিঙ্গার মেয়েদের চিরন্তন রহস্যময় হাসি হাসছে।

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল মেজর। 'তবে আশা করব রক্তারক্তি হওয়ার আগেই থামবে তোমরা।'

সেবার দিয়ে মেজর হলিঙ্গারকে সেলুট করল অ্যালবার্স, তারপর ঠাট্টার ভঙ্গিতে জেসনের উদ্দেশে নড করল। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার সেবারটা নিয়ে নাও, মার্কাস।'

সিগারটা অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে সেবার খুলে নিতে হাত বাড়াল জেসন, বুঝতে পারছে পরিবেশে বিরাজ করছে হত্যার গাম্ভীর্য। চোখের কোণে স্যাম অ্যালবার্সকে দেখছে ও। সেবারের হাতল ধরে ওটা দেয়াল থেকে নামিয়ে এনেই ঝট করে মেঝেতে বসে পড়ল ও। এবং বেঁচে গেল সেকারণেই। ও সেবারের হাতল ধরতেই ওর গলা লক্ষ্য করে সজোরে পোঁচ মেরেছে স্যাম অ্যালবার্স। একটুর জন্য তার সেবার টার্গেট মিস করল।

সাত

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই পিছিয়ে গেল জেসন স্যাম অ্যালবার্সের সেবারের আওতার বাইরে থাকতে। একটুর জন্য বেঁচে যাওয়ায় বুক ধড়ফড় করছে ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওকে হত্যার চেষ্টা করেছিল অ্যালবার্স। মারা না গেলেও মারাত্মক আহত হতো ও।

সেবার হাতে দৃঢ় এবং দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে অ্যালবার্স, ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর হাসি। তার সেবারের পোঁচ ঠেকানো ছাড়া আক্রমণে যেতে পারছে না ব্যস্ত জেসন। ঘরে ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষের ঝনঝনানি। লণ্ঠনের আলোয় সেবার দুটোর ফলা চিকচিক করছে। বার বার পিছু হটতে হচ্ছে জেসনকে

সতর্ক থাকতে হচ্ছে যাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে না যায়। কোনও কোনায় আটকা পড়লে মহাবিপদে পড়ে যাবে ও। একই সঙ্গে অ্যালবার্সের আক্রমণও ঠেকাতে হচ্ছে। আসবাবপত্রে ধাক্কা খেয়ে কোনও মতে ভারসাম্য বজায় রাখল জেসন। ঠিক তখনই ওর সামনের চেয়ারটায় প্রচণ্ড আঘাত হানল অ্যালবার্সের সেবার। ওক কাঠের চেয়ারে সৃষ্টি হলো গভীর একটা ক্ষত। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল চেয়ারটা। এবার জেসনের উরু লক্ষ্য করে সেবারের পোঁচ দিল অ্যালবার্স। পিছিয়ে গেল জেসন। আঘাতটা লাগল না।

প্রকাণ্ডদেহী মানুষ হিসেবে অত্যন্ত দ্রুত নড়াচড়া করতে পারে স্যাম অ্যালবার্স। সাপের জিভ যেভাবে এদিক ওদিক নড়ে বের হয় সেভাবে সেবারের ফলা দিয়ে দ্রুত বাতাস চিরছে লোকটা। ঠাণ্ডা মাথার লোক সে, হিসেবীও; দীর্ঘ কয়েক মিনিট একটানা আক্রমণের পরও পরিশ্রমের একমাত্র চিহ্ন হিসেবে তার মুখটা সামান্য লালচে দেখাচ্ছে। অ্যালবার্সের কৌশল হচ্ছে বিদ্যুদ্গতিতে একের পর এক আঘাত হেনে শত্রুকে পাল্টা আক্রমণের সুযোগ না দেওয়া। একবারও পাল্টা আঘাত করার সুযোগ পাচ্ছে না জেসন, শুধু অ্যালবার্সের সেবারের আঘাত ঠেকাচ্ছে।

পুরো ঘর ঘুরছে ওরা, বারবার পিছু হটতে হচ্ছে জেসনকে। ফায়ারপ্লেসে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হলো ওকে। এক পা পিছিয়ে সেবার নামাল স্যাম অ্যালবার্স। দ্বিধায় ভুগল জেসন, সুযোগটা নেবে ও আক্রমণের, না লোকটার আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করবে? সময় অতি ধীরে পেরোচ্ছে। অ্যালবার্সের ঠোঁটে হাসির রেখা।

'তুমি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী নও, বন্ধু,' বলল সে। 'খুব বেশি সতর্ক তুমি।'

টিটকারিটা শুনে লাফ দিয়ে দ্রুত সামনে বাড়ল জেসন, ওর এই প্রথম আঘাতটা পুরোপুরি প্রতিরক্ষামূলক হলো না। দক্ষতার

সঙ্গে ওর আক্রমণ সামাল দিল অ্যালবার্স, জেসনের সেবারের ফলা বাড়ি খেয়ে উপরের দিকে উঠে গেল। ওটা তখনও ওর মাথার উপর বেকায়দা ভঙ্গিতে আছে, এমন সময় অ্যালবার্সের সেবার ধেয়ে এলো ওর পেট লক্ষ্য করে। ঝট করে সরে গেল জেসন, কিন্তু বিপদটা কতোটা মারাত্মক ছিল বুঝে পেটের ভিতর একটা দলা পাকানো পিণ্ড অনুভব করল ও। পিছাতে হচ্ছে ওকে। সুযোগ বুঝে সামনে বাড়ছে স্যাম অ্যালবার্স। কৌশল বদলে ফেলল সে। এবার সে জেসনকে ঘিরে ঘুরতে আরম্ভ করল। ওদের মাঝখানে একটা সোফা পড়ল। এই প্রথম অ্যালবার্সের রাগ মাত্রাছাড়া হয়ে উঠল। নিচু স্বরে গাল বকল সে, এক হাতের ধাক্কায় সোফাটাকে জেসনের গায়ের উপর ফেলে দিতে চাইল। পিছিয়ে গিয়ে পড়ন্ত সোফাটা এড়াল জেসন, অ্যালবার্সকে সোফা ডিঙিয়ে আসতে দেখে প্রথমবারের মতো পুরোপুরি আক্রমণে গেল।

জেসনের সেবারের প্রচণ্ড আঘাতটা অ্যালবার্সের বাম বাহুর উপর নামল। তবে ফলাটা চিত করে আঘাত করেছে জেসন, ফলে কাটল না হাত। ব্যথার ছাপ পড়ল অ্যালবার্সের চেহারায়, নাকমুখ কুঁচকে গেছে। মুহূর্তের জন্য কুঁজো হয়ে গেল সে। সামলে নিয়েই গাল বকতে বকতে নতুন উদ্যমে জেসনের দিকে এগোল অ্যালবার্স। আরেকবার আগুপিছু করে লড়াই শুরু করল ওরা দু'জন। আবার প্রতিরক্ষায় ফিরে যেতে হলো জেসনকে, অনুভব করল অ্যালবার্সের সবগুলো আক্রমণ ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ছে ওর জন্য। বারবার পোঁচ মারছে অ্যালবার্স। টনটন করতে শুরু করেছে জেনসের সেবার ধরা হাতের পেশি। প্রতিবার আঘাত ঠেকানোর সময় কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকি অনুভব করছে ও। সত্যিকার আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে গেল ওর ভিতর দিয়ে। বুঝতে পারছে ও যদি আত্মরক্ষার বদলে আক্রমণে যায় তা হলে যে-কোনও একজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হবে এই লড়াই। এদিকে ক্লান্ত

হয়ে পড়ছে ও। আর বেশিক্ষণ লড়তে পারবে না। আতঙ্কটা জেসনকে আরও সতর্ক করে তুলেছে। কিন্তু অ্যালবার্স রাগের মাথায় মাত্রাছাড়া বেপরোয়া হয়ে উঠল।

সতর্ক চোখে অ্যালবার্সকে দেখছে জেসন, লড়াইয়ের ফাঁকে লোকটার মস্ত একটা দুর্বলতা আবিষ্কার করে ফেলল ও। এধরনের দুর্বলতা সেবার চালনায় দক্ষ কারও মধ্যে আশা করা যায় না। কিন্তু ওই দুর্বলতার সুযোগ নিতে হলে রক্ত ঝরাতে হবে ওকে। জেসন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করল, রক্ত যখন ঝরবেই তো আমার বদলে ওর রক্তই ঝরুক। সুযোগের অপেক্ষায় থাকল জেসন।

জেসনের গলা লক্ষ্য করে পোঁচ মারল অ্যালবার্স। আঘাতটা অনেক দূর দিয়ে গেল। ভারসাম্য রক্ষা করতে এক পা সামনে বাড়তে হলো অ্যালবার্সকে। তাকে আর কোনও সুযোগ দিল না জেসন, সেবারের ডগা দিয়ে জোরাল খোঁচা মেরে বসল অ্যালবার্সের ডান হাত লক্ষ্য করে। আঘাতটা উঁচুতে, অ্যালবার্সের কাঁধে লাগল। মাংসের ভিতর পড়পড় করে ঢুকে গেল সেবারের চোখা ফলা, জেসন ফলাটা টেনে নেওয়ার আগেই হাড় স্পর্শ করল ওটা।

বিস্ময়ে আর ব্যথায় অস্ফুট চিৎকার ছাড়ল অ্যালবার্স। তার হাত থেকে সেবারটা পড়ে গেল। বাম হাতে আহত কাঁধ চেপে ধরল সে, টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কাপড়ের ভিতর থেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত নামছে তার।

কান ভোঁ ভোঁ করছে জেসনের, নিজের শ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না ও। তারপর মেজরের কণ্ঠ শুনতে পেল। 'লড়াই তা হলে থামল। এবার খুশি হয়েছ তুমি, স্যাম?'

বিড়বিড় করে গাল বকল স্যাম অ্যালবার্স।

সেবারটা দেয়ালের গায়ে আগের জায়গায় ঝুলিয়ে দিল জেসন, ওটার ফলার ডগা এখনও রক্তে লাল। টেবিলের কাছে চলে গেল ও, একটা সিগার ধরিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টানল। এখন

নিজেকে আগের চেয়ে অনেক শান্ত মনে হচ্ছে ওর। বলল, 'একটা জিনিস তোমাকে শেখানো হয়নি, অ্যালবার্স; সেবারের ফলার দু'পাশে যেমন ধার আছে, তেমনি ডগাটাও ধারাল। এখন থেকে কথাটা মনে রেখো।'

'আরেকবার লড়লে মারা পড়বে তুমি, মার্কাস,' নিচু গলায় বলল স্যাম অ্যালবার্স।

'হেরে গিয়ে রেগে গেছ?' মৃদু হাসল জেসন। 'আমি তো ভেবেছিলাম মজার জন্য লড়ছি আমরা।'

'জাহান্নামে যাও।' লিজা হলিঙ্গারের দিকে তাকাল অ্যালবার্স। 'ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। কাপড় হবে তোমার কাছে?'

তার দিকে এগিয়ে গেল লিজা হলিঙ্গার, এখন তার চোখ থেকে উত্তেজনার ছাপ বিদায় নিয়েছে। বলল, 'পরেরবার জেসন মার্কাসকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকবে আশা করি।'

মহিলার কণ্ঠে শাসনের সুর চিনতে ভুল হলো না জেসনের। লিজ হলিঙ্গারকে দেখল ও অ্যালবার্সের কোট খুলতে সাহায্য করছে। মনে মনে ভাবল, লিজা হলিঙ্গারের কথা থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, স্যাম অ্যালবার্স যখনই ওকে বিপজ্জনক মনে করেছে, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওকে খুন করবে। সুযোগ সে বেরও করে নিয়েছিল। তলোয়ারের লড়াইটাকে পরে স্রেফ দু'জন উত্তেজনা প্রিয় মানুষের খেলা বলত সে। ও আহত কিংবা নিহত হলে বলত ব্যাপারটা দুঃখজনক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর্মি কমান্ডার মেজর হলিঙ্গারের উপস্থিতিতে দুর্ঘটনা ঘটায় একবারের বদলে দু'বার অ্যালবার্সকে ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন পড়ত না। খুন করতে পারলে চিন্তার কিছু ছিল না তার। কিন্তু এবার ব্যর্থ হয়েছে লোকটা। পরেরবার?

মেজরের দিকে তাকাল ও। মেজর হলিঙ্গার তার স্ত্রীকে দেখছে। লিজা হলিঙ্গার স্যাম অ্যালবার্সের রক্তমাখা শার্ট খুলছে।

জেসন তাকিয়ে আছে টের পেয়ে ওর দিকে ফিরল মেজর, হাসল। 'আরেকটা ড্রিঙ্ক, মার্কাস?'

'না, ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে এবাড়িতে আমি অতিথির মর্যাদা হারিয়েছি।'

'মোটেই না। যে যা-ই বলুক, ব্যাপারটা ছিল সামান্য আনন্দদায়ক খেলা!'

'তবুও আমার বোধহয় চলে যাওয়া উচিত।'

'চলো, তোমাকে আমি দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেব।'

জেসন নড করে বলল, 'আমাকে দাওয়াত করার জন্য ধন্যবাদ, মিসেস হলিঙ্গার। সময়টা চমৎকার কেটেছে আমার এখানে। গুড ইভিনিং।'

হিসেবী চোখে জেসনকে দেখল লিজা হলিঙ্গার, কোনও কথা বলল না।

স্যাম অ্যালবার্স চোখে নগ্ন ঘৃণা নিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে।

মেজর হলিঙ্গারের পিছু নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জেসন। হলে এসে ওর হ্যাট এগিয়ে দিল হলিঙ্গার, দরজায় পৌঁছে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দুঃখিত, কিন্তু আমাদের বন্ধু সহজে হার মেনে নিতে পারে না, মার্কাস। নিজের দিকে খেয়াল রেখো।'

জেসন বলল, 'মিসেস হলিঙ্গারের সতর্কবাণী মনে রাখবে সে আশা করি। আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে নিজের চামড়ার ঝুঁকি নেবে না।'

'শত্রুকে ছোট করে দেখা বোকামি, মার্কাস। গুড নাইট।'

'গুড নাইট,' বলে বেরিয়ে এলো জেসন মেজর হলিঙ্গারের বাড়ি ছেড়ে। ওর মনে হলো র‍্যাটলস্নেক ভরা কোনও গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে ও। একটা সেলুনে থামল ড্রিঙ্ক নিতে, তিনটে ড্রিঙ্ক নিল ও, কিছুক্ষণ সেলুনে সময় কাটিয়ে রওনা হলো হোটেলে রুম নিতে। রাতে ভাল ঘুম হলো না ওর। বারবার মনে পড়ল

অনেকদিন আগের এক রাতের কথা। তখন গেটিসবার্গে ছিল ও। হ্যানোভারের রাস্তায় ওর ক্যাভালরি সৈন্যরা বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হয়।

সেরাতে ওর বুকে-পেটে সেবারের ক্ষতটা হয়।

স্বপ্নে দেখল ও, যে-লোকটা সেবার চালিয়েছিল, সে দেখতে ঠিক স্যাম অ্যালবার্সের মতোই ছিল।

সকালে নাস্তাটা হোটেলের ডাইনিং রুমেই সারল ও, তারপর লিভারি স্টেবলে গেল ঘোড়া আনতে। সেখান থেকে ফিরে এলো একটা জেনারেল স্টোরের সামনে। হিচর‍্যাকে ঘোড়া বেঁধে মালপত্র কিনে সোরেল মেয়ারের পিঠে চাপাল। ঠিক তখনই কর্পোরালের স্ট্রাইপ পরা এক সৈন্য এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওর সামনে।

'তুমিই কি মিস্টার জেসন মার্কাস?'

'হ্যাঁ।'

'মেজর হলিঙ্গার সালাম দিয়েছে, সার। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'তা-ই?' জেসন নিশ্চিত হতে পারল না ও মেজরের সঙ্গে দেখা করতে চায় কি না। এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, কর্পোরাল, আসছি আমি। মেজরকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'হেডকোয়ার্টারে।'

সোরেলের পিঠে মালপত্র বেঁধে ঘোড়া দুটো নিয়েই আর্মি পোস্টে গেল জেসন। প্যারেড গ্রাউন্ড পার হয়ে পৌঁছে গেল চৌকো এইচ কিউ বিল্ডিঙে। ঘোড়া থেকে নেমে ওগুলো বাঁধল ও, তারপর বিল্ডিঙে ঢুকল। ডেস্কে বসা আর্দালী ওর নাম জিজ্ঞেস করল, তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সি. ও.র অফিসে।

জেসনকে দেখে কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল মেজর লেন হলিঙ্গার। হ্যাংওভারের যন্ত্রণায় চেহারা ধসে গেছে তার।

জেসনকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেও বসল সে।

'কাল রাতে একটু বেশি উত্তেজনা হয়ে গেছে,' লজ্জিত হাসল মেজর। 'কেমন আছো, মার্কাস?'

'ভাল। তবে কৌতূহল বোধ করছি তুমি কেন ডেকেছ ভেবে।'

'সরাসরি কথা বলো তুমি। অভ্যেসটা আমি পছন্দ করি।'

'কাল রাতের পর সরাসরি কথা বলার অভ্যেসটা ঝালিয়ে নিয়েছি আমি।'

'ঠিক আছে, বলছি কেন আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি,' একটু থামল মেজর। 'যারা অ্যালবার্সের কাছ থেকে গরু সরিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে পরে মনোভাব পরিবর্তন করেছি আমি।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নরম আচরণ করা হবে, শর্ত সাপেক্ষে।'

'বলে ফেলো কী শর্ত।'

'খুব যৌক্তিক শর্ত। তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত করবে পরবর্তীতে তারা যেন টালির আইন মেনে চলে।'

ভ্রু কুঁচকে মেজরকে দেখল জেসন। লক্ষ করল লোকটা ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। ওর মন বলল এসবই আসলে শুধু আনুষ্ঠানিকতা, আসল ব্যাপার হচ্ছে নিজের ইচ্ছে পূরণ করছে মেজর হলিঙ্গার। ওর কাছ থেকে কথা আদায়ের একমাত্র কারণ নিজের বিবেককে পরিষ্কার রাখা।

নড করল জেসন। 'আমি কথা দিচ্ছি ওদের আমি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করব।'

'গুড। তা হলে ধরে নেয়া যায় সমস্যা মিটে গেল।'

তীক্ষ্ণ চোখে হলিঙ্গারকে দেখল জেসন। 'তুমি আরও কিছু বলতে চাও, মেজর।'

বিব্রত মনে হলো হলিঙ্গারকে দেখে। 'মার্কাস, আমার অন্তরের ভেতরে তাকিয়ো না।' উঠে দাঁড়াল সে, ডেস্কের সামনে পায়চারি করতে শুরু করল। মোটা বেঁটে একটা লোক, চোখের নীচে টোপলা। মুখের রং জায়গায় জায়গায় পাল্টে গেছে অতিরিক্ত মদ খাওয়ায়। জেসন যদি না জানত কাল রাতে হলিঙ্গার মাত্রারিক্ত মদ গিলেছে তা হলে মনে করত মেজর অসুস্থ। কিছুক্ষণ পায়চারি শেষে ডেস্কে জেসনের সামনে থামল সে। 'তুমি কাল রাতে কী যেন বলেছিলে তোমার গরু স্যাম অ্যালবার্সের কাছ থেকে সরিয়ে রাখবে বা এধরনের কিছু? কাজটা কীভাবে করবে তুমি?'

'এখনও ভেবে দেখিনি।'

'কিন্তু করবে সেটা নিশ্চিত ভাবে জানো?'

'নিশ্চয়ই। টালি আইনের সুযোগ নিয়ে চাক ড্যান্ডি আর স্যাম অ্যালবার্স আমাকে ফতুর করবে সেটা তো আর হতে দিতে পারি না।'

'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ স্যাম অ্যালবার্স ভয় পাচ্ছে তুমি ব্রাজোসের রানশারদের একত্র করে ওর ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারো?'

'আমি বোকা নই, মেজর। জানি আমাকে ভয় পায় বলেই কাল রাতে খুন করতে চেষ্টা করেছিল সে। অ্যালবার্স ভয় পাচ্ছে তার পরিকল্পনায় আমি বড় একটা বাধা হয়ে দাঁড়াব। ব্রাজোস এলাকার গরু বিক্রি করে ব্যবসা করা তার পক্ষে কঠিন হতে পারে আমি থাকলে।'

'ও আবার তোমাকে খুন করতে চেষ্টা করবে, মার্কাস।'

'তুমি কি আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

উঠে দাঁড়াল জেসন। 'আমার ধারণা পরস্পরকে তুমি আর আমি বুঝি, মেজর। তোমাকে নিয়ে চিন্তা করেছি আমি। কাল রাতে ভেবেছিলাম অ্যালবার্সকে তুমি সেবার লড়াইয়ের সুযোগ দিয়েছ

কারণ তাকে ঝামেলায় ফেলতে পারে এমন একটা লোককে সরিয়ে দেবার সুযোগ পাবে সে। কিন্তু আসলে তা নয়। তুমি আশা করছিলে তাকে আমি খুন করব। অ্যালবার্স তোমার বন্ধু নয়, তোমার স্ত্রীর বন্ধু। আর তুমি চাও না সে তোমার স্ত্রীর বন্ধু থাকুক।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল হলিঙ্গারের চেহারা। সে বলল, 'আমি এব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাই না।'

'এধরনের ঘটনা সরাসরি বলাই ভাল, হলিঙ্গার।'

'তুমি এখন যেতে পারো, মার্কাস।'

'এখনই যাচ্ছি না,' মৃদু হাসল জেসন। 'আমি তোমার অধীনস্থ কোনও সৈনিক নই। আমাকে তুমি নিজের খেয়াল খুশি মতো কোনও কাজে পাঠিয়ে পরে ফেরত নেবে তা সম্ভব নয়। বাজে একটা ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চাইছ তুমি, কাজেই সমস্ত ঘাইঘাপলা আমার জানা থাকতে হবে।'

'আর কিছু তোমাকে বলার নেই আমার।'

'তা হলে আমার কথা শোনো।'

নিচু গলায় গাল বকল মেজর হলিঙ্গার। 'স্যাম অ্যালবার্স ঠিকই বলেছিল, বিপজ্জনক লোক তুমি, জেসন মার্কাস। কী বলেছি ভুলে যাও।'

'তা হয় না, মেজর। তুমি আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছ। মুখে বেশি কথা বলোনি, তবুও ওটা প্রস্তাব। আমি প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছি। তুমি সৈনিকদের ডেকে নেবে, আমি রানশারদের সামলাব। বদলে টালির আইন যা-ই বলুক, অ্যালবার্স বা তার মতো লোকদের হাত থেকে নিজের গরু সামলে রাখার অধিকার পাব আমি। যখন আমি অ্যালবার্সের পরিকল্পনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করব, সে চাইবে আমাকে খুন করতে। সেক্ষেত্রে হয় সে আমাকে খুন করবে, অথবা আমি তাকে খুন করব। আর তুমি চাও খুনটা আমিই যাতে করতে পারি।'

চেয়ারে বসে দু'হাতে কপাল টিপে ধরল মেজর লেন হলিঙ্গার।

জেসনের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'ঠিক আছে, যা বললে আসলে ব্যাপারটা তেমনই। আমার অন্তর পড়ে ফেলেছ তুমি।'

লোকটার জন্য দুঃখই বোধ করল জেসন। 'আমি অ্যালবার্সকে খুন করি তা চাওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ আছে তোমার?'

'কারণটা তুমি জানো।'

আসলেই জানে জেসন। রাগে উন্মত্ত একজন স্বামীর মতো স্ত্রীর প্রেমিককে খুন করতে পারে মেজর হলিঙ্গার, সীমান্তের আইন অনুযায়ী আদালতে সম্ভবত কোনও মামলাও হবে না তাতে, কিন্তু লিজার কথা ভাবছে লোকটা। পরিস্থিতি এমনই যে, অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে ভাগাভাগি করতে হচ্ছে তাকে। তার হাতে যদি স্যাম অ্যালবার্স মারা যায় তা হলে লিজাকেও হারাতে হবে তাকে। সেই ভয়ই পাচ্ছে মেজর হলিঙ্গার। লিজার চরিত্র সম্বন্ধে জানে সে, জানে সে অ্যালবার্সকে খুন করলে তাকে ফেলে চলে যাবে লিজা। কিন্তু অ্যালবার্স যদি আর কারও হাতে মারা যায় তা হলে লিজা তার স্বামীকে দোষ দিতে পারবে না। কাজেই, মনে মনে ভাবল জেসন, ওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্যাম অ্যালবার্সের মুখোমুখি হওয়ার। মেজর হলিঙ্গারের কথা ভেবে করুণা অনুভব করল জেসন। লোকটা জানে না, স্যাম অ্যালবার্স যদি মারাও যায়, লিজার অন্তর পাবে না সে, লিজা ঠিকই নতুন করে তার পছন্দের পুরুষ বেছে নেবে।

জেসন বলল, 'আরেকটা ব্যাপার, মেজর। আমি কিন্তু অস্ত্র হাতে স্যাম অ্যালবার্সকে খুঁজতে যাব না।'

'আমি কি তা-ই বলেছি?'

'না, বলোনি। তবে তোমার জেনে রাখা দরকার।'

'সব ব্যাপারই তুমি পরিষ্কার জানিয়েছ,' বলল মেজর, এখনও চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। 'এবার কি তুমি যাবে?'

'যাচ্ছি।' অফিসটা থেকে বেরিয়ে এলো জেসন।

আট

এইচ কিউ বিল্ডিং থেকে বের হয়ে ছোট একটা ক্যাভালরি দল পোস্টে ফিরছে দেখল জেসন। সূর্যের আলোয় চোখ কুঁচকে ও লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলিকে চিনতে পারল। তার ঠিক পিছনেই আছে স্যাবিনভিলের মার্শাল রোমেল। তার পাশে আরেকজন বেসামরিক লোককে দেখা গেল। কাছে আসতে তাকে চিনতে পারল জেসন। ছেলেটা ক্যারির ছোট ভাই তরুণ রিকি হ্যানসন।

ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল জেসন। পোস্টে ঢুকে সামরিক কায়দায় সৈন্যদের ছুটি দেওয়া হলো। লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলি দৃঢ় পায়ে এগোল হেডকোয়ার্টারের দিকে। তার পিছনেই আছে মার্শাল রোমেল আর রিকি হ্যানসন। ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে জেসনকে পাশ কাটাল লেফটেন্যান্ট, কিন্তু মার্শাল তাকাল চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে। থামতে হলো তাকে। রিকি হ্যানসন কথা বলতে থেমেছে।

রিকি হাসবার চেষ্টা করল, বলল, 'জেসন, আমার ভাই-বোনদের জানিয়ো ওরা আমাকে গ্রেফতার করেছে।'

'ঠিক আছে, রিকি।'

'গতরাতে ঘুমের মধ্যে আমাকে ধরে ওরা, তারপর...'

'চলে এসো, ছোকরা,' তার কনুই ধরে টান দিল মার্শাল। 'অনেকদিন জেলে থাকতে হবে তোমাকে। কয়েদীদের সঙ্গে গল্প কোরো বরং।'

বিল্ডিঙের ভিতর রিকিকে ধরে নিয়ে গেল সে। খানিকক্ষণ ভাবল জেসন, তারপর অনুসরণ করল দু'জনকে। মেজর হলিঙ্গারের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো রিকিকে। লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলি শুকনো গলায় তার রিপোর্ট পেশ করছে। ঘুরে তাকিয়ে জেসনকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখল মার্শাল রোমেল, লেফটেন্যান্ট তার কথা শেষ করবার আগে পর্যন্ত চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'মেজর, লেফটেন্যান্টের বক্তব্যের পরও আমার কিছু কথা আছে। এই লোক...' জেসনকে দেখাল সে। 'এ আমার কাছ থেকে জোর করে এক অপরাধীকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়।'

'এক মহিলাকে, ঠিক?'

'হ্যাঁ। মেয়েটা ছিল হ্যানসনদের একজন, মেজর।'

হলিঙ্গার একটা সিগার ধরাল। চেহারা দেখে বোঝা গেল সিগারের ধোঁয়ার স্বাদটা আজ সকালে ভাল লাগছে না তার। রিকি হ্যানসনের দিকে তাকাল সে। ভীত দেখাচ্ছে ছেলেটাকে। হলিঙ্গার টিটকারির সুরে বলল, 'আমি খুবই খুশি হয়েছি। সৈনিকরা ভাল কাজ দেখিয়েছে। এক মেয়েকে গ্রেফতার করেছিল সবাই মিলে, পালিয়েছে সে। একটা বাচ্চা ছেলেকে ধরে এনেছে সবাই তার বদলে।'

নির্বিকার চেহারায় টিটকারিটা হজম করল লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলি।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল মার্শাল রোমেল। এখন তাকে অগোছাল লাগছে দেখতে। গোঁফটা ঝুলে পড়েছে, তার শৌখিন ইন্ডিয়ান জ্যাকেটে লেপ্টে লেগে আছে ঘাম মেশানো ধুলো। তিক্ত গলায় সে বলল, 'আমাদের কপাল ভাল এই একজন হ্যানসনকে আমরা ধরে আনতে পেরেছি। ম্যাকেনলির হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল ও আউটল ধরতে যায়নি, গেছে স্কাউটিং করতে। ও যদি আমার কথা শুনত তা হলে পরিস্থিতি এখন অন্যরকম হতো। আমি চেয়েছিলাম এই ছোকরার মুখ থেকে বের করব ওর

বন্ধুবান্ধবরা কোথায় আছে, কিন্তু তা করতে দিতে রাজি হয়নি ম্যাকেনলি।'

ম্যাকেনলি বলল, 'ছেলেটাকে অত্যাচার করতে চাইলে আমি বরং ইন্ডিয়ানদের হাতে তুলে দিতাম, সেটা তোমাকে আমি বলেছি, রোমেল।'

ঝগড়া লেগে যাচ্ছে দু'জনের, বুঝতে পারছে জেসন। এসবে অংশ নেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। জেসন বলল, 'ছেলেটাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, মেজর।'

'কচু নিয়ে যাচ্ছ!' ঝট করে ওর দিকে ঘুরল মার্শাল।

'ও আমার সঙ্গে যাচ্ছে,' জোর দিয়ে বলল জেসন। মেজরের দিকে তাকাল। 'তোমার কোনও আপত্তি আছে, মেজর?'

বিরক্তি নিয়ে হাতে ধরা সিগারটার দিকে তাকিয়ে আছে মেজর হলিঙ্গার, চোখ সরিয়ে বলল, 'না, কোনও আপত্তি নেই, ওকে তুমি নিয়ে যেতে পারো।'

দরজার কাছে সরে গেল মার্শাল, তার হাত অস্ত্রের বাঁট ছুঁয়ে থাকল। বলল, 'ব্যাখ্যা চাই আমি। পাছায় ফোস্কা পড়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে আমাকে ক্যাভালরির সঙ্গে। অনেক কষ্টে একজনকে বন্দি করে নিয়ে এসেছি। এখন তাকে তুমি ছেড়ে দিচ্ছ, মেজর। হচ্ছে কী এখানে?'

জেসন বলল, 'মেজর ব্যান্ডেরা উপত্যকার ক্যাটলম্যানদের ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেয়া হচ্ছে। তোমাকে মেজরের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে, মার্শাল।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' বলল মার্শাল রোমেল। অস্ত্র থেকে হাত সরছে না তার। 'স্যাম অ্যালবার্সও এসব পছন্দ করবে না।'

জেসন বলল, 'অস্ত্রটা তুমি বের করো, মার্শাল, ওটা আমি নলসুদ্ধ তোমার গলায় পুরে দেব।' দৃঢ় পায়ে দরজার দিকে

এগিয়ে গেল ও, কাঁধের ধাক্কায় মার্শালকে সরিয়ে দরজা খুলল। 'চলে এসো, রিকি।' তরুণ কাউবয়কে নিয়ে অফিসটা থেকে বেরিয়ে এলো ও।

ওদের পিছনে ঝগড়া লেগে গেছে মেজর হলিঙ্গার আর মার্শাল রোমেলের। একবারও ওরা লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলির গলা শুনতে পেল না।

আস্তাবল থেকে রিকির পিন্টো সংগ্রহ করল ওরা, পোস্ট থেকে বেরিয়ে শহর পেরিয়ে খোলা জমির দিকে এগোল।

বারবার জেসনের দিকে তাকাচ্ছে রিকি, ওর লাল লাল ফুটকি ভরা চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'জানি না কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব, জেসন।'

'দিতে হবে না।'

'ভুলতে পারছি না আরেকটু হলেই ওরা আমাকে জেলে পুরত।'

'আগে হোক পরে হোক তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো ওরা।'

'তার আগে অনেক দিন থাকতে হতো ওখানে,' বলল রিকি। 'ওহ্, যেভাবে তুমি মার্শালের সঙ্গে কথা বললে! আমি তো ভেবেছিলাম ও ওর অস্ত্র বের করে তোমাকে গুলি করে বসতে পারে।'

হাসল জেসন। 'মার্শাল রোমেলের মতো লোকদের সঙ্গে যতো কঠোর আচরণ করবে ততোই সুফল পাবে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে যা বলছ তা তুমি করবে। ধন্যবাদ দিতে হলে মেজর হলিঙ্গারকে দাও। সে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল বলেই ওখানে ছিলাম আমি। আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছে সে, সেই অনুযায়ী তোমাকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে নিজের অবস্থানে ঠিক থেকেছে। সে না চাইলে তোমাকে ওখান থেকে বের করে আনতে পারতাম না আমি।'

'আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'ঋণটা ইচ্ছে করলে তুমি শোধ করে দিতে পারো।'

'নিশ্চয়ই! কী করতে হবে আমাকে?'

'আমাকেও মেজর হলিঙ্গারকে দেয়া কথা রাখতে হবে,' বলল জেসন। 'আমি তাকে কথা দিয়েছি উপত্যকার রানশারদের বুঝিয়ে বলব যাতে তারা টালি আইন না ভাঙে আর। ওরা যদি কথা শোনে তা হলে মেজর তার সৈন্যদের ওই এলাকা থেকে দূরে রাখবে, লুকিয়ে থাকতে হবে না আর কাউকে।'

'তুমি চাও আমি তোমাকে ওদের হাইডআউটে নিয়ে যাই?'

'হয় তা, অথবা ওরা আমার সঙ্গে অন্য কোথাও দেখা করতে পারে।'

দ্বিধার ছাপ পড়ল রিকি হ্যানসনের চেহারায়। 'জানি না ওরা রাজি হবে কি না। সবাই ওরা তোমার ওপর খেপে আছে। বোধহয় কেউ তোমার কাছে আসবে না।'

'তা হলে তুমি আমাকে ওদের কাছে নিয়ে যাচ্ছ?'

'ঠিক আছে, বলছ যখন,' আমতা আমতা করে বলল রিকি।

স্যাবিনভিল থেকে কয়েক মাইল সরে আসবার পর পুবে এক রাইডারকে দেখতে পেল ওরা। সে-ও জেসনের মতোই সঙ্গে প্যাক হর্স রেখেছে। লোকটাকে পাশ কাটাত ওরা, কিন্তু ওদের দেখে সে একটা মেসকিট ঝোপের দিকে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, সরে যাচ্ছে পথ থেকে। তবে সে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার আগেই তাকে চিনতে পারল জেসন। লোকটা বন্দুকবাজ ম্যাককয়।

রিকি ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছে। তিক্ত চেহারায় বলল, 'ওই লোকই চার্লি হজেসকে খুন করেছে!' জেসনের স্যাডল বুটের দিকে হাত বাড়াল সে রাইফেলটা নিতে।

তার হাতের উপর হাত রেখে বাধা দিল জেসন। 'না, রিকি ওর পিছনে ঝোপের ভেতর ঢুকছ না তুমি। দ্বিতীয়বার ওকে

দেখতে পাবার আগেই তোমাকে ফেলে দেবে ও। কী বলছিলে চার্লি হজেসের ব্যাপারে? ওই লোক হজেসকে খুন করেছে?'

'হ্যাঁ। শপথ করে বলতে পারি এ-ই সেই লোক।'

'ম্যাককয়?'

'ওর নাম কি ম্যাককয়?'

'হ্যাঁ। ওর নামই যখন জানো না তো সে-ই হজেসকে খুন করেছে নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'হজেসের ছেলে সাক্ষী।' মেসকিটের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না রিকি। 'ও খুনির বর্ণনা দিয়েছে। সেই বর্ণনা এর সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। ওর ঘোড়ার বর্ণনাও। চলো, জেসন, ওকে খুঁজে বের করি।'

মাথা নাড়ল জেসন। 'ঝোপের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। কোনও সুযোগই পাব না আমরা, তার আগেই খুন হয়ে যাব। এগিয়ে চলো, হাতে আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে।'

অনিচ্ছুক চেহারায় জেসনের পাশে ঘোড়া ছোটাল তরুণ রিকি।

চার্লি হজেসের খুনের ব্যাপারটা জেসনকে খুলে বলল ও। গত মাসে হয়েছে খুনটা। হজেসের সঙ্গে চাক ড্যান্ডি আর স্যাম অ্যালবার্সের বিরোধ চলছিল, তখন। অস্ত্রের মুখে বহিরাগত ভাড়াটে কাউবয়দের কাছ থেকে নিজের গরুগুলোকে কেড়ে নেয় হজেস, ওগুলো ছেড়ে দেয়। কাউবয়দের খেদিয়ে দেওয়ার সময় হুমকি দেয়, আবার যদি ওদের তার গরু ধরতে দেখতে পায় তা হলে সে অ্যালবার্স আর ড্যান্ডির মুখোমুখি হবে অস্ত্র হাতে। এই ঘটনার পর নিজের লোকদের নিয়ে রেঞ্জে আসে স্যাম অ্যালবার্স। তার সঙ্গে হজেসের তর্ক হয়। অ্যালবার্স বারবার বলছিল গরু সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আইনগত অধিকার আছে তার। হজেস তাকে চোর বলে অপমান করে। এই পর্যায়ে অ্যালবার্সের এক লোক চলে যায় হজেসের পিছনে, একবারও সতর্ক না করে পর

পর তিনটে গুলি করে সে রানশারের পিঠে। হজেসের তেরো বছরের ছেলের সামনেই ঘটেছে এসব। তারপর ছেলেটা পালাতে বাধ্য হয়। তাকে লক্ষ্য করেও গুলি ছুঁড়ছিল গানম্যান।

ব্রাজোসের রানশারদের কাছে হত্যাকারীর বর্ণনা দিয়েছে ছেলেটা। তারা লোকটাকে অনেক খুঁজেও পায়নি। স্যাম অ্যালবার্সের কাজ ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় খুনি।

'কিন্তু আমি নিশ্চিত ওই লোকটাই সেই খুনি,' কথা শেষে বলল রিকি।

'ভুল করছ ভাবছি না আমি,' বলল জেসন। 'তবে লোকটা আশেপাশেই থাকবে। সবাইকে জানিয়ো, তারা হয়তো ওকে ধরে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারবে।'

এখন জেসন লিজা হলিঙ্গারের সেই সন্ধ্যায় হোটেল ঘরে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারছে। স্যাম অ্যালবার্স ম্যাককয়ের কাছে তার খুন করবার পারিশ্রমিক দিতে পাঠিয়েছিল লিজা হলিঙ্গারকে। অথবা এমনও হতে পারে, ম্যাককয় দ্বিতীয়বার টাকা চেয়েছিল। কারণ খুনের পরপরই তাকে টাকা দেওয়া হয়েছে সেটাই স্বাভাবিক। ম্যাককয় সম্ভবত চুক্তি যা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি টাকা আদায় করতে চাইছে অ্যালবার্সের কাছ থেকে। ব্ল্যাকমেইলিং করতেই এখন স্যাবিনভিলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে লোকটা। লিজা হলিঙ্গারের কাছ থেকে দুশো ডলার পেয়ে যে তার মন ভরেনি সেটা জেসন নিজের চোখে দেখেছে।

জেসন আন্দাজ করল, ম্যাককয় অ্যালবার্সের কাছ থেকে আরও মোটা অংকের টাকা খসাতে পারবে ভাবছে। এর একটা কারণ হতে পারে, অ্যালবার্স কাউকে জানতে দিতে চায় না সে চার্লি হজেসকে খুন করতে খুনি ভাড়া করেছিল। অন্তত মেজর হলিঙ্গার জানুক তা সে কিছুতেই চাইতে পারে না। ম্যাককয়ের মুখ বন্ধ রাখতে হলে এখন তাকে পয়সা ছাড়তে হবে, নইলে ম্যাককয় মেজরকে বলে দেবে রেঞ্জে কী কুকীর্তি করছে অ্যালবার্স। জেসন বুঝতে পারছে, অ্যালবার্সকে ও যতোটা চিনেছে তাতে সোনা-রুপোর বদলে তপ্ত সীসা দিয়ে ম্যাককয়ের চাহিদা মেটাবে সে।

মিসেস হলিঙ্গারের কথা ভাবল জেসন। সে কেন দুশো ডলার দিতে ওয়েদারফোর্ডে গিয়েছিল? লিজা সম্ভবত অ্যালবার্সের প্রেমে এতোই হাবুডুবু খাচ্ছে যে, তার হয়ে ঝুঁকি নিয়ে বাজে লোকদের সঙ্গে লেনদেনেও আপত্তি নেই লিজার। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। লিজা হলিঙ্গারের যদি ভাল না লাগত তা হলে সে পুরুষদের গোপন লেনদেনে নিজেকে জড়াত না। ওয়েদারফোর্ডে তার উপস্থিতি ছিল প্রাঞ্জল, মনে পড়ল জেসনের। ওখানে সময়টা উপভোগ করছিল সে। সুতরাং নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অ্যালবার্সের স্বার্থ রক্ষার জন্যই শুধু যায়নি সে, সে যেমন স্বেচ্ছায় অ্যালবার্সের রক্ষিতা হয়েছে, তেমনি স্বইচ্ছাতেই ওয়েদারফোর্ডে গেছে।

ম্যাককয়ের ব্যাপারে রিকির সঙ্গে কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও লিজা হলিঙ্গারের চিন্তা জেসনের মাথা থেকে দূর হলো না। বিচলিত বোধ করল জেসন। মহিলাকে ভুলতে পারছে না ও। নিজেকে বলল, লিজা হলিঙ্গার আসলে বাজারে মেয়েদের চেয়ে কোনও অংশে ভাল নয়, কিন্তু এটাও ঠিক নিউ অরলিন্সে ও দেখেছে এধরনের মেয়েদের প্রতি অনেক পুরুষই আকর্ষণ বোধ করে। এখন ওর মনে হলো, ও-ও অন্যান্য পুরুষদের চেয়ে কোনও অংশে আলাদা নয়।

লিজা হলিঙ্গারই ওর এই গভীর উপলব্ধির কারণ, সেটা স্বীকার করতে হলো ওকে।

সে-রাতে কিছু পাথরের মাঝখানে একটা ঝর্নার ধারে ক্যাম্প করল ওরা. ভোরে সূর্য উঠতে রওনা হলো আবার। উত্তর-পশ্চিমে চলেছে. দু'জন, মাঝ সকালে গাঢ় সবুজ ঘাসে ছাওয়া ব্যান্ডেরা উপত্যকায় প্রবেশ করল. মাইক গ্রিয়ারের শূন্য রানশ হাউস পাশ

কাটিয়ে এগিয়ে চলল। কয়েক মাইল যাওয়ার পর পড়ল উইল অ্যাটকিন্সের পরিত্যক্ত র‍্যানশ হাউস। আরও যেসব র‍্যানশ হাউস ওরা পাশ কাটাল প্রত্যেকটাই সদ্য পরিত্যক্ত। দুপুরের পর হ্যানসনদের র‍্যানশ হাউসে পৌঁছল ওরা। কেউ ফিরেছে কি না দেখতে ওখানে থামল রিকি, তারপর কেউ নেই দেখে আবার উত্তরে রওনা হয়ে গেল দু'জন। জেসনের র‍্যানশ হাউসে পৌঁছে ওকে মাল-পত্র নামাতে সাহায্য করল রিকি, ঘোড়াগুলোকে দলাইমলাই করে খাবার আর পানি দিল।

বাড়ি ফিরবার সময় জেসন খেয়াল করেছে, ওর বার্নের পাশ থেকে চলে গেছে হ্যানসনদের ওয়্যাগন। কেবিনে ঢুকে দেখল, ওয়্যাগনে করে নিয়ে আসা সাপ্লাই আর রান্নার সরঞ্জামও গায়েব হয়ে গেছে। তার মানে সঙ্গে আর কাউকে নিয়ে ফিরে এসেছিল ক্যারি, তারপর জিনিসপত্র নিয়ে গোপন আস্তানায় চলে গেছে।

আজ বিকেলে রান্নাটা জেসনই করল। খাওয়া শেষে ও জিজ্ঞেস করল, 'রিকি, হাইডআউট কতো দূরে?'

'দশ-বারো মাইল হবে,' জবাব দিল রিকি।

'অন্ধকার নামতে আরও দেরি আছে,' বলল জেসন। 'চলো, রওনা হয়ে যাই।'

'কিন্তু...'

'তুমি চাও না আমি ওখানে যাই?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিকি। 'ব্যাপারটা এমন নয় যে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, জেসন। আসলে আমি অন্যদের কথা ভাবছি। তারা হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। তোমার ওপর ক্ষেপে আছে সবাই।'

'তুমি আমাকে না নিয়ে যেতে চাইলেও আমি জায়গাটা খুঁজে নিতে পারব। আমি ক্যাভালরির সৈন্যদের নিয়ে গদাইলস্করি চালে স্কাউটিং করব না।'

'খুঁজে পাবে জানি।'

'তুমি পথ দেখালে খানিকটা সময় বাঁচবে আমার,' বলল জেসন। 'কাজেই ভেবে দেখো, তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ কি না। হয় আজ তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে, নইলে কাল ওখানে হাজির হবো আমি।'

'আমিই পথ দেখাব,' ইতস্তত করে বলল রিকি।

'তা হলে এসো, রওনা হয়ে যাই।'

ঘোড়ার সাজ পরিয়ে উপত্যকার পশ্চিম দিক বরাবর চলল ওরা, একটু পরেই ব্যারেল ক্রিকে জেস বার্নেটের হেডকোয়ার্টার পার হলো। ওরা যখন রুক্ষ পাথুরে এলাকায় পৌঁছল তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনাতে শুরু করেছে। রিকির দেখাদেখি দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোল জেসন, বুঝতে পারছে, কুয়েব্র্যাডো নামের পাহাড়ী এলাকার দিকে চলেছে ওরা। চারপাশে ফাটল ধরা শক্ত জমি, ঘোড়ার খুরের ছাপ পড়ছে না। এখানে ওখানে পড়ে আছে বড় বড় পাথরখণ্ড। জমিতে ঘাস নেই বললেই চলে। ছাড়া-ছাড়া ভাবে জন্মেছে অ্যাসপেন, পাইন আর সিডার। এক ঘণ্টা এক নাগাড়ে পথ চলল ওরা, তারপর একটা ব্লাফের পাশের গিরিখাদ ধরে ভিতরে ঢুকল। কয়েকবার বাঁক নেওয়ার পর সামনে দূরে ক্যাম্পফায়ার চোখে পড়ল জেসনের।

আগুনটার দিকে এগোল ওরা। কিছুদূর যাওয়ার পরেই অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর চ্যালেঞ্জ করল ওদের। 'কে তোমরা! নাম বলো।'

'আমি রিকি, প্যাট,' সাড়া দিল তরুণ কাউবয়।

কয়েকটা বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো প্যাট হ্যানসন। বাহুর ভাঁজে একটা রাইফেল ফেলে রেখেছে সে। অন্ধকারে আবছা দেখাচ্ছে যুবকের আকৃতি। 'তোমার সঙ্গে কে, রিকি?'

'জেসন মার্কাস।'

'কী!'

'ও সবার সঙ্গে কথা বলতে চায়,' বলল রিকি, অস্বস্তি বোধ করায় গলা সামান্য কাঁপছে ওর। 'আমাকে বলল আমি না নিয়ে এলে একাই আসবে ও, কাজেই ওকে নিয়ে এসেছি আমি।'

এগিয়ে এলো প্যাট হ্যানসন। 'কী ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাও, মার্কাস?'

'এই জায়গা ছেড়ে তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে সে-ব্যাপারে।'

'যাতে সৈন্যরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে?'

'ওরা আপাতত তোমাদের ধরবে না ঠিক করেছে। বিশ্বাস না হলে রিকির মুখে শুনতে পারো।'

ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল প্যাট। 'কী ব্যাপার, রিকি?'

'সৈনিক আর মার্শাল রোমেল আমাকে ধরে ফেলেছিল,' বলল রিকি। 'আমাকে স্যাবিনভিলে নিয়ে যায়। ওখানে মেজরের সঙ্গে কথা বলে আমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে জেসন।'

কথাটা চিন্তা করে দেখল প্যাট হ্যানসন, এক গালে তামাক চিবাচ্ছে। তামাকের বাদামী রস থু-থু করে ফেলল সে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, মার্কাস, আসো। কী বলার আছে সবার সামনে বলো।'

কুয়েব্র্যাডোর ভিতরে বিরাট ক্যাম্প করেছে বেশ কয়েকজন রানশার। আরও এগিয়ে জেসন দেখতে পেল, আসলে ছাড়া-ছাড়া ভাবে পাথুরে জমিতে আস্তানা গেড়েছে সবাই। পুরুষদের সংখ্যা চল্লিশজনেরও বেশি, তাদের মধ্যে দশ-বারোজন পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছে এখানে। অনেকেই বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেসন যে আগুনটা দেখেছিল সেটা প্যাট হ্যানসন আর ক্যারির ক্যাম্পের। আগুনের ধারে বসে রয়েছে মেয়েটা। তার পাশে বসে আছে জেস বার্নেট। আগন্তুকদের দেখে এসে হাজির হলো ড্যান মার্ডক এবং আরও ছয়-সাতজন রানশার। জেসনের দিকে তারা যে-দৃষ্টিতে তাকাল সেটা বিদ্বেষের দৃষ্টি।

আগুনটা ঘিরে জড়ো হলো সবাই। প্যাট হ্যানসন আগুনে

আরও কিছু কাঠ দিয়ে বলল, 'জেসন মার্কাস কিছু কথা বলার জন্যে এসেছে।'

জেস বার্নেট উঠে দাঁড়াল। 'ওর কথা কে শুনতে চায়!' তিক্ত স্বরে বলল সে। রিকির দিকে কড়া চোখে তাকাল। 'কী ব্যাপার, রিকি, ওকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন?'

'ওকে না নিয়ে এসে কোনও উপায় ছিল না আমার,' বলল রিকি। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে এখন অস্বস্তিটা কাটিয়ে উঠেছে সে। 'যদি পারতাম তা হলে ওকে আনতাম না। আর ও নিজের জন্যে আসেনি, আমাদের জন্যে কিছু করতে এসেছে।'

জেস বার্নেট নিচু স্বরে কাকে উদ্দেশ্য করে যেন গাল বকল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, এসেই যখন পড়েছে তখন শোনা যাক ওর কথা। কথা শেষ করে বিদায় হয়ে যেতে পারে ও, আমরা তাতে খুশিই হবো।'

একটা সিগার বের করে ঠোঁটে ঝোলাল জেসন, ম্যাচ বের করবার ফাঁকে কৌতূহল নিয়ে ওর একসময়ের বন্ধু জেস বার্নেটকে দেখল। আবার ক্যারির পাশে বসে পড়েছে বার্নেট, চেহারায় রাগ আর ঘৃণার স্পষ্ট ছাপ। জেসন অনুভব করল, ও যুদ্ধে বিপক্ষে ছিল বলে ওকে শুধু অপছন্দ করে না বার্নেট, রীতিমতো তীব্র ঘৃণা করে ওকে। ক্যারির চেহারা দেখে মনে হলো ব্যাপারটা সে-ও বুঝতে পেরেছে। বার্নেটের বাহুতে হাত রাখল ক্যারি, যেন বার্নেটের অনুভূতিগুলো সামাল দিতে সাহায্য করছে। হাতটা ঝাড়া দিয়ে ক্যারির হাত সরিয়ে দিল বার্নেট।

সিগারটা ধরিয়ে জেসন বলল, 'সংক্ষেপে বলছি আমি। মেজর হলিঙ্গার আমাকে বলেছে যাতে তোমাদের আমি বোঝাই। তোমরা যদি টালির আইন মেনে চলো, আর কখনও কারও জড়ো করা গরু কেড়ে না নাও, তা হলে স্যাম অ্যালবার্সের কাছ থেকে তোমরা একবার গরু সরিয়ে নিয়ে গেছ সেটা মেজর হলিঙ্গার এবারের মতো ভুলে যাবে।'

ড্যান মার্ডক জিজ্ঞেস করল, 'এর মধ্যে কোনও কূট কৌশল নেই তা আমরা জানব কী করে?'

'রিকিকে সৈনিকরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল,' বলল জেসন। 'ওকে মেজর ছেড়ে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় মেজর যা বলেছে তা করবে।'

'তা হলে আমরা আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে পারি,' বলল প্যাট হ্যানসন। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে বোবা-কালার মতো দেখতে হবে স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি আমাদের সবার গরু নিয়ে যাচ্ছে। তুমি যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছ মার্কাস, তার মানে দাঁড়ায়, একবার অ্যালবার্সের লোকদের কাছ থেকে গরু খেদিয়ে নেয়ার ফলে যে অন্যায় আইন আমরা ভেঙেছি, সেই আইন ভাঙার অপরাধটা ক্ষমা করা হবে। কিন্তু সেটা শুধু এই একবারই। তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারছি না, মার্কাস।'

'তারপরও এখানে এই কুয়েব্র্যাডোতে বন্দি হয়ে থাকার চেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারাটা তোমাদের জন্যে ভাল হবে,' বলল জেসন। 'আমি তোমাদের দিকটাও বুঝতে পারছি, প্যাট। তোমার সঙ্গে তর্কে যাব না আমি। মেজর হলিঙ্গার আমাকে বলেছিল তোমাদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে, সে-দায়িত্বটা শুধু পালন করলাম আমি।'

'তা করেছ,' বলল জেস বার্নেট। 'এবার তুমি বিদায় হতে পারো।'

সিগারে টান দিয়ে উপস্থিত রানশারদের দেখল জেসন। প্রত্যেকের চেহারা বলছে, ও এখান থেকে চলে গেলে খুশি হবে তারা। লোকগুলোর জন্য দুঃখিত বোধ করল জেসন। বুঝতে পারছে, ওর চলে যাওয়াই উচিত, কিন্তু কী যেন ওকে বাধা দিচ্ছে। তারপর বুঝতে পারল, ও আসলে এদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করছে। এরাও ওর মতো, এদের মধ্যেই বিচরণ করতে হবে ওকে। বুঝতে পারল, এখন যদি ওর সঙ্গে এদের দূরত্ব কমানো

না যায়, তা হলে ভবিষ্যতে হয়তো আর কখনও দূরত্ব কমানোর সুযোগ আসবে না, চিরকালের জন্য নিজের এলাকাতেও পরবাসী হয়ে থাকতে হবে ওকে।

'আমি মেজর হলিঙ্গারের হয়ে কথা বলেছি,' বলল জেসন। 'তোমরা চাও বা না চাও, এবার যা বলব সেটা আমার নিজের কথা। টালির আইন তোমাদের কারও চেয়ে বেশি পছন্দ করতে পারছি না আমিও; কিন্তু তাই বলে আইনটা ভেঙে পালিয়ে বেড়াতেও রাজি নই আমি। এই আইন থাকা অবস্থাতেই টিকে থাকতে হবে, কাজেই আইনটার বলে যৎসামান্য যে সুযোগ পাওয়া যাবে সেটাই গ্রহণ করতে হবে আমাদের।'

থামল জেসন, কেউ কোনও কথা বলছে না। আবার শুরু করল ও, 'আসল কথা হলো, আমাদের গরুর কোনও দাম নেই এই রেঞ্জে। মিসৌরিতেও টেক্সাসের গরু কিনবে না কেউ, যখন জানবে টেক্সানরা গরু বিক্রি করতে চাইছে। স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি ওয়েদারফোর্ডে গরু জড়ো করে মিসৌরিতে বিক্রি করছে। চুরি করছে ওরা। অন্য ব্র্যান্ডের গরু নিজেদের বলে চালিয়ে দিচ্ছে। যে-টাকা আমাদের পকেটে আসার কথা সেটা মেরে দিচ্ছে তারা।'

ব্যান্ডেরা উপত্যকার নীচের দিকের এক রানশার মাইক গ্রিয়ার বলল, 'মার্কাস, তুমি এমন কিছু বলছ না যেটা আমরা জানি না।'

মৃদু হাসল জেসন। 'আসল কথায় আসছি আমি এক্ষুণি। একটা প্রস্তাব দেব তোমাদের আমি। সেটা হলো: তোমরা টালি আইন মেনে চলো, আমি মেজর হলিঙ্গারকে বলে সঠিক গরু গণনার ব্যবস্থা করব। অ্যালবার্স বা ড্যান্ডির চুরি করার উপায় থাকবে না তখন।'

'মেজর তোমার কথা শুনবে কেন, মার্কাস?' জিজ্ঞেস করল ক্যারি। উঠে দাঁড়িয়ে জেসনের মুখোমুখি হলো সে। ওর কাঁধে একটা শাল, এছাড়া অন্যান্য পোশাক পুরুষের। আগুনের লালচে

আভা ওর সোনালী চুলে ঠিকরে যাচ্ছে। 'তা ছাড়া, হলিঙ্গারের পোস্ট স্যাবিনভিলে, আর গরু গোনা হয় ওয়েদারফোর্ডে। হলিঙ্গারের এ-ব্যাপারে কিছু বলার আছে বলে তো মনে হয় না।'

'বিশেষ কারণে মেজর আমার কথা শুনবে,' বলল জেসন। 'কারণটা আমি বলতে চাই না। আর তাকে আমি রাজি করাব যাতে এখন থেকে স্যাবিনভিলে গরু টালি করা হয়।'

'আচ্ছা!'

'আরও বলব, যাতে সৈন্যরা ওখানে উপস্থিত থাকে, গরুর ব্র্যান্ড ঠিক মতো টালি করা হচ্ছে কি না সেটা দেখে।'

'নিজেকে জাদুকর ভাবছ না কি, মার্কাস?' টিটকারির হাসি হাসল ক্যারি। 'হয়তো তোমার কথায় রাজি হয়ে যাব আমরা। দেখব কথা দিয়ে কথা না রাখতে পেরে বুদ্ধু বনে গেছ তুমি। তাতে এখানে যারা উপস্থিত তারা খুশিই হবে হয়তো।'

গম্ভীর চেহারায় ক্যারিকে দেখল জেসন, ভাবল, মার্শালের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করায় মেয়েটা মোটেই কোনও কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছে না। বরং উপস্থিত পুরুষদের মতোই ওর প্রতি বিরূপ আচরণ করছে। নিজের মনোভাব গোপন করবার কোনও চেষ্টাই নেই ক্যারির মাঝে। অন্যদের দিকে তাকাল জেসন। কয়েকজনের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখে বুঝল, সামান্য হলেও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে ওর কথা। বিশেষ করে গ্রিয়ারসনকে দেখে মনে হচ্ছে ওর কথা গভীর ভাবে চিন্তা করছে সে। ক্যারিকে ও বলল, 'অতো নিশ্চিত হয়ো না, ক্যারি। আমার ধারণা মেজর রাজি হবে।' গ্রিয়ারসনের দিকে তাকাল জেসন। 'ক্যারি নিজের মতামত জানাতেই পারে। কুয়েব্র্যাডোতে লুকিয়ে থাকতে হয়তো ভাল লাগছে ওর। কিন্তু আর সব মহিলাদের কেমন লাগছে? তোমার স্ত্রীর কী মত, গ্রিয়ারসন?'

'শুরু থেকেই আপত্তি করছে ও,' বলল গ্রিয়ারসন। 'তবে ওকে দোষ দিতে পারছি না, আমি নিজেও এখানে থাকাটা পছন্দ করতে

পারিনি।' ভ্রূ কুঁচকে জেসনকে দেখল রানশার। 'তারপরও বলব, আমার ধারণা ইচ্ছে থাকলেও তোমার প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করতে পারবে না মেজর হলিঙ্গার, স্যাবিনভিলে গরু টালির ব্যবস্থা করতে পারবে না সে। প্রভাবশালী লোকদের কথা মতো চলতে হয় তাকে, হোক সে আর্মি কমান্ডার। স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি পিছিয়ে যাবার লোক নয়, তারা মেজরকে চাপের মুখে রাখবে। আমাদের ঠকানোর সুযোগ হাতছাড়া হোক তা চাইবে না তারা। অ্যালবার্স লোকটা কার্পেটব্যাগার, আর চাক ড্যান্ডি ইউনিয়নিস্ট; কাজেই তাদের কথা গুরুত্ব পাবে।'

বিরূপ পরিবেশের বরফ যেন গলতে শুরু করেছে, ভাবল জেসন। ওর প্রতি বিদ্বেষ ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেছে সবাই। ক্যারি চুপ করে কথা শুনছে। প্যাট হ্যানসন এবং আরও কয়েকজন তর্ক করতে শুরু করল গ্রিয়ারসনের সঙ্গে। তাদের ভাব দেখে মনে হলো ধরেই নিয়েছে মেজর হলিঙ্গারকে রাজি করিয়ে ফেলেছে ও। গ্রিয়ারসন জোর দিয়ে বলল, মেজর হলিঙ্গারের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাওয়া উচিত জেসন মার্কাসের। তার সঙ্গে একমত হলো তার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী, ব্রায়ান বিট। খানিক পরেই তাদের দলে ভিড়ে গেল বুড়ো পিয়ার্স।

চুপচাপ সিগার টানছে জেসন। জানে, যারা ওর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে, তাদের যদি জয় হয়, তা হলে এদের সবার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগটা হারাবে ও। আর যদি ওর কথা মতো কাজ করতে যারা উৎসাহী তারা জেতে, তা হলে ওকে আর নিজের রানশে একঘরে হয়ে থাকতে হবে না।

শেষ পর্যন্ত তর্কে ইতি টানল প্যাট হ্যানসন। উঁচু গলায় সে বলল, 'ঠিক আছে, শোনো সবাই, জেসন মার্কাসকে একটা সুযোগ দেব আমরা। পারলে ও প্রমাণ করুক মেজর হলিঙ্গার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভুল, লোকটা সে নিরপেক্ষ। কুয়েব্র্যাডো ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাব আমরা, অপেক্ষা করে দেখব মার্কাস মেজরের

সঙ্গে কথা বলে স্যাবিনভিলে সঠিক ভাবে গরু গোনানোর ব্যবস্থা করতে পারে কি না।'

নীরবতায় কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। প্যাট হ্যানসনের চোখ সবার উপর ঘুরছে, যেন দেখতে চায় কেউ তার মতামতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার দুঃসাহস দেখায় কি না।

জেস বার্নেট চ্যালেঞ্জটা নিল। 'আমরা যদি মার্কাসের কথা শুনি আর সে সফল হয়, তা হলে সঠিক টালি করা হবে গরুগুলো স্যাবিভিলে। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। আমরা গরু বিক্রির টাকা বুঝে পাবো তার নিশ্চয়তা কে দেবে? না কি তোমরা ভাবছ আমাদের সবার হয়ে অ্যালবার্স আর ড্যান্ডির কাছ থেকে টাকা আদায় করে আনবে মার্কাস?' সবাই নীরব দেখে উঠে দাঁড়াল জেস বার্নেট, জেসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দান তুমিই জিতলে, মার্কাস।' ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

সিগারের ছাই ঝেড়ে অস্বস্তিতে ভোগা নিশ্চুপ লোকগুলোর দিকে তাকাল জেসন। 'গরু বিক্রি হলে সেগুলোর দাম আমরা সত্যিই পাবো তার কোনও নিশ্চয়তা আমি দিতে পারছি না। তবে স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি যতোক্ষণ টেক্সাসে আছে, আমি আমার গরুর দাম পাচ্ছি সেটা নিশ্চিত করব। এখন আমি ফিরে যাচ্ছি। আগামীকাল স্যাবিনভিলে গিয়ে এখানে যা কথা হয়েছে সেসব মেজর হলিঙ্গারকে খুলে বলব।' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ও, কিন্তু সবাই নিশ্চুপ।

'শুভরাত্রি,' বলে ঘোড়ার কাছে চলে গেল জেসন, কেউ জবাবে কিছু বলল না। তারপর ওর পিছন পিছন এলো রিকি হ্যানসন।

হাত মেলাল সে জেসনের সঙ্গে, বলল, 'রাতটা ভাল কাটুক তোমার। আর হ্যাঁ, জেলে ঢোকা থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

ছোট ভাইকে অনুসরণ করে চলে এসেছে ক্যারিও, জেসন

ঘোড়ায় উঠবার পর বলল, 'জিতলে তুমি। আমিও মনে মনে চাইছিলাম সবাই তোমার কথায় রাজি হোক।'

'তা-ই?' অবাক হলো জেসন। 'আমি তো ভেবেছিলাম উল্টো। সত্যি তোমাকে বোঝা যায় না।'

'কেন?' বাঁকা স্বরে বলল ক্যারি, 'আমার মন তো একটা বইয়ের মতোই সহজে পড়া যায়, আর অনেক বই পড়েছ তুমি। হয়তো সেকারণেই মানুষকে প্রভাবিত করার মতো চতুর হতে পেরেছ। বিশেষ করে এমন সব মানুষদের, যারা তোমাকে বিশ্বাস বা পছন্দ, কোনওটাই করে না।'

'তুমি যে আমাকে অবিশ্বাস করো এবং পছন্দ করো না এটা জানলাম,' মেনে নেওয়ার সুরে বলল জেসন।

'আমি নিজের কথা বলিনি,' বলল ক্যারি, তারপর একটু থেমে যোগ করল, 'তবে আমিও হয়তো ব্যতিক্রম নই। তবে একজনকে তুমি প্রভাবিত করতে পারোনি।'

'জেস বার্নেট?'

'হ্যাঁ।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল জেসনের। 'মানুষকে মানুষের অপছন্দ হতেই পারে, কিন্তু সেটা ঘৃণার পর্যায়ে চলে যাবে কেন তা আমার মাথায় ঢোকে না।'

'হয়তো ও হিংসা করে তোমাকে।'

বিস্মিত হলো জেসন। 'হিংসা করে? কেন?'

'সৈনিক আর মার্শালকে তুমি বলেছ আমি তোমার স্ত্রী। কথাটা শুনবার পর থেকেই রেগে আছে ও,' গম্ভীর চেহারায় বলল ক্যারি। 'কথাটা বোধহয় ওকে আমার বলা উচিত হয়নি। মনে হয় জেস আমার প্রতি খানিকটা দুর্বল।...আমি চলে যাবার পর মার্শাল কোনও ঝামেলা করেছিল?'

'না।'

'সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ,' খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে বলল

ক্যারি। 'রিকিকে ছাড়িয়ে আনার জন্যেও ধন্যবাদ। আশা করি তুমি মেজর হলিঙ্গারের সঙ্গে একটা রফায় আসতে পারবে।'

'ধন্যবাদ দেয়ায় তোমাকেও ধন্যবাদ, ক্যারি,' বলল জেসন। 'শুভরাত্রি।'

সাবধানে ঘোড়া চালিয়ে কুয়েব্র্যাডো থেকে বের হলো ও, মনটা ভাল লাগছে ওর আজ রাতে রানশারদের সঙ্গে সম্পর্কের আড়ষ্টতা খানিকটা দূর হওয়ায়। নিজেকে ও এলাকার সবার মিত্র হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছে। কপাল যদি সহায়তা করে তা হলে সেই যুদ্ধের আগের মতোই সহজ একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে ওর সবার সঙ্গে। কপালের সহায়তা লাগবে ওর। মেজর হলিঙ্গার হয়তো রাজি হবে না স্যাবিনভিলে গরু টালি করতে।

আবার এটাও ঠিক, মনে মনে বলল জেসন, মেজর হলিঙ্গারের স্বার্থই রক্ষা করছে ও, ওর কথা মেজর হলিঙ্গারকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে।

কুয়েব্র্যাডোর সফলতার আমেজটুকু খানিকটা নষ্ট হয়ে গেল ওর মেজর হলিঙ্গারের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও রক্ষা করছে চিন্তাটা মাথায় আসায়। ব্র্যাজোসের রানশারদের একাট্টা করছে ও স্যাম অ্যালবার্সের বিরুদ্ধে। নিজের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে দেখে ইতিমধ্যেই একবার ওকে খুন করতে চেষ্টা করেছে অ্যালবার্স।

আর এখন, যেভাবে হোক, সুযোগ পেলেই ওকে খুন করতে চাইবে স্যাম অ্যালবার্স।

নয়

জেসন ব্যান্ডেরা উপত্যকায় পৌছনোর আগেই শুরু হলো ঝমঝম বৃষ্টি। কাকভেজা হয়ে গেল জেসন, বৃষ্টির মাঝ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবল, কুয়েব্র্যাডোতে আশ্রয় নেওয়া রানশারদের অবস্থা এখন করুণ। একসময় গন্তব্যে পৌছল ও। কেবিনে ঢুকে দেখল ছাদের অসংখ্য ফুটো দিয়ে পানির ধারা নামছে।

সকালে থামল একটানা বৃষ্টি, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ততোক্ষণে কেবিনের মেঝে থেকে উধাও হয়েছে সমস্ত ধুলো, পিছলা হয়ে গেছে কাদাটে মেঝে।

ছাদ মেরামত করবার জন্য স্যাবিনভিল যাওয়া স্থগিত রাখল জেসন। আরেকবার এরকম বৃষ্টি হলে ভিজে গিয়ে দেয়াল ধসে পড়তে পারে, সেই ঝুঁকি নেওয়া যায় না। ছাদের উপর কাজ করতে করতে মাঝ সকালে ফিরতি পথের রানশারদের দেখতে পেল, যার যার নিজের বাড়িতে ফিরে চলেছে তারা। যাদের পরিবার সঙ্গে আছে তারা ওয়্যাগন নিয়ে চলেছে, অবিবাহিতরা ঘোড়ার পিঠে। প্যাট হ্যানসনকে দেখল, ওয়্যাগন চালাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে বাড়ির পথে। ওর পাশে সিটে বসে আছে ক্যারি। ওদের ঘোড়া ওয়্যাগনের পিছনে বেঁধে রাখা হয়েছে। পিন্টোয় চড়ে বড় ভাই-বোনের পাশে পাশে চলেছে তরুণ রিকি। একমাত্র ও-ই জেসনকে এড়িয়ে গেল না। হাত নাড়ল রিকি, জিজ্ঞেস করল, 'ছাদে ফুটো, জেসন?'

হাসল জেসন। 'কাল রাতে মনেই হয়নি মাথার ওপর ছাদ আছে।'

'সাহায্য লাগবে?'

'পেলে মন্দ হয় না। যদি অবশ্য দিনে এক ডলারে তোমার পোষায়।'

একগাল হাসল রিকি। 'পোষাবে মানে! বড়লোক হয়ে যাব আমি।'

'তা হলে ঘোড়া রেখে কাজে লেগে পড়ো।'

রিকি জানে কাজটা শেষ করতে দু'দিনের বেশি লাগবার কথা নয়, তবে উৎসাহ নিয়ে শুরু করল ও। কাজের ফাঁকে বলল, 'কুয়েব্র্যাডোর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে বৃষ্টিতে। মহিলারা বিরক্তি প্রকাশ করছিল, আর বাচ্চারা গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছিল। নরক গুলজার।'

'কাজেই বেশিরভাগ রানশার ফিরে আসতে রাজি হয়ে গেছে?'

'কয়েকজন আপত্তি করছিল,' বলল রিকি। 'তারা বলছিল ব্যাপারটা একটা নোংরা কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে তুমি ফাঁদ পেতেছ, ওরা ফিরে এলেই সৈন্যরা ওদের গ্রেফতার করবে। জেস বার্নেট তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তোমাকে ও দু' চোখে দেখতে পারে না।'

'বদলে গেছে জেস,' দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল জেসন। 'আগে ও হাসিখুশি মানুষ ছিল। আমি ইউনিয়নের পক্ষে যুদ্ধ করায় ঘৃণা করে ও আমাকে।'

'শুধু সেটাই একমাত্র কারণ নয়,' বলল রিকি।

'আর কী কারণ থাকতে পারে?'

হেসে ফেলল রিকি। 'ক্যারির প্রতি দুর্বল ও। মনে হয় ক্যারিকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না ক্যারি। জেস বার্নেট হয়তো ভাবছে ক্যারির তোমাকে মনে ধরেছে বলেই রাজি হচ্ছে না ও।'

একটা সিগার ধরানোর ফাঁকে ভাবল জেসন, ক্যারিও গতরাতে এই একই কথা বলেছে। ক্যারি এবং রিকির ধারণা জেস বার্নেট যে ওকে ঘৃণা করে তার পিছনে আছে হিংসা। মাথা নাড়ল জেসন। 'আমার আর ক্যারির মধ্যে কোনও কথা হয়নি কখনও এসব ব্যাপারে। যদি জেসের ঘৃণা হিংসা থেকেই এসে থাকে তা হলে বলতে হয় সুদূর কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে ও।'

রিকি বলল, 'কয়েকটা কারণে জেস বার্নেটকে স্বামী হিসেবে মেনে নেবে না ক্যারি।'

'বার্নেটের জিজ্ঞেস করা উচিত কারণগুলো কী।'

চট করে জেসনের দিকে তাকাল রিকি। 'ধরো ক্যারি যদি বলে বসে ও তোমাকে ভালবাসে?'

আবার মাথা নাড়ল জেসন। 'আর সবার মতো ক্যারিও আমাকে এড়িয়ে চলে।'

'যুদ্ধের আগে তোমার প্রতি ও খুব দুর্বল ছিল। পাগলের মতো অপেক্ষা করত কখন তুমি আমাদের বাড়ি যাবে।'

'হয়তো। কিন্তু তখন কিশোরী ছিল ও।'

'তা ছিল। কিন্তু এখন বড় হয়েছে। আর তোমাকে স্বীকার করতেই হবে ক্যারি দেখতে দারুণ, কি বলো?'

'স্বীকার করছি।' হাসল জেসন, কাজে মন দিল। অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই যে, ক্যারি হ্যানসন দেখতে সত্যিই অপূর্ব। কিন্তু ফিরে আসবার পর তিনবার ক্যারির সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর, একবারও ওর মনে হয়নি ক্যারিকে চাই ওর। কারণটা কী সেটা ভেবে বের করতে চেষ্টা করল জেসন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এলো, ক্যারিকে ছোটবেলা থেকে দেখছে ও, এখনও ওকে সেই কিশোরীই মনে হয় ওর।

কিন্তু কারণ আরও আছে, পরক্ষণেই ভাবল জেসন। দেশের বিরাট একটা অঞ্চল ঘুরে দেখেছে ও, যেমন নিউ অরলিন্স; এবং সেকারণেই হয়তো ক্যালিকো ড্রেস পরা গ্রাম্য মেয়েদের প্রতি ওর

কোনও দুর্বলতা নেই। তা-ই হবে সম্ভবত। ওর রুচি পাল্টে গেছে। সিল্ক আর লেস পরা সুগন্ধী মাখা শহুরে মেয়েদের ভাল লাগে ওর। ভাল লাগে লিজা হলিঙ্গারের মতো মেয়েদের।

নিজেকে বকল জেসন। গাধা!

ছাদ মেরামতের পর স্যাবিনভিলে হাজির হলো জেসন। ও যখন পৌঁছল তখন বিকেল হতে চলেছে প্রায়। তবে ক্যাম্প স্যাবিন, অর্থাৎ মিলিটারি পোস্টে গিয়ে মেজর হলিঙ্গারকে হেডকোয়ার্টারেই পেল। হলিঙ্গারকে দেখে সুস্থই মনে হলো, তবে তার মুখে হুইস্কির গন্ধ বলে দিল ড্রিঙ্ক করতে শুরু করেছে সে। জেসনকে দেখে কপট বন্ধুত্বের হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে। জিজ্ঞেস করল, 'দিনের এই অসময়ে কী করতে পারি আমি তোমার জন্যে, মার্কাস?'

'এমন কিছু যেটা আমাদের বন্ধু অ্যালবার্স পছন্দ করবে না,' বলল জেসন। চেয়ার টেনে বসল।

হলিঙ্গার বিড়বিড় করল, 'বদমাশটা।' জেসনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল এবার, 'কী করতে হবে আমাকে?'

'আমি ব্র্যাজোসের রানশারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। তাদের কথা মতো কাজ হলে রানশারদের স্বার্থ রক্ষা হবে। সেই সঙ্গে গাড্ডায় পড়ে যাবে স্যাম অ্যালবার্স।'

নড়েচড়ে বসল মেজর। 'যেভাবে কথা বলছ তাতে মনে হচ্ছে অসম্ভব কিছু চেয়ে বসবে তুমি, মার্কাস।'

'তা চাইব না। আমি এবং অন্যান্য রানশাররা চাই ব্র্যাজোস এলাকা থেকে গরুর কোনও পাল সংগৃহিত হলে সেটা যেন স্যাবিনভিলে টালি করা হয়।'

'আচ্ছা!'

'তোমার কোনও অফিসার টালির সময়ে উপস্থিত থাকবে,'

বলল জেসন। 'রানশাররা যদি গরুর সঠিক গণনা সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকে তা হলে টালির আইন ভাঙবে না তারা। এদিকে স্যাম অ্যালবার্স পড়ে যাবে বিপদে। চুরি করতে না পারলে গরু ব্যবসা তার কাছে অতো লাভজনক থাকবে না। বেপরোয়া হয়ে উঠবে লোকটা, ভুল করবে। আর ঠিক তখনই তাকে বাগে পাওয়া যাবে।'

ডেস্কের হিউমিডর খুলল হলিঙ্গার। 'সিগার চলবে, মার্কাস?'

একটা সিগার নিল জেসন, কাঠি জ্বেলে দু'জনের সিগারই ধরাল ও। সিগার টানবার ফাঁকে খানিকক্ষণ চিন্তা করল হলিঙ্গার, তারপর বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ, ব্যাপারটা অ্যালবার্সের পছন্দ হবে না। যেভাবে হোক স্যাবিনভিলে গরু গণনার সিদ্ধান্তে বাধা দিতে চেষ্টা করবে সে। আমার বাড়িতে সে-রাতে যা করেছিল তা আবার করতে চেষ্টা করবে হয়তো, তোমাকে খুন করতে চাইবে। তোমাকে সাবধান থাকতে হবে, মার্কাস। নিজে সে ঝুঁকি নেবে না, তোমাকে খুন করতে উপযুক্ত কাউকে ভাড়া করবে।'

'আমি খুন হয়ে গেলে তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, হলিঙ্গার,' শুকনো গলায় বলল জেসন।

খুকখুক করে কাশল মেজর হলিঙ্গার। 'এভাবে বলা যাক যে, তুমি খুন হয়ে যাও সেটা আমি চাই না।'

'অন্তত স্যাম অ্যালবার্স মরার আগে,' যোগ করল জেসন। মুখের ভিতরটা তিতে লাগছে ওর।

কথাটা গায়ে মাখল না মেজর হলিঙ্গার। 'তোমার কথা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব আমি, মার্কাস। টালি করার আগে একটা গরুও ব্র্যাজোস নদীর ওপারে নেয়া যাবে না সেই নির্দেশ দেব।'

'সৎ একজন অফিসারের সামনে টালি করতে হবে।'

'ঠিক আছে, ওয়েদারফোর্ড থেকে বিশ্বস্ত একজন ইন্সপেক্টর আনাব আমি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেসন, টেবিলের উপর থেকে হ্যাট

নিয়ে বলল, 'সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, মেজর। রানশারদের সবাইকে আমি বলব তুমি সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছ।'

'এক মিনিট,' জেসন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরতেই পিছন থেকে বলল হলিঙ্গার।

ঘাড় ফেরাল জেসন। 'বলো।'

'এবার হয়তো অ্যালবার্স আর তোমার মধ্যে বিরোধটা ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। চাক ড্যান্ডিকেও হিসেবের বাইরে রাখা যাবে না। আজই স্যাবিনভিলে এসে হাজির হয়েছে সে। আরেকটা ব্যাপার তোমার মনে রাখতে হবে, কঠোর সব লোক ভাড়া করেছে ওরা দু'জন। পরিস্থিতি খারাপ হলে এমনও হতে পারে যে, তুমি সহ ব্র্যাজোসের রানশারদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী লড়াই বেধে যাবে তাদের। মার্কাস, বুঝে দেখো, আমরা যা করতে যাচ্ছি তা টাইমবোমার মতো, সলতেয় কেউ আগুনটা ধরিয়ে দিলেই বিস্ফোরণ অনিবার্য।'

'জানি।' সম্ভাবনাটা জেসনের মাথাতেও এসেছে।

'পরিস্থিতি যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তা হলে কিন্তু আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবো।'

মনে মনে হাসল জেসন। স্যাম অ্যালবার্সের গুরুতর কিছু হয়ে যাওয়ার আগে কিছুতেই বিরোধ থামাতে কোনও পদক্ষেপ নেবে না আসলে মেজর হলিঙ্গার। মুখে ও বলল, 'জেনে স্বস্তি পাচ্ছি যে তুমি তোমার লোকদের নিয়ে প্রস্তুত থাকছ।'

আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় উঠল ও, রওনা হয়ে হলিঙ্গারদের বাড়ির দিকে তাকাল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে স্বীকার করতে হলো, মনে মনে ও আশা করছে এক পলকের জন্য লিজা হলিঙ্গারকে দেখতে পাবে। নিরাশ হতে হলো ওকে।

শহরের আস্তাবলে ঘোড়াটা রাখল জেসন, পালামো হাউসে সাপার সারল, তারপর একটা সিগার ধরিয়ে রাস্তার উল্টোপাশের

সেলুনে ঢুকল। ভিতরে সৈনিকদের ভিড় আর কথাবার্তার জোর গুঞ্জন। একটা ড্রিঙ্ক নিল ও, সেটা শেষ করে বেরিয়ে এসে বারান্দায় বেঞ্চে বসল। সিগার শেষ করতে করতে দেখল, একটা বাগি আসছে। ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওটা, ড্রাইভিং সিটে হাসিখুশি এক দম্পতি। তাদের দেখে হঠাৎ খুব একা লাগল ওর। বুকের গভীরে কীসের যেন চাহিদা অনুভব করল। লিজা হলিঙ্গারের কথা মাথায় আসতেই মহিলার চিন্তা জোর করে মন থেকে দূর করে দিতে চাইল। তিক্ত মনে স্বীকার করতে হলো, কাজটা অসম্ভব।

অন্তরে টানাপোড়েন অনুভব করছে ও। বুঝতে পারল, এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সমাধান ওর জানা। এশহরে কোথাও না কোথাও পতিতালয় আছে; এক বা একাধিক থাকে যে-শহরে আর্মি পোস্ট থাকে, সেগুলোয়। ওকে শুধু ওটা কোথায় তা জিজ্ঞেস করে ওখানে হাজির হতে হবে, যে-কোনও নীল ইউনিফর্মধারী সৈনিকের কাছে জানতে চাইলেই সে ঠিকানা জানিয়ে দেবে। যেতে পারে ও পতিতালয়ে, পয়সার বিনিময়ে ক্ষণিকের সুখ কিনতে পারে, কিন্তু ওর অন্তরে যে অন্তহীন চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে তা আসলে মিটবে না তাতে। কোনও সস্তা পতিতালয় খুঁজছে না ওর মন, খুঁজছে লিজা হলিঙ্গারের মতো কোনও মহিলাকে।

নিজেকে জেসন জিজ্ঞেস করল, কোন্ দিক থেকে একজন পতিতার চেয়ে আলাদা লিজা হলিঙ্গার?

জবাবটা ওর জানা নেই। তবে বুঝতে পারছে, লেন হলিঙ্গার কিংবা স্যাম অ্যালবার্স, যে-ই আজ রাতে লিজার ভালবাসা পাক না কেন, তাকেই হিংসা করতে শুরু করবে ও। লিজা হলিঙ্গারের প্রতি একই সঙ্গে তীব্র আকর্ষণ এবং ঘৃণা অনুভব করল জেসন। সিগারটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে আবার সেলুনে ঢুকল, ড্রিঙ্ক নিল আবার। চতুর্থ আউন্স শেষ করে ভোঁতা হয়ে গেল মাথা,

করতে হবে শুধু। দলিল আমরা তৈরি করে রেখেছি।'

'আমি রাজি নই।' মৃদু হাসি জেসনের ঠোঁটে।

চোখ সরু হলো চাক ড্যান্ডির। 'আরেকবার ভেবে দেখো। প্রস্তাবটা কিন্তু ভাল।'

সামনে বাড়ল জেসন। 'সরে দাঁড়াও, ড্যান্ডি।'

নড়ছে না লোকটা। স্যাডলে উঠল জেসন। 'ড্যান্ডি, তুমি না সরলে তোমার ওপর দিয়ে ঘোড়া চালাতে হবে আমাকে।'

'শেষ একটা কথা বলব তোমাকে, মার্কাস,' বলল ড্যান্ডি। 'পরিস্থিতি কেমন সেটা তুমি বুঝতে পারছ না। স্যাম আর আমি বড় দানে জুয়া খেলছি। এতো বড় দানে যে নিজেদের তৈরি আইন ছাড়া আর কোনও আইন আমরা মানব না।'

'পুরোনো খবর,' মন্তব্য করল জেসন।

'গরু-ব্যবসা তোমার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।'

'যেমন হয়েছিল চার্লি হজেসের?'

'গ্রিয়ারসনের ব্যাপারটা আমি লোকমুখে শুনেছি,' বলল ড্যান্ডি। 'কিন্তু ওর ভাগ্যে যা ঘটেছিল সেটা তোমার ভাগ্যেও ঘটতে পারে। এখনও সময় আছে, চিন্তা করে দেখো। নিজের ভাল যদি বোঝো তা হলে আমাদের অফিসে এসে দলিলে সই করে পাঁচ হাজার ডলার বুঝে নিয়ে যাবে তুমি।' ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ড্যান্ডি, বেরিয়ে গেল আস্তাবল থেকে।

এক মুহূর্ত লোকটার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল জেসন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘোড়া সামনে বাড়াল। স্যাবিনভিল ছাড়ছে ও।

দশ

লিজা হলিঙ্গারের কথা ভোলেনি জেসন, কিন্তু দেখাটা এমন হঠাৎ করেই হলো যে, খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়ল ও। ছোট একটা ব্লাফের কাছে বাঁক নিয়েছে রাস্তা। বাঁকটা পেরোলেই অগভীর একটা ক্রীক। ওই ক্রীকের পাশে দাঁড়ানো ঘোড়ায় সাইড স্যাডলে বসে আছে লিজা, যেন এতোক্ষণ ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল। রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে লিজার চোখের দিকে তাকাল জেসন, বুঝতে পারল, আসলেই ওর জন্য অপেক্ষা করছে এখানে মেজর লেন হলিঙ্গারের স্ত্রী।

'বারবার আমাদের দেখা হয়ে যাচ্ছে,' বলল লিজা, মিষ্টি হাসছে।

আজ তার পরনে সিল্ক বা লেস নেই, কিন্তু তবুও সে সীমান্ত বসতির কোনও মেয়ে নয়। গাঢ় সবুজ রাইডিং ড্রেস লিজার পরনে; মাথায় ছোট্ট টুপি, হাতে গ্লাভস্।

'তুমি তা হলে জানতে আমি স্যাবিনভিল ছাড়ছি?' জিজ্ঞেস করল জেসন।

'তুমি মনে করছ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি আমি?' ভ্রূ নাচিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল লিজা।

জবাব দিল না জেসন। 'চাওনি?'

সোরেল ঘোড়াটা ঘুরিয়ে ক্রীকের পাশ দিয়ে হাঁটবার গতিতে এগোল লিজা হলিঙ্গার। এক মুহূর্ত তাকে দেখল জেসন, তারপর

অনুসরণ করল। ভাটির দিকে আধমাইল এগোল ওরা নীরবে, তারপর পৌঁছল উইলো আর কটনউড গাছ ঘেরা একটা গোল মতো ঘাসজমিতে। জায়গাটা ছায়া-ছায়া, চারপাশ থেকে আড়াল দিচ্ছে ঘন হয়ে জন্মানো গাছ। পরিবেশটা চমৎকার। নিজেকে জেসন মনে করিয়ে দিল, একদম নির্জন এলাকা এটা। মনের মধ্যে দোলা দিল একটা চিন্তা: এখানেই কি দেখা করে লিজা আর স্যাম অ্যালবার্স?

সোরেল থামাল লিজা। 'আমাকে নামতে সাহায্য করবে, জেসন?'

লিজার মুখে ওর ডাকনাম শুনে খানিকটা বিস্ময় খানিকটা বিদ্রূপ মেশানো হাসি ফুটল জেসনের ঠোঁটে, তবে নিজের ঘোড়া থেকে নামল ও, সাইড স্যাডল থেকে দু'হাতে তুলে নামিয়ে আনল লিজা হলিঙ্গারকে। মাটিতে পা স্পর্শ করতেই জেসনের গায়ে প্রায় ঢলে পড়ল লিজা। দু'হাতে জেসনের কাঁধ ধরেছে সে। যুবতীর দেহের নরম উষ্ণ স্পর্শ পেল জেসন, মিষ্টি মাতাল সুগন্ধী ওর নাকে ভেসে এলো। নীরবে ওকে আহ্বান করছে লিজা, ঠিক এভাবেই ওয়েদারফোর্ডের ব্রিজে সে-রাতে জেসনকে আকর্ষণ করেছিল ও। সাড়া দিয়ে বোকা বনতে হয়েছিল জেসনকে, লিজার সাড়া মেলেনি। জেসন সিদ্ধান্ত নিল, এবার তা হতে দেবে না ও।

এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল জেসন। বলল, 'ভাল কথা, আমাদের বন্ধু স্যাম অ্যালবার্সের ক্ষত কি শুকিয়েছে?'

জেসন সাড়া না দেওয়ায় ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল লিজার সুন্দর চেহারা থেকে। লিজা জিজ্ঞেস করল, 'কোন ক্ষতটার কথা বলছ, তার কাঁধেরটা, না কি যে ক্ষত তুমি তৈরি করেছ তার গর্বে আঘাত করে?'

'আমি ওর কাঁধের ক্ষতটার কথা বলছিলাম।'

'ওটা প্রায় সেরে গেছে।'

'আর মনের ক্ষত?'

ক্রীকের দিকে ঘুরে তাকাল লিজা, ঢালু তীরে ঘাসের উপর বসল। হ্যাট আর গ্লাভস্ খুলে ফেলল। মোহনীয় ভঙ্গিতে চিৎ হয়ে শুলো এবার ঘাসের উপর। ওর খোলা গাঢ় সোনালী এলো চুল সবুজ ঘাসের গায়ে বিছিয়ে আছে, মনে হচ্ছে ওগুলো সোনার তৈরি। লিজা বলল, 'স্যামের গর্বে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে ওটাই তাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে।' মুখটা একটু কাত করে জেসনের দিক থেকে ফিরিয়ে রেখেছে সে, পুরুষ্টু ভেজা লোভনীয় অধর সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

জেসন স্পষ্ট বুঝতে পারল, ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত। ওকে কাছে টানতে চাইছে লিজা। পকেট থেকে বের করে ধীরেসুস্থে একটা সিগার ধরাল জেসন, লিজাকে অনিশ্চয়তার মাঝে অপেক্ষা করাচ্ছে। সিগারে কয়েক টান দেওয়ার পর লিজার পাশে দু'পায়ে ভর দিয়ে বসল ও। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এখানেই স্যাম অ্যালবার্সের সঙ্গে দেখা করো তুমি?'

ওর দিকে তাকাল লিজা। 'কথাটা অভদ্রের মতো হয়ে গেল না?'

'নীরব নির্জন একটা জায়গা এটা,' বলল জেসন। 'প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে আদর্শ।'

'তুমি ইচ্ছে করে আমাকে বিব্রত করতে চেষ্টা করছ,' অনুযোগের সুর লিজার কোকিল কণ্ঠে।

'দুঃখিত। কিন্তু কৌতূহল বোধ করছি আমি।'

'তুমি আসলে নিজের ওপর রেগে আছো,' যেন জেসনের মন পড়ছে লিজা, 'আমাকে চাও বলে ঘৃণা করছ নিজেকেই।' প্রসঙ্গ পাল্টাল লিজা। 'মনে হয় চাক ড্যান্ডির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'জানতাম। একরোখা লোক তুমি।'

'স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি তোমাকে খুব বিশ্বাস করে,

নইলে বলত না তারা আমাকে প্রস্তাব দিচ্ছে,' মৃদু হাসল জেসন।

অস্বীকার করল না লিজা। 'ওদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাটা তোমার বিরাট বড় ভুল হয়েছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল জেসন। 'নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যাব কেন আমি?'

'হাতে পাঁচ হাজার ডলার থাকলে যে-কোনও জায়গায় বাড়ি করতে পারো তুমি। টেক্সাস বিরাট বড় দেশ, আর বেশিরভাগ জায়গাই ব্র্যাজোসের চেয়ে ভাল।'

'আমি এদিকটাই বেশি পছন্দ করি, নইলে হয়তো কখনোই ফিরতাম না।'

'আমি এখনও বুঝতে পারি না কেন তুমি ফিরলে। কোনও মেয়ের জন্যে হতো, তা হলেও বুঝতাম। কিন্তু তুমি বলেছ কোনও মেয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে নেই।' নীরব হয়ে গেল লিজা, আধবোজা চোখে জেসনকে দেখল। শরীর মুচড়ে লোভনীয় ভঙ্গিমায় আড়মোড়া ভাঙল। একটু পর ফিসফিস করে বলল, 'আরও কাছে এসো, জেসন।'

ঘাসের উপর বসল জেসন।

'আমাকে চুমু দাও,' অস্ফুট স্বরে বলল লিজা।

'না,' দৃঢ় শোনাল জেসনের কণ্ঠ।

'কেন?'

'কারণ তোমার শুধু স্বামীই নেই, একজন প্রেমিকও আছে। আমার মনে হয় না তোমার আরেকজন পুরুষ দরকার। আসলে আমাকে চাও না তুমি। চাইলেও কিছু আসত যেত না। আর জেনে রাখো, তুমি আমাকে যা-ই দিতে চাও না কেন, আমি অ্যালবার্সদের প্রস্তাবে রাজি হবো না।' কঠোরতার ছাপ পড়ল জেসনের চেহারায়। 'একটা কথা বলো তো লিজা, আমাকে কাছে টেনে ওদের প্রস্তাবে রাজি করাতে চাওয়াটা কি স্যাম অ্যালবার্সের মাথা থেকে বেরিয়েছে, না তোমার মাথা থেকে?'

'স্যামকে আমি সব কথা বলি না।'

'অথবা তোমার স্বামীকে,' জেসন বুঝতে পারছে নিষ্ঠুরের মতো হয়ে যাচ্ছে ওর আচরণ, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারছে না ও।

'আমাদের কথায় বারবার তুমি ওদের টানছ কেন?' খানিকটা তীক্ষ্ণ শোনাল লিজার কণ্ঠ। 'স্যাম আর আমি বন্ধু, তার বেশি কিছু না। স্যাম আমাকে বোঝে। কেউ আমাকে বুঝুক সেটা আমি চাইতেই পারি। লেনকে তুমি তো চেনো, বোতলকে বিয়ে করে বসে আছে ও। দুপুরের আগে থেকে ড্রিঙ্ক শুরু করে, ঘুমাতে যাবার আগে পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করে। কোনও মহিলার জন্যে মাতাল স্বামীর চেয়ে খারাপ আর কিছু হয় না।'

জেসন ত্যাড়া সুরে প্রশ্ন করল, 'ড্রিঙ্ক ধরল কেন তোমার স্বামী?'

ফুঁসে উঠে মিইয়ে গেল লিজা। 'তোমার ধারণা ভুল! আমি ওর ড্রিঙ্কিঙের জন্যে দায়ী নই।' উঠে বসল লিজা, দু' হাতে জেসনের মুখ ধরে চট করে চুমু দিল। দীর্ঘক্ষণ ছুঁয়ে থাকল পরস্পরের ঠোঁট, জেসনের তরফ থেকে কোনও সাড়া নেই।

একসময় সরে বসল লিজা। জেসনের কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বলল, 'ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও, জেসন। ওয়েদারফোর্ডে ফিরে যাও তুমি। আমি শীঘ্রি ওখানে যাব—একা। সে-রাতে ওখানে আমরা দু'জন দু'জনের সঙ্গ উপভোগ করেছিলাম, চমৎকার সময় কেটেছিল আমাদের। পরেরবার...তোমাকে আরও ভাল ভাবে জানতে চাই আমি, জেসন।...আরও অনেক কাছ থেকে জানতে চাই।'

মৃদু হাসি জেসনের ঠোঁটে, টিটকারির সুরে ও বলল, 'তোমার মনটা পরিষ্কার পড়া যায়, লিজা হলিঙ্গার।'

ওর চোখের দিকে তাকাল নড়ে যাওয়া যুবতী। অপূর্ব সুন্দর চেহারায় অনিশ্চয়তার চিহ্ন। 'তা হলে কি তুমি স্যামের প্রস্তাবে

রাজি নও?'

'না।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল লিজার। 'বোকামি করছ তুমি, মার্কাস। স্যাম আর তোমার, দু'জনের ভালোর জন্যেই আমি চেয়েছিলাম তুমি রাজি হও।'

'আবার তা হলে মার্কাস হয়ে গেছি আমি?' হাসল জেসন।

মুখটা লাল হয়ে উঠল লিজার রাগে। উঠে দাঁড়াল সে, সোরেলের স্টিরাপে পা দিয়ে স্যাডলে বসল, তারপর একটা কথাও না বলে রওনা হয়ে গেল।

তাকিয়ে থাকল জেসন, মনে মনে বলল, একটা অসমাপ্ত অধ্যায় তা হলে শেষ হলো। তবে এবার ঘটতে শুরু করবে আসল ঘটনা। এবার স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি জানবে টাকা কিংবা মেয়েমানুষের লোভ দেখিয়ে ওকে কেনা যাবে না। চরম আঘাত হানতে প্রস্তুতি নেবে তারা।

ঘোড়ায় চেপে উত্তরে রওনা হয়ে গেল জেসন, মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল ছলনাময়ী লিজা হলিঙ্গারকে। না পেরে অস্বস্তি বোধ করল। ওর মনটাকে যেন গ্রাস করতে চাইছে ওই কুহকিনী।

এগারো

সে-রাতে স্যাবিনভিল আর ওর রানশের মাঝপথে ক্যাম্প করল ও। পরদিন দুপুরের পর পৌঁছল হ্যানসনদের রানশে।

বার্নের দরজার কাছে একটা ঘোড়ার নাল লাগাচ্ছে প্যাট হ্যানসন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ক্যারি। রিকিকে কোথাও দেখা গেল না। প্যাট হ্যানসন ওর উপস্থিতি উপেক্ষা করছে দেখে বাড়ির সামনেই থামল জেসন, তবে ঘোড়া থেকে নামল না। অনুভব করছে, আগেরবার যেমন ও অনাহূত ছিল, এখনও তেমনি অনাহূতই আছে। ক্যারির উদ্দেশে ও বলল, 'আমি এখানে এসেছি বলতে যে, মেজর হলিঙ্গার আমার কথায় রাজি হয়েছে, এখন থেকে স্যাবিনভিলেই গরু গোনা হবে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ক্যারির। 'তা-ই? কথা রাখবে সে?'

'অবশ্যই রাখবে, যদি না তার চেয়ে বড় কোনও অফিসার ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়।'

'তার চেয়ে বড় অফিসার যাতে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই নিশ্চিত করবে স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি,' জোর দিয়ে বলল ক্যারি।

'চেষ্টা করবে,' ওর কথায় সায় দিল জেসন। 'কিন্তু ওদের কপাল না-ও খুলতে পারে। হলিঙ্গারকে সৈন্য দিয়ে এই এলাকায় পাঠানো হয়েছে শান্তি বজায় রাখতে। সে যদি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জানায় এদিকে শান্তি টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে স্যাবিনভিলে গরু গণনা, তা হলে তার কথাই তাদের রাখার সম্ভাবনা বেশি। যা-ই ঘটুক, আমরা বুঝতে পারব স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি গরুর আরেকটা পাল জড়ো করতে শুরু করলেই।'

কৌতূহল নিয়ে জেসনকে দেখল ক্যারি। 'গোটা ব্যাপারটার ভেতর আমি বুঝতে পারছি না এমন অনেক কিছুই আছে বলে মনে হচ্ছে। যেমন: কেন তুমি এসবে নিজেকে জড়াচ্ছ।'

'কেন জড়াব না? তোমরা এবং অন্যান্য রানশাররা আমার প্রতিবেশী, একসময় বন্ধু ছিলো অনেকেই। অন্তত আমি তাদের বন্ধু বলে মনে করতাম। তা ছাড়া, এসবে আমার স্বার্থও জড়িয়ে আছে। অন্যান্যদের মতো আমার গরুও নিচ্ছে স্যাম অ্যালবার্স

আর চাক ড্যান্ডি।'

'তোমার কাছ থেকে গরু নিচ্ছে?' বিস্মিত শোনাল ক্যারির কণ্ঠ। 'রেঞ্জে তো তোমার গরু খুব কমই থাকার কথা!'

হাসল জেসন। 'আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, ক্যারি; যখন আমি ছিলাম না, তখন আমার গরু ব্র্যান্ড করেছে কেউ।'

'বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কথাটা সত্যি। এবার বলো কী বুঝতে পারছ না বলছিলে।'

'মেজর হলিঙ্গার তোমার কথা মেনে নিচ্ছে সেটা। কারণটা কী?'

ব্যাপারটায় সন্দেহজনক কিছু আছে ধরেই নিয়েছে মেয়েটা। কী বলবে ভেবে পেল না জেসন। হলিঙ্গারের সঙ্গে ওর যেসব কথা হয়েছে সেটা তিন কান হওয়ার মতো নয়। জেসন বলল, 'আমি মেজরকে বুঝিয়েছি গোলমাল এড়ানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে রানশারদের স্বার্থও রক্ষা করে চলা।'

'ব্যস?' ক্যারির কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'আর কী?'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এর মধ্যে আরও কিছু আছে।'

হাসল জেসন জোর করে। 'মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, না?'

ক্যারির চেহারা গম্ভীর। 'তুমি কি জানো মেজর হলিঙ্গারের বউ স্যাম অ্যালবার্সের প্রতি দুর্বল?'

'অল্পবিস্তর শুনেছি।'

'সবাই ব্যাপারটা জানে,' বলল ক্যারি। 'স্যাম অ্যালবার্সের সঙ্গে আমাদের বিরোধে ঠিক কোন্ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে থাকবে মেজর হলিঙ্গার? অ্যালবার্সের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল।'

'তুমি হয়তো ভুল ভাবছ, ক্যারি,' বলল জেসন। 'কখনও চিন্তা করে দেখেছ, হলিঙ্গার তার স্ত্রী অ্যালবার্সের সঙ্গে মিশুক সেটা চায় না?'

'ভেবেছি, কিন্তু ভাবনাটার পিছনে যুক্তি খুঁজে পাইনি,' বলল ক্যারি। 'হলিঙ্গার নিজের বউকে অ্যালবার্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ায় বাধা দেয়নি, কাজেই ওই মহিলা কথা বলে তাকে অ্যালবার্সের পক্ষে নিয়ে যেতে পারবে না কেন? মেজর হলিঙ্গার কি ভাল মতো জানে তার বউ অ্যালবার্সের সঙ্গে কীভাবে মেলামেশা করছে?'

'জানে।'

'তা হলে বউকে নিষেধ করেনি কেন, যদি না ব্যাপারটাতে তার সায় থাকে?'

'আসলে ব্যাখ্যা করা জটিল,' বলল জেসন। 'আর এসব নিয়ে তোমার মাথা না ঘামানোই ভাল। সম্ভব হলে নিজের কথা রাখবে মেজর হলিঙ্গার। কাজেই আমাদের রানশারদের দায়িত্ব হচ্ছে আগামীবার স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি গরুর পাল নিয়ে যখন রওনা হবে, তখন স্যাবিনভিলে উপস্থিত থাকা।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ক্যারি, কিন্তু কিছু বলল না। নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে। খানিক অপেক্ষা করে দু' আঙুলে হ্যাট ছুঁলো জেসন, ছোট্ট একটা নড করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। কাজ থেকে মুখ তুলেছে প্যাট হ্যানসন। হাত নাড়ল জেসন, জবাবে শুধু গম্ভীর চেহারায় তাকিয়ে থাকল প্যাট।

নিজের রানশের দিকে ফিরে চলল জেসন, একাকী বোধ করছে। পশ্চিমে নিয়ম হচ্ছে দুপুরের খাওয়ার আগে কোনও পথিক রানশে এলে তাকে লাঞ্চ করে যেতে দাওয়াত দেওয়া, নিয়মটা হ্যানসনদের ভাল মতোই জানা আছে। ক্যারি আর প্যাট হ্যানসন ইচ্ছে করেই ওকে দাওয়াত দেয়নি, বুঝিয়ে দিয়েছে ওদের কাছে এখনও ও শত্রুপক্ষের লোক, বিশ্বাসঘাতক।

রানশে ফিরে নিজেই রান্না করল জেসন, একাকী বসে ধীরেসুস্থে দুপুরের খাবার খেল। তিক্ত হয়ে থাকল ওর মনটা।

পরের কয়েকটা দিন একাকীত্বে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে ব্যর্থ

হলো ও। বরং একাকীত্ব ওকে আরও বেশি করে যেন কষ্ট দিচ্ছে। কেবিন, বার্ন আর করাল মেরামতের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখল জেসন। কাজ ফুরিয়ে যেতে রেঞ্জে বের হলো ওর নিজের গরু কতো আছে সেটার একটা আন্দাজ পাওয়ার জন্য। দেখল, যা আশা করেছিল তার চেয়ে ওর ব্র্যান্ডের গরুর সংখ্যা অনেক বেশি। এটা নিশ্চিত যে, ওর অনুপস্থিতিতে জে এম ব্র্যান্ড করা হয়েছে গরুগুলোকে। সঙ্গে করে ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন নিয়ে এসেছে জেসন, ওর ব্র্যান্ডের গাভীর সঙ্গে বাছুর দেখলেই ব্র্যান্ড করল।

দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, রিকি ছাড়া আর কেউ এলো না ওর রানশে। তারপর এক সন্ধ্যায় হাজির হলো ক্যারি। কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে সিগার ফুঁকছিল জেসন, ক্যারিকে দেখে হঠাৎ করে খুশি হয়ে উঠল ওর মনটা, তবে তার কোনও প্রকাশ ঘটল না চেহারায়। জেসন বলল, 'ঘোড়া থেকে নামো, ক্যারি। একটু বসে যাও।'

মাথা নাড়ল ক্যারি। 'বসতে বলার জন্যে ধন্যবাদ, তবে তাড়া আছে আমার। আমি তোমাকে বলতে এসেছি স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি তাদের লোক দিয়ে রেঞ্জ থেকে গরু সংগ্রহ করাতে শুরু করেছে।'

এক বুক ধোঁয়া টানল জেসন। 'কোথায় কাজ করছে তারা?'

'সার্বো ফ্ল্যাটে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জেসনকে দেখছে ক্যারি।

জেসন বলল, 'আমাদের শিওর হতে হবে যে, গরু স্যাবিনভিলেই গোনা হবে।'

'আমি গণনা দেখতে যাব,' বলল ক্যারি। 'আরও অনেকেই যাবে।'

'রানশাররা সবাই দেখতে গেলে আরও ভাল, তাতে অ্যালবার্সের লোকরা বুঝতে পারবে ব্র্যাজোসের রানশাররা একাট্টা,' বলল জেসন। 'আরেকটা কাজ করতে পারলে আরও ভাল হয়, আমরা নিজেরা যদি সার্বো ফ্ল্যাটে গরু জড়ো করতে

শুরু করি, তা হলে অ্যালবার্সের লোকদের কাজ আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমরা যতো বেশি গরু জড়ো করব, অ্যালবার্স আর ড্যান্ডির লোকরা ততো কম গরু পাবে।'

'গরু জড়ো করে কী করব আমরা?' কৌতূহলী চোখে জেসনকে দেখল ক্যারি।

'বিক্রির ব্যবস্থা করব।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ক্যারি। 'অনেকদিন কেউ গরু বিক্রি করে না এদিকে। কিন্তু আমরা বিক্রি করতে চাইলে কি মিসৌরির ক্রেতারা কিনবে?'

'কিনবে না কেন, খানিকটা সস্তায় দেব আমরা।'

'কবে রাউন্ডআপ শুরু করতে পারি আমরা?'

'সবাই রাজি থাকলে আগামীকাল সার্বো ফ্ল্যাটের দিকে রওনা হওয়া যায়।'

'আর কেউ না গেলেও আমরা হ্যানসনরা যাব,' বলল ক্যারি। 'কাল সকালে আমাদের ওখানে আসবে তুমি?'

সিগারটা ফেলে দিল জেসন। 'আসব।'

রাশ ধরে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল ক্যারি, মত বদলে থেমে গিয়ে জেসনের দিকে তাকাল। ওর চোখে যেন অন্তহীন গভীরতা খেলা করছে। 'একটা কথা, সেদিন স্যাবিনভিল থেকে ফেরার পথে মিসেস হলিঙ্গারের সঙ্গ তোমার ভাল লেগেছিল তো?'

দ্রুত সামনে বেড়ে ক্যারির ঘোড়ার লাগামটা চেপে ধরল জেসন, কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেটা তুমি জানলে কী করে?'

মৃদু হাসল ক্যারি। 'হয়তো ছোট একটা পাখি আমার কানে কানে বলেছে।'

'বাচাল পাখির কথায় তোমার মতো হাসি আসছে না আমার।' মুখের ভিতরটা তিতা ঠেকল জেসনের।

'এই ছোট্ট পাখিটা শহরের দিকে যাচ্ছিল,' বলল ক্যারি। 'সে

দেখে যে, মিসেস হলিঙ্গার ব্লাফের কাছে ঘোড়ায় বসে আছে। কৌতূহল হয় পাখিটার, কাজেই একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে চোখ রাখে সে মহিলার ওপর। একটু পরেই সে দেখে তুমি আসছ। তারপর তুমি আর মহিলা ক্রীকের ভাটির দিকে যাও, গাছ দিয়ে আড়াল করা একটা জায়গায় থামো। ছোট্ট পাখিটা তখন আর তোমাদের দেখতে পায়নি।' হাসছে ক্যারি, কিন্তু ওর চোখে বরফ-শীতল চাহনি। 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মহিলার সঙ্গ তোমার ভাল লেগেছিল কি না।...ভাল লেগেছিল?'

'না,' সত্যি কথাই বলল জেসন। 'তুমি যা ভাবছ ব্যাপারটা তেমন নয়।'

'তা ছাড়া এসবে নাক গলানো আমার উচিত নয়?' ভ্রূ নাচাল ক্যারি।

জেসন শুকনো গলায় বলল, 'আমি কিন্তু তা বলিনি।'

'ছোট্ট পাখিটার নাম জেস বার্নেট,' বলল ক্যারি। 'ও ভাবছে আসলে ব্যাপারটা কী ঘটছে। আমিও একই কথা ভাবছি। এমন তো নয় যে, তুমি মহিলার আরেক বন্ধু স্যাম অ্যালবার্সের সঙ্গে ঝামেলা করতে চাইছ, আর সেই ঝামেলায় আমাদের ব্র্যাজোসের রানশারদের তোমার পক্ষে নেয়ার জন্যে কৌশলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছ?'

'ক্যারি,' ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে জেসনের চেহারা। 'তুমি ভাল করেই জানো ওরকম কোনও কাজ আমি কখনোই করব না।'

'আমি নিশ্চিত নই,' বলল ক্যারি। 'অপেক্ষা করে দেখব কী ঘটে।' রাশটা জেসনের কাছ থেকে নিয়ে নিল ও। 'কাল দেখা হবে, মিস্টার।'

ক্যারি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল, পিছন থেকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল জেসন। ওর মনের মধ্যে তীব্র অপরাধ বোধ জাগিয়ে দিয়ে গেছে মেয়েটা।

ভোরে সূর্য উঠবার পরপরই হ্যানসনের রানশের উদ্দেশে রওনা হলো জেসন। বাড়তি ঘোড়ায় রসদপত্র নিয়ে নিয়েছে, ওটা দড়ির টানে পিছন পিছন যাচ্ছে। পৌঁছে দেখল হ্যানসনরাও রেঞ্জে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যারি আর রিকি তাদের রসদপত্র, ক্যাম্প গিয়ার, বেডিং মাত্র ওয়্যাগনে তুলেছে। ওয়্যাগনে ঘোড়া জোতাও হয়ে গেছে। প্যাট উপত্যকার অন্য প্রান্ত থেকে বারোটা ঘোড়া নিয়ে ফিরল। জেসনের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে, ঘোড়াগুলো নিয়ে দক্ষিণে রওনা হয়ে গেল। শেষবারের মতো চারপাশটা দেখে নিল ক্যারি, তারপর বাড়ির দরজায় তালা মেরে বলল, 'এবার রওনা হওয়া যায়।' ওয়্যাগনের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল সে। রিকি উঠল ওয়্যাগনের পিছনে, বেডিঙের উপর অলস ভাবে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙল। রওনা হয়ে গেল ওয়্যাগন, প্যাট হ্যানসনের পিছন পিছন যাচ্ছে।

দু' মাইল দক্ষিণে যাবার পর ওদের সঙ্গে যোগ দিল ড্যান মার্ডক। উপত্যকা ধরে আরও তিন মাইল এগোনোর পর দেখা হলো বুড়ো পিয়ার্স আর তার দুই তরুণ ছেলের সঙ্গে। দুপুরে থামল সবাই ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে, সেই সঙ্গে দুপুরের খাবারটাও সেরে নেবে। এক ঘণ্টা পর আবার রওনা হলো দলটা, স্কাল ওয়েলসে পৌঁছল একসময়। ওখানে যোগ দিল মাইক গ্রিয়ার আর ব্রায়ান বিট। প্রত্যেকের তাদের রসদপত্র সঙ্গে করে এনেছে, সেই সঙ্গে ঘোড়ার ছোট একটা করে পাল। ওয়েলস পেরিয়ে পশ্চিমে বাঁক নিল ওরা, পাহাড় সারির মাঝখানের গিরিপথের দিকে চলল। সন্ধ্যার সময় গিরিপথ পার হওয়া গেল, ওদের সামনে পড়ল বিস্তীর্ণ রুক্ষ সার্বো ফ্ল্যাট।

রাতের আঁধার ঘনাতে শুরু করেছে। সার্বো ক্রীকের তীরে পৌঁছে গেল ওরা, ক্যাম্প করল ক্রীকের কাছে। রাতে সবার জন্য রান্না করল ক্যারি, ওকে সাহায্য করল তরুণ রিকি। রাতের

খাবারের পর আগুনটা নেভানো হলো না। ওটাকে ঘিরে বসল সবাই। সারাদিন কারও মধ্যে কথা প্রায় হয়নি বললেই চলে, জেসনের মনে হয়েছে ওকে রানশাররা মেনেও নেয়নি, আবার এড়িয়েও যাচ্ছে না। যেন সহ্য করা হচ্ছে ওকে। আলাপ শুরু হলো টুকিটাকি বিষয় নিয়ে, তারপর তা মোড় নিল জেসনের ধারণা অনুযায়ী সত্যি গরু জড়ো করে অ্যালবার্স আর ড্যান্ডির লোকদের কাজ কঠিন করে দেওয়া যাবে কি না সে-বিষয়ে। চুপচাপ সিগার টানছে জেসন, ঠিক করল বাধ্য না হলে আলোচনায় যোগ দেবে না।

রানশারদের কেউ তেমন একটা উৎসাহী নয় যদিও আলাপ করতে, তবে ক্যারি আলোচনাটা জিইয়ে রাখল। হাঁড়ি-পাতিল ধুয়ে আগুনের ধারে এলো ও, বসল জেসন আর প্যাট হ্যানসনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়।

'কাল রাতে যখন তোমাদের জানালাম সার্বো ফ্ল্যাটে আমরা রাউন্ডআপ করব তখনই জানিয়েছি এটা জেসন মার্কাসের পরিকল্পনা,' বলল ক্যারি। 'আমরা চেয়েছি তোমরা জানো যে এটা মার্কাসের পরিকল্পনা, যাঁতে তোমরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারো আসবে কি আসবে না।'

ক্যারির কথা শুনতে শুনতে খানিকটা বিস্ময় বোধ করল জেসন। পুরুষদের মাঝে সহজ স্বাভাবিক আচরণ করছে ক্যারি, ওর মধ্যে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। সবার মনোযোগ টেনে রাখতে পারছে। হয়তো ক্যারির কথাই সত্যি, যুদ্ধে হেরে গিয়ে মানুষগুলোর মন ভেঙে গেছে। নইলে সহজে ক্যারির কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনত না তারা, পরিকল্পনা করতে হলে ক্যারিকে ডাকত না। জেসন ভাবল, ওর মতোই এই রানশাররাও প্রাচীনপন্থী, সবাই অন্তর থেকে বিশ্বাস করে মহিলাদের সত্যিকার সম্মানজনক স্থান তাদের বাড়িতে, রেঞ্জে নয়। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি লোকগুলোকে নরম করে তুলেছে, ক্যারির উপস্থিতি কিংবা সক্রিয় অংশগ্রহণ

তাদের কাছে আপত্তিকর ঠেকছে না, যেমনটা ঠেকছে জেসনের কাছে। রানশাররা একজন উপযুক্ত নেতা খুঁজছে মনে মনে, আর নেতার অভাবটা নির্দ্বিধায় পূরণ করেছে ক্যারি। ক্যারি আর লিজার মধ্যে অনেক মিল আছে, বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল জেসন। দু'জনই তারা জানে তারা কী চায়, সেটা কীভাবে পেতে হবে। দুনিয়া কি পাল্টে যাচ্ছে? যুদ্ধের পর মহিলারা কি নিজেদের নমনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে?

ক্যারির কথায় মনোযোগ দিল আবার জেসন। 'ফ্ল্যাটের দক্ষিণ দিক থেকে কাজ শুরু করেছে ভাড়াটে লোকগুলো। গতকাল কাজ আরম্ভ করতেই তাদের দেখতে পায় প্যাট। মার্কাস মেজর হলিঙ্গারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছে লোকগুলোর জড়ো করা গরু স্যাবিনভিলে সঠিক ভাবে গণনা করা হবে। তবুও মার্কাস চাইছে তাদের কাজ কঠিন হোক, এবং সেটা হবে যদি আমরা নিজেরাও গরু জড়ো করতে আরম্ভ করি। আমরা যে-ক'টা গরু জড়ো করবো ঠিক ততোগুলোই ভাড়াটে ক্রুরা কম জড়ো করতে পারবে।'

বুড়ো পিয়ার্স বলল, 'সেটা আমরা বুঝতে পারছি, ক্যারি, কিন্তু রাউণ্ডআপ শেষে গরুগুলো নিয়ে কী করব আমরা?'

'বিক্রির ব্যবস্থা করব,' বলল ক্যারি। 'মার্কাস তা-ই বলছে।'

জেসনের দিকে তাকাল বুড়ো রানশার। 'কারা কিনবে?'

'সস্তা পেলে মিসৌরির ক্রেতারাই কিনবে,' বলল জেসন।

'কিন্তু আমরা কি গরু নিয়ে মিসৌরি পর্যন্ত যেতে পারব?' অনিশ্চিত শোনাল পিয়ার্সের কণ্ঠ।

জেসন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'পারব না ভাবছ কেন, পিয়ার্স?'

'কারণ আমরা রওনা হলেই ঝামেলা বাধাবে কার্পেটব্যাগার আর ইউনিয়নিস্টরা। ইন্ডিয়ানরাও তাদের জমির ওপর দিয়ে গরু নিয়ে গেলে গরুর মাথাপিছু দশ সেন্ট করে টোল আদায় করছে। তাদের টোল দেবার মতো টাকা আমাদের টেক্সানদের নেই।

তারপর আছে মিসৌরি সীমান্তের জেহওকার ডাকাতরা। টেক্সাসের গরু যাতে মিসৌরিতে না ঢোকে সেই চেষ্টা করছে তারা। তাদের এক কথা: টেক্সাসের গরু থেকে তাদের গরুতে টেক্সাস ফিভার ছড়ায়। কিন্তু টেক্সাসের গরু কেড়ে নিতে তাদের কোনও আপত্তি আছে বলে শুনিনি। বিশেষ করে গরুর পাল নিয়ে যদি টেক্সানরা যায়। মার্কাস, মিসৌরিতে গরু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে এসমস্ত বাধার কথা মাথায় রাখতে হবে। আমার মনে হয় না পারব আমরা।'

প্রচ্ছন্ন ভাবে দ্বিমত পোষণ করল জেসন, 'ঝুঁকি তো নিতেই হবে, পিয়ার্স।'

'কিন্তু সফলতার সম্ভাবনা যেখানে শূন্য...'

'ইউনিয়নিস্ট আর কার্পেটব্যাগারদের নিয়ে আমাকে দুশ্চিন্তা করতে দাও,' দৃঢ় গলায় বলল জেসন। 'তোমাদের পছন্দ হবে না, কিন্তু ইউনিয়ন আর্মি থেকে সসম্মানে অবসর নেওয়ার কাগজ আছে আমার কাছে। ওটা দেখালে আমাদের বাধা দিতে সাহস পাবে না কেউ। সামান্য কিছু টাকাও আছে আমার, ইন্ডিয়ানদের যদি টোল দিতে হয়, তা হলে তা দেয়া যাবে। আর জেহওকার, ওদের ঠেকাব আমরা, আমাদের গরু চুরি করে নিতে দেব না কিছুতেই।'

জেসন থেমে যাবার পরও মুখ খুলল না কেউ। আবার শুরু করল জেসন, 'যদি তোমরা উত্তরে যেতে আপত্তি করো, তা হলে কলোরাডো যেতে পারি আমরা। খনি এলাকায় সবসময়েই গরুর চাহিদা থাকে।'

প্যাট হ্যানসন বলল, 'লিয়ানো এসকাডো পার হয়ে যেতে হবে তা হলে, মার্কাস। কোমাঞ্চিরা আমাদের গরুর পাল কেড়ে নেবে।'

'আমরা সবাই সৈনিক ছিলাম,' বলল জেসন, 'লড়াই করে ইন্ডিয়ানদের ঠেকাতে পারব আমরা।'

'কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ লিয়ানো এসকাডো পার হতে পারেনি,' আপত্তি করল প্যাট।

'তবে পারবে কেউ না কেউ,' জোর দিয়ে বলল জেসন। 'আসলে পারতে চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টাটা আমরাই করব না কেন?' একটু থেমে বলল, 'ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে, এখন আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত সার্বো ফ্ল্যাট থেকে সমস্ত গরু যাতে ভাড়াটে ক্রুরা নিয়ে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা। আর সে-কারণেই আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি।' সবার উপর চোখ বুলাল জেসন। 'কারও কোনও আপত্তি?'

ক্যারি বলল, 'মার্কাস ঠিকই বলেছে, আগের কাজ আগে। আগামীকাল থেকে গরু জড়ো করতে শুরু করব আমরা।'

ক্যারির কথায় আপত্তি জানাল না কেউ।

রাতে সবাইকে জানানো সম্ভব হয়নি, ভোর হতেই বুড়ো পিয়ার্সের দুই তরুণ ছেলেকে পাঠানো হলো ব্যান্ডেরা উপত্যকার অন্যান্য রানশারদের রাউন্ডআপের খবরটা দিতে। লোকবল যতো বাড়ে ততো ভাল।

পরবর্তী দু'দিন একে একে এসে হাজির হলো রানশাররা। তিরিশ জন রাইডারকে নিয়ে সার্বো ফ্ল্যাটে রাউন্ডআপ শুরু করল জেসন। যারা আসেনি তাদের মধ্যে জেস বার্নেট একজন। এক রানশার তার সঙ্গে কথা বলেছে। রানশারের কাছে জানা গেল: রাউন্ডআপের কথা শুনেই খেপে গিয়েছিল জেস, বলেছিল, এসব ফালতু সময় নষ্টের মধ্যে সে নেই।

কথাটা গায়ে মাখতে চায়নি জেসন, তবুও এককালের বন্ধুর এই বিদ্রূপ মন্তব্য ওর মনে গভীর ছাপ ফেলল। তবে বার্নেটের সাহায্য ছাড়াও চলবে, টেক্সানরা সংখ্যায় অনেক। ভোর থেকে শুরু করে সন্ধ্যা নামবার আগে পর্যন্ত একটানা চলল গরু জড়ো করবার কাজ। একেকদিনে দুশোর বেশি গরু সংগ্রহ করা গেল।

ফ্ল্যাটের কিনারায় ক্রীক আর পাহাড়ের মাঝখানে চারজন রাইডার থাকল জড়ো করা গরুর পাহারায়। সপ্তাহের শেষে ব্র্যাজোসের ক্যাটলম্যানরা ফ্ল্যাটের রুক্ষ অঞ্চলে পৌঁছে গেল। সেখানে স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডির ভাড়াটে ক্রুদের সঙ্গে দেখা হলো তাদের।

আগে দেখাটা হলো রিকি হ্যানসনের সঙ্গে। একটা ব্র্যান্ডহীন গরু ধাওয়া করছিল ও। গরুটা বালিময় একটা জমি পেরিয়ে ঢুকে পড়ে এক সারি ঝোপের ভিতর। রাইফেলের গুলি পাশ দিয়ে যাওয়ায় ঝোপের কাছে ঘোড়া থামায় রিকি। সামনের ঢালের উপর দু'জন রাইডারকে দেখে ও, লোকগুলো দ্বিতীয়বার গুলি করবার আগেই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করে।

গুলির আওয়াজ পেয়েই জেসন বুঝেছে দলের কেউ স্যাবিনভিল থেকে আসা ভাড়াটে ক্রুদের মুখোমুখি হয়েছে। এগিয়ে গেল ও তদন্ত করতে। শীঘ্রি দেখতে পেল উন্মত্তের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকেই আসছে রিকি। ওর পাশে এসে থামল।

জীবনে প্রথম কেউ রিকিকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে। ভয়ে ছেলেটার লাল লাল ফুটকি ভরা মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

কী ঘটেছে সেটা উত্তেজিত স্বরে জেসনকে খুলে বলল সে, মাঝে মাঝে তোতলাচ্ছে। 'গুলিটা আমার মাথার পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল!' কথা শেষ করল সে।

'ঠিক আছে রিকি,' সব শুনে বলল জেসন, 'ভাল করেছ তুমি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে এসে। দলের আর সবার কাছে ফিরে যাও তুমি, আমি যাচ্ছি ওই লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে।'

'সঙ্গে আরও লোক নেয়া উচিত তোমার।'

'ওখানে সমস্যা হবে না কোনও,' বলল জেসন। 'অন্তত এখনই নয়।'

এগিয়ে চলল জেসন, বালিময় জমিটা পার হয়ে ঘুরপথে চলে গেল ঝোপগুলোর পিছনে। একটু পরেই স্যাবিনভিলের ক্রু

দু'জনকে দেখতে পেল ও। দু'জনের একজন মেক্সিকান, অন্যজন মোটাসোটা এক অ্যাংলো আমেরিকান। ম্যাভরিকটাকে ল্যাসোর ফাঁসে ধরেছে তারা, এখন নিয়ে চলেছে দক্ষিণে। জেসনকে দেখে ঘোড়া থামাল আমেরিকান। মোটাসোটা লোকটার রাইফেল স্যাডলে আড়াআড়ি পড়ে আছে। মেক্সিকান গরুটাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল জেসন, দু'হাত রাখল স্যাডল হর্নের উপর। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এই এলাকাটাকে কী মনে করো তোমরা, নিজেদের কেনা জমি?'

লোকটা খসখসে গলায় বলল, 'আমার ওপর নির্দেশ আছে, মার্কাস। যদি ওটাই তোমার নাম হয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, আমার নাম মার্কাস। তোমারটা কী?'

'হথর্ন হিউস্টন।'

'তো হিউস্টন, তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদের মতো টেক্সানদের দেখলে গুলি করতে, না কি?'

'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ফ্ল্যাটে যতো গরু আছে সব রাউন্ডআপ করতে,' বলল হিউস্টন। 'তার মানে হচ্ছে আর কাউকে গরু নিয়ে যেতে দেয়া যাবে না।' স্যাডলের উপরে রাখা রাইফেলটা সামান্য সরাল সে। ব্যাপারটা জেসনের নজর এড়াল না। 'বারোজন দক্ষ লোক আছে আমার সঙ্গে। আরও যদি লোক দরকার হয় তা হলে তা-ও পাবো।'

রাইফেলটা খেয়াল করছে জেসন। ওটা এখন ওর পেট বরাবর আছে। কিন্তু ও যদি হঠাৎ করে সরে যায় তা হলে রাইফেল তুলে ওর দিকে তাক করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ে যাবে লোকটা। হিউস্টনের দিকে তাকাল জেসন, হাত সরিয়ে নিল স্যাডল হর্নের উপর থেকে, ধূসর ঘোড়াটার রাশ পেঁচিয়ে ছোট করে ধরল এক হাতে। 'এবার আমিও একটু তোমার মতো বকবক করি, হিউস্টন,' তৈরি হয়ে বলল জেসন। 'আমার সঙ্গে

তিরিশজন লোক আছে।'

'কিন্তু সুবিধেজনক অবস্থায় আছি আমি,' ঘোঁৎ করে উঠল ষাঁড়। 'কক্ করা রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল আছে আমার। আর অস্ত্রটা তোমার দিকে তাক করা।'

'তাতে লাভ কী!' বলেই রাশে টান দিয়ে এক ঝটকায় ধূসর ঘোড়াটাকে পাঁচ ফুট বামে সরিয়ে নিল জেসন।

গর্জে উঠল হিউস্টনের রাইফেল। গুলিটা জেসনের ধারেকাছে যায়নি দেখে অভিশাপ দিল লোকটা। ততোক্ষণে জেসনের হাতে রিভলভার বেরিয়ে এসেছে, ঘোড়াটাকে হিউস্টনেরটার পাশে এনেই লোকটার মাথায় সজোরে রিভলভারের নল নামিয়ে আনল জেসন। মাথা নিচু করে আঘাতটা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল হিউস্টন, কিন্তু তার চাঁদিতে লাগল জোরাল বাড়িটা। স্যাডলে কাত হয়ে গেল লোকটা, তারপর তার গুলির আওয়াজে ভীত ঘোড়াটা লাফালাফি শুরু করতেই ধড়াস করে পড়ল নীচের পাথুরে জমিতে। উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল বেশ খানিকক্ষণ, তারপর হাত আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল। রাইফেলটা হারিয়েছে সে, কিন্তু তার কোমরে একটা রিভলভার আছে।

সতর্ক করল জেসন, 'ওঠার আগে গানবেল্ট আর হোলস্টার খুলে মাটিতে ফেলো।'

বোকার মতো জেসনের দিকে তাকাল হিউস্টন। পতনের চমকটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বেল্ট আর হোলস্টার খুলে মাটিতে ফেলে উঠে দাঁড়াল সে, অল্প অল্প টলছে।

'তুমিই কি স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডির ক্রুদের নেতা?' জিজ্ঞেস করল জেসন।

'হ্যাঁ। চাক ড্যান্ডি এখানে না থাকলে।'

'সে এখন কোথায়?'

'গতকাল স্যাবিনভিল গেছে।' কড়া চোখে জেসনের দিকে তাকাল লোকটা। 'তবে ফিরে আসবে সে। আর ও যখন ফিরবে,

তোমার খবর আছে।'

'আমি তৈরি থাকব,' শান্ত গলায় বলল জেসন। 'ও না আসা পর্যন্ত তুমি আর তোমার ক্রুরা আমাদের ধারেকাছে থাকবে না। এদিকে রাউন্ডআপ করব আমরা, কাজেই চাই না তোমরা কোনও ঝামেলা করো। আরেকটা কথা, হিউস্টন, আর যদি কখনও আমার লোকদের লক্ষ্য করে গুলি করা হয়, তা হলে তোমাদের ক্যাম্পে গিয়ে সবক'জনকে ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দেব আমি, বুঝতে পেরেছ?'

'শুনলাম, মার্কাস,' খানিকটা অবিশ্বাস ঝরল হিউস্টনের কণ্ঠ থেকে।

'তা হলে এবার রওনা হয়ে যাও।'

নিচু স্বরে গাল বকল হিউস্টন, জেসনের হাতের তৈরি রিভলভারটা দেখল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল।

লোকটার যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে আছে জেসন, এমন সময় দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হলো প্যাট আর রিকি হ্যানসন। তাদের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন আছে। জেসনকে ঘিরে থামল সবাই।

রিকি জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, জেসন? একটা গুলির আওয়াজ পেয়েছি আমরা।'

'আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল,' বলল জেসন। 'কিন্তু লক্ষ্যস্থির করতে পারেনি। ওর মাথায় রিভলভারের নল দিয়ে একটা বাড়ি দিয়েছি আমি, তারপর আলাপ করেছি। ওকে আমি সতর্ক করে দিয়েছি, আবার যদি গোলাগুলির ঘটনা ঘটে তা হলে ওকে দলবল সুদ্ধ ফ্ল্যাট থেকে বের করে দেব। লোকটা কথা শুনবে কি না জানি না, কাজেই এখন থেকে আমরা কেউ একা গরু ধরতে যাব না। অন্তত দু'জন করে থাকবে প্রতি দলে। চোখ-কান খোলা রাখবে সবাই।'

প্যাট হ্যানসন বলল, 'এখনই ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছি না কেন

আমরা? তা হলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত যে, গোলাগুলি হবে না আর।'

মাথা নাড়ল জেসন। 'কাজটা করা ঠিক হবে না। আর্মির কাছে নালিশ জানাতে পারবে তা হলে অ্যালবার্স আর ড্যান্ডি। আর্মি আমাদের পাহারা দিয়ে রাখলে রাউন্ডআপ করতে পারব না।' মৃদু হাসল জেসন। 'চিন্তা কোরো না, প্যাট, শীঘ্রি বিরাট ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে।'

জেসনের মন বলছে, চরম একটা সংঘর্ষ দ্রুত এগিয়ে আসছে।

বারো

এবার নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলল রাউন্ডআপের কাজ, অ্যালবার্স আর ড্যান্ডির ক্রুরা কোনও ঝামেলা করল না। এমন কী হিউস্টন বা তার লোকদের ফ্ল্যাটে আর দেখাও গেল না। ব্যাপারটা লক্ষ করেছে প্যাট হ্যানসন, রিকির সঙ্গে লোকগুলোর দেখা হওয়ার তিনদিন পর জেসনকে সে বলল কথাটা। 'তোমার কি মনে হয় ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে ওরা?'

'আমাদের খোঁজ করে দেখতে হবে আসলে ব্যাপারটা কী,' বলল চিন্তিত জেসন। 'আমরা এখানে রাউন্ডআপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি, এদিকে হয়তো অ্যালবার্স আর ড্যান্ডি জড়ো করা গরু টালি ছাড়াই ব্র্যাজোস নদীর ওপাড়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

'আমাদের উচিত না খোঁজ নিয়ে জানা?'

'উচিত।'

সবাইকে নিজেদের কাজ করতে বলে আধঘণ্টা পর রওনা হলো জেসন আর প্যাট হ্যানসন। আড়াআড়ি ভাবে সার্বো ফ্ল্যাট পাড়ি দিচ্ছে ওরা। দুপুর ঘনাল। ভাড়াটে ক্রুদের একজনকেও চোখে পড়েনি ওদের। দুপুরের পর অনেক দূরে ধুলোর মেঘ দেখল দু'জন। আরও এক ঘণ্টা পর স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা, বিরাট এক পাল গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে ভাড়াটে ক্রুরা।

'অন্তত পনেরোশো গরু,' মন্তব্য করল প্যাট।

'আগামীকাল শেষ বিকেলে স্যাবিনভিল পৌঁছবে ওগুলো,' বলল জেসন। 'প্যাট, আমি মেজর হলিঙ্গারকে জানাতে যাব যে অ্যালবার্স আর ড্যান্ডি গরুর পাল নিয়ে রওনা হয়েছে। তুমি ফিরে যাও। রানশারদের দশ-বারোজন সঙ্গে নিয়ে শহরে চলে এসো।'

'ওখানে ঝামেলা হবে ভাবছ?'

'না। কিন্তু নিজেদের শক্তিমত্তা দেখানো দরকার।'

'ঠিক আছে। ওদের নিয়ে আসছি আমি।'

'প্যাট...'

'কী?'

'বাছাই করে লোক নিয়ো। মাথা-গরম কাউকে নেবে না। ওখানে গোলমাল যদি বাধেই, আমি চাই না সেটা আমরা শুরু করেছি তা কেউ বলতে পারুক।'

মাথা ঝাঁকাল প্যাট হ্যানসন, ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সার্বো ফ্ল্যাটের দিকে রওনা হয়ে গেল।

সপ্তাহে দু'দিন মাত্র স্যাবিনভিলে স্টেজকোচ আসে। চারদিন পেরিয়ে গেল, তারপর ওয়েদারফোর্ড থেকে এলো ইন্সপেক্টর। ফোর্ট রিচার্ডসনের কমান্ডারকে বলে একজন ইন্সপেক্টরের

বন্দোবস্ত করেছে মেজর হলিঙ্গার। লোকটা স্যাবিনভিলে পৌঁছোনোর পর দেখা গেল সে আর কেউ নয়, সেই লালমুখো শহুরে ঘুষখোর স্যামুয়েল ট্যালবট।

লোকটা যেদিন পৌঁছল তার পরদিন শুরু হলো গরু টালি করবার কাজ। ঠিক মতো টালি করা হচ্ছে সেটা নিশ্চিত করতে হাজির থাকল ব্র্যাজোসের তেরোজন রানশার। আরও রয়েছে ক্যাভালরির সৈনিক নিয়ে এক অফিসার। ভুল গণনার কোনও সুযোগ থাকল না।

ব্র্যাজোসের রানশারদের মধ্যে একমাত্র জেসনেরই টালির ব্যাপারে কোনও বিরূপ মনোভাব নেই। চাক ড্যান্ডির দাড়িওয়ালা মুখটা সর্বক্ষণ থমথম করল। ব্র্যান্ড বলে যাওয়ার সময় তিক্ত শোনাল তার কণ্ঠ। সামান্য সময়ের জন্য এলো স্যাম অ্যালবার্স। এখনও তার ডানহাত স্লিঙে ঝুলছে। জেসনকে দেখে তার চোখে কীসের যেন শীতল ছায়া ঘনাল। অ্যালবার্স আর ড্যান্ডির ব্র্যান্ড করা গরুর সংখ্যা দেখে আপত্তি তুলল রানশাররা। প্যাট হ্যানসন জেসনকে বলল, ‘পনেরোশো গরুর মধ্যে চারশো সাঁইত্রিশটাই ওদের গরু। ওরা চুরি করে আমাদের ফতুর করে দিচ্ছে, মার্কাস!’

‘ম্যাভরিক্স্,’ বলল জেসন। ‘রেঞ্জে ব্র্যান্ডহীন গরুর সংখ্যা অনেক।’

‘কিন্তু তারপরও একটা পালে চারশো সাঁইত্রিশটা?’

প্যাট হ্যানসন অভিযোগ করে চলল। তার অসন্তোষ প্রকাশের কারণ আছে। গরুগুলোয় ব্র্যান্ড না থাকুক, ওগুলো আসলে এলাকার রানশারদেরই গরু। বাইরের লোক এখন ওগুলোতে নিজেদের ব্র্যান্ড করে মালিক সেজে বসছে। আইনত কোনও দোষ করছে না অ্যালবার্স কিংবা ড্যান্ডি, তবুও নীতিগত ভাবে ব্যাপারটা মেনে নেওয়া কঠিন। জেসনেরও খারাপ লাগছে এভাবে গরু ছিনতাই হতে দেখে। কিন্তু অন্যান্যদের চেয়ে ভাল করে জানে ও, কিছুই আসলে করবার নেই এ-ব্যাপারে।

শেষ গরুটাও টালি হয়ে যেতে জটলা করে দাঁড়াল ব্র্যাজোসের রানশাররা। তাদের সঙ্গে আছে ইন্সপেক্টর ট্যালবট, লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলি এবং তার সৈনিকরা।

ট্যালবট জিজ্ঞেস করল, ‘এবারের টালি তোমাকে সন্তুষ্ট করেছে, মার্কাস?’

নড করল জেসন। ‘যতোটা যা দেখলাম তাতে চুরির কোনও সুযোগ ছিল না এবার।’

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যালবট। ‘ওয়েদারফোর্ড ফিরে যাচ্ছি আমি আগামী স্টেজে। ওখানে কোর্টহাউসে রেকর্ড করে দেব টালি অনুযায়ী।’ পকেট থেকে রুমাল বের করে ধুলো আর ঘাম মুছল সে থলথলে মুখ থেকে। ‘ড্রিঙ্ক করতে যাচ্ছি আমি এখন। আর কেউ যেতে চাও আমার সঙ্গে?’

চাক ড্যান্ডি বলল, ‘আমি আসছি, ট্যালবট।’ লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলির দিকে তাকাল সে। ‘এবার নদী পার করে গরু নিয়ে যাবার ব্যাপারে আর কোনও আপত্তি আছে তোমাদের?’

‘না,’ জানাল লেফটেন্যান্ট।

চিৎকার করে ক্রুদের গরু নিয়ে রওনা হওয়ার কথা বলল ড্যান্ডি, আগামী ভোরে ড্রাইভ শুরু করবে তারা। এবার সে ইন্সপেক্টর ট্যালবটের পিছু নিয়ে সেলুনে ঢুকল।

‘চলো, যাওয়া যাক,’ প্যাট হ্যানসনকে বলল জেসন।

ব্র্যাজোসের রানশারদের সঙ্গে ফিরতি পথ ধরল জেসন। পথে ম্যাভরিক করা গরুগুলোর কথা তুলে বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করল প্যাট হ্যানসন।

‘স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডির মন খারাপ হবার কোনও কারণ নেই,’ বলল সে। ‘এটা ঠিক যে সঠিক ভাবে গরু গণনা করা হয়েছে, ওরা ফিরে এলে হয়তো টাকাও বুঝে পাবো, কিন্তু তারপরও বলতে হয় ওরা বিনা পুঁজিতে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। আমাদের গরুতে নিজেদের ব্র্যান্ড বসিয়ে বিক্রি করে

বড়লোক হয়ে যাচ্ছে ওরা।'

'ওরা গোটা ব্যাপারটাকে এভাবে দেখছে না,' বলল জেসন। 'ওরা সব চায়। প্রায় সমস্ত গরু নিজেদের হোক সেটা চায়। এই এলাকা থেকে বিরাট মাপের মুনাফা তুলতে চেয়েছিল দু'জন, আমাদের কারণে এখন তাদের পরিকল্পনায় মস্ত বাধা সৃষ্টি হয়েছে। ওদের ভাল লাগার কোনও কারণ নেই।'

'কিন্তু আর কিছু করার নেই ওদের, ঠিক?'

'না,' দ্বিমত পোষণ করল জেসন। 'শীঘ্রি এর একটা বিহিত করতে চেষ্টা করবে তারা।'

'কী করবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেসন। 'যারা বিরাট মাপের মুনাফার পেছনে কাজ করে তারা ছোটখাটো দুয়েকটা ক্ষতি হলে থেমে যায় না। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, প্যাট। ওরা চাল দিলে সেটা প্রতিহত করার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।'

'কীভাবে?'

'আপাতত একটা কাজ করতে পারি আমরা,' বলল জেসন। 'ওরা যাতে ব্র্যান্ড ছাড়া গরু সহজে খুঁজে না পায় সে-ব্যবস্থা করতে পারি। সেক্ষেত্রে এখন থেকে ব্র্যান্ডহীন গরু ব্র্যান্ড করা আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত। আমার ধারণা এর পরেরবার অ্যালবার্স আর ড্যান্ডি ব্র্যান্ড করা গরু জড়ো না করে ব্র্যান্ড ছাড়া গরুতে নিজেদের ব্র্যান্ড বসিয়ে জড়ো করবে। তার আগেই আমরা ব্র্যান্ডিঙের কাজ শুরু করতে পারি।'

'আর যে গরুগুলো আমরা জড়ো করেছি সেগুলো বিক্রির ব্যাপারে কী হবে?'

'ওগুলো নিয়ে কয়েক সপ্তাহ পরেও রওনা হতে পারব আমরা।'

প্যাট হ্যানসনকে চিন্তিত দেখাল। 'দেখা যাক ক্যাম্পে গিয়ে ছেলেরা কী বলে।'

রানশাররা একমত হলো: আপাতত গরু নিয়ে ড্রাইভ শুরু না করে ব্র্যান্ড ছাড়া গরুগুলো নিজেরা ব্র্যান্ড করবে। এদিকে জড়ো করা গরুর পালের দায়িত্ব দেওয়া হলো বুড়ো পিয়ার্স এবং আরও কয়েকজন বয়স্ক রানশারকে। খুশিই হলো তারা ঝোপঝাড়ের ভিতর বুনো গরু ধাওয়া করতে হবে না জেনে।

এবার আলাপ মোড় নিল অন্যদিকে। ব্র্যান্ডহীন গরুগুলোকে ব্র্যান্ড করলেই তো চলবে না, নিশ্চিত হতে হবে সব ক'জন রানশার ঠিক মতো গরু ভাগে পাচ্ছে। শেষে ঠিক হলো সমস্ত ব্র্যান্ডহীন গরুর গায়ে বড় একটা এম ব্র্যান্ড করা হবে। পরে সবাই সমান ভাবে গরু বিক্রির টাকা বুঝে নেবে।

গরুর পালে তিন-চারশো ব্র্যান্ডহীন গরু আছে। ঠিক হলো ওগুলো দিয়েই কাজ শুরু করা হবে। পরবর্তী দুটো দিন গেল জড়ো করা গরু এম ব্র্যান্ড করতে। কাজটা শেষ হওয়ার পর পালের পাহারায় কয়েকজনকে রেখে বাকি সবাইকে নিয়ে সার্বো ফ্ল্যাটের গভীরে ঢুকল জেসন ব্র্যান্ডহীন গরু খুঁজতে। এলাকা থেকে গরুর দু' দুটো বড় পাল সংগ্রহ করায় গরুর সংখ্যা কমে গেছে। ফ্ল্যাটের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে চলে যেতে হলো ওদের গরু খুঁজতে। তবে প্রথমদিনই সাতষট্টিটা গরুর গায়ে এম ব্র্যান্ড বসাতে পারল ওরা।

সন্ধ্যায় ক্যাম্পে ফিরে জেস বার্নেটকে ওখানে দেখে বিস্মিত হলো জেসন। ওর বিস্ময় আরও বাড়ল বার্নেট ওকে ডাকছে দেখে।

'এই যে, জেসন! তোমার জন্যে খবর আছে!'

জেসন সামান্য দেরিতে বুঝল বার্নেট আসলে মাতাল।

রান্নার আগুনের কাছ থেকে সরে এলো ক্যারি হ্যানসন, ওর তাড়াহুড়ো দেখে মনে হলো বার্নেট আর জেসনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে সে-ভয় পাচ্ছে ও। জেসনের চোখে চোখ রেখে মাথা

নাড়ল ক্যারি, নীরবে যেন বলছে: জেস বার্নেটকে ঝগড়া শুরু করার সুযোগ করে দিয়ো না।

জেসন জিজ্ঞেস করল, 'কী বলবে, জেস?'

প্যান্টের পকেট থেকে প্রায় খালি একটা হুইস্কির বোতল বের করল জেস বার্নেট, ওটা জেসনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দুঃসংবাদটা শোনার আগে কয়েক ঢোক গিলে নাও।' বার্নেটের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, চোখ দুটো রক্তলাল। 'আরে বিশ্বাসঘাতক টেক্সান, নিজেকে সামলাতে হলে মদ গিলতে হবে তোমাকে।'

বার্নেট যাতে অপমানিত না বোধ করে সেজন্য বোতলটা নিয়ে এক ঢোক খেলো জেসন। বোতলটা ও ফিরিয়ে দিতেই এক চুমুকে বাতি সোনালী তরল শেষ করে ফেলল বার্নেট। বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে, হেঁচকি তুলতে শুরু করল, ঠোঁটে বোকার হাসি।

'শহরে গেছিলাম। ওখানে ড্রিঙ্ক করতে গিয়ে কয়েকটা কথা শুনেছি।'

'বলে ফেলো, জেস।'

'ওয়েদারফোর্ডগামী স্টেজটা গতকাল থামানো হয়েছিল। ডাকাতরা যাত্রীদের সবার সবকিছু কেড়ে নেয়। অন্য তিনজনের সঙ্গে ইন্সপেক্টর ট্যালবটও ছিল।' হাসল জেস বার্নেট। 'এবার আমাকে জিজ্ঞেস করো তো, মার্কাস, ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে কী নিয়ে গেছে ডাকাতরা? কই, জিজ্ঞেস করো!'

'আন্দাজ করতে পারছি,' গম্ভীর চেহারায় বলল জেসন। 'টালির রেকর্ড।'

'ঠিক, অতি বুদ্ধিমান জেসন মার্কাস, ঠিক ধরেছ তুমি।'

'তোমার ধারণা স্টেজ ডাকাতিই হয়েছে টালির রেকর্ডের জন্যে, তা-ই না, জেস?'

'তা হলে আর কীসের জন্যে?'

ক্যারি বলল, 'জেস বার্নেট, খুশি খুশি ভাব দেখিয়ো না। তোমাকে এই চরিত্রে মানাচ্ছে না। তোমাকে আমি দায়িত্বশীল মানুষ বলে মনে করতাম। এটা ঠিক যে, অ্যালবার্সরা জেসন মার্কাসকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। ওরাই যে স্টেজ থামিয়ে ডাকাতি করিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নইলে টালির রেকর্ড নিয়ে যেত না। এখন ওয়েদারফোর্ডের কোর্টে টালির রেকর্ড লিপিবদ্ধ হবে না। আমরাও ওই পালে আমাদের যে পরিমাণ গরু আছে তার টাকা পাবো না। জেসন মার্কাস শুধু একাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা সবাই। তুমিও বাদ যাওনি। মনে রেখো, তোমার কিছু গরুও ওই পালে ছিল।'

'কী যায় আসে যদি আরও কয়েকটা গরু যায় আমার?' টলছে জেস বার্নেট। 'আরও খবর আছে। শুনতে চাও না, মার্কাস?'

'না বললে তোমার পেটের ভাত হজম হবে না,' বলল গম্ভীর জেসন। 'কাজেই বলে ফেলো।'

'স্যাম অ্যালবার্স লোক ভাড়া করছে। কঠোর সব লোক। তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ব্র্যান্ডহীন গরু দেখলেই অ্যালবার্স আর ড্যান্ডির ব্র্যান্ড বসিয়ে দেবে।'

'ওরা এরকম কিছু করবে তা ভেবেছিলাম আমি,' তিক্ত শোনাল জেসনের কণ্ঠ।

'একশোজন রাইডার,' বলল বার্নেট। 'প্রত্যেকের কাছে একটা করে ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন দেয়া হয়েছে।'

'খুশি মতো কাজ ও করতেই পারে,' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল জেসন।

পিছন থেকে জেস বার্নেট বলল, 'আরেকটা কথা, তোমার এক বান্ধবীকে শহরে দেখলাম। মেজর হলিঙ্গারের বউ, লিজা হলিঙ্গার।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জেসন, কড়া গলায় বলল, 'ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যাও, বার্নেট। তোমার মাতলামি দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছি আমি।'

কিন্তু জেস বার্নেট ঝগড়াটে মুডে আছে। চিৎকার করে বলল, 'বিশ্বাসঘাতক টেক্সান, তুমি হয়তো ভাবছ আমার সঙ্গে লাগলে পারবে। চলে এসো, মার্কাস, দেখা যাক সামান্যতম পুরুষত্ব আছে কি না তোমার মধ্যে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি নেই।'

জেস বার্নেটের দিকে পা বাড়িয়েছিল জেসন, কিন্তু দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ক্যারি হ্যানসন, দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'এখন লড়াইয়ের সময় নয়, মার্কাস। জেস বার্নেট যা বলছে তা হয়তো সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কখনোই বলবে না। তা ছাড়া, লড়াই করার ক্ষমতা নেই এখন ওর। তুমি এখান থেকে সরে যাও, মার্কাস, পরে...'

টলতে টলতে জেসনের দিকে এগোল বার্নেট, ক্যারি বাধা দেওয়ায় বলল, 'যেতে দাও আমাকে। ওকে একটা শিক্ষা দেয়ার সময় হয়েছে। আমিই ওকে...'

জেস বার্নেটের বুকে ধাক্কা দিল ক্যারি। বার্নেট এতো বেশি মদ গিলেছে যে সামলাতে পারল না, হোঁচট খেতে খেতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ক্যারি যদি চট করে তার হাত ধরে ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য না করত, তা হলে হুড়মুড় করে পড়েই যেত সে।

ঘুরে দাঁড়াল বিরক্ত জেসন, পা বাড়িয়ে খেয়াল করল, দশ-বারোজন র‍্যাঞ্চার ওর দিকে আগের সেই বিদ্বেষ নিয়ে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে জেসন বুঝতে পারল, এখানে কেউ আসলে ওর উপস্থিতি মেনে নেয়নি। বড়জোর বলা যেতে পারে, সহ্য করা হয়েছে ওকে। জেস বার্নেট যদিও ঝামেলা করতেই ক্যাম্পে এসে হাজির হয়েছে, তবুও তার পক্ষই নিয়েছে র‍্যাঞ্চারেরা সবাই।

বুকের ভিতর অদম্য রাগ অনুভব করল জেসন। ধূসর ঘোড়াটার পিঠ থেকে স্যাডল খুলে অন্য একটা ঘোড়ার পিঠে চাপাল ও, তারপর রওনা হয়ে গেল। কোথায় যাবে জানে না জেসন। তবে এটা জানে, বিরূপ মনোভাব পোষণকারী এই লোকগুলোর কাছ থেকে খানিকক্ষণের জন্য হলেও দূরে সরে যেতে হবে ওকে, নইলে ওর সঙ্গে ঝগড়া বেধে যাবে কারও না কারও।

তেরো

স্যাবিনভিলের সেলুনগুলোর একটায় ঢুকে ড্রিঙ্ক নিল জেসন। তৃতীয় আউন্সটা শেষ করে ওর মাথায় ঢুকল: পরিস্থিতি মোকাবিলা না করে জেস বার্নেট আর মেজর হুলিঙ্গারের মতো মদ খেয়ে আসলে নিজেকে ছোট করবে ও। সেলুনের হৈ-চৈ আর ভাল লাগল না ওর, বেরিয়ে এলো জেসন ওখান থেকে। খেয়াল করেছে আজ সেনাদের চেয়ে বেসামরিক লোকদের সংখ্যা কম ছিল না সেলুনে। অনেকের আলাপই কানে এসেছে ওর, তা থেকে জানা গেছে, স্যাম আলবার্স আর চাক ড্যান্ডির ফার্মে লোক ভাড়া করছে সে-খবর পেয়ে এসেছে অনেকে।

কয়েকটা সিগার কিনল জেসন, একটা ধরিয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে শুরু করল। খালি পেটে হুইস্কি গিলেছে ও, এখন হাঁটবার সময় মনে হচ্ছে পা দুটোর নিজস্ব ইচ্ছে আছে, এদিক ওদিক চলে যেতে চায়। সেলুনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল জেসন, সিগার

ফুঁকতে ফুঁকতে নেশা কমে যাবে সে-অপেক্ষায় থাকল। রাস্তার উল্টোপাশ থেকে সেলুনের দিকে এগিয়ে এলো এক লোক, কিন্তু সেলুনে না ঢুকে জেসনের দিকে আসতে শুরু করল। চোখে খানিকটা অস্পষ্ট দেখছে জেসন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর লোকটাকে চিনতে পারল। মার্শাল রোমেল। মার্শাল সামনে এসে দাঁড়ানোয় ও জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছো, মার্শাল?'

'ভাল,' জবাব দিল রোমেল। 'তুমি?'

'ভাল কি না সেটা আগে ভেবে দেখতে হবে।'

বাঁকা হাসল মার্শাল। 'মাতাল হয়ে গেছ?'

ঝাপসা চোখে লোকটার হাসি দেখে জেসনের মনে হলো শয়তানি হাসি হাসছে মার্শাল। ও বলল, 'খালিপেটে তিন আউন্স রেডআই, মার্শাল। ও, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম তোমাকে।'

'কী ব্যাপারে?'

'শুনলাম স্টেজ ডাকাতি হয়েছে। কথাটা সত্যি?'

'হ্যাঁ, শহর থেকে দু'মাইল দূরে ডাকাতিটা হয়। ঘটনার পর ড্রাইভার ফিরে এসে শহরে আমার কাছে রিপোর্ট করে। ক্যাম্প স্যাবিন থেকে একদল সৈন্য গেছে ডাকাতদের ধরতে। আমিও তাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। ডাকাতরা ধরা পড়েনি।'

'ডাকাত ধরতে হয়তো স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মার্শালের। 'হঠাৎ এ-কথা কেন বলছ, মার্কাস?'

'ইন্সপেক্টর ট্যালবটের কাছ থেকে টালি রেকর্ড নিয়ে গেছে ডাকাত।'

হাসল মার্শাল। 'সেই সঙ্গে কিছু টাকাও নিয়ে গেছে। অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকেও টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়েছে। বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছ, কিন্তু যা বলতে চাইছ তার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই।' মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে মার্শালের।

এবার খানিকটা কড়া স্বরে বলল, 'যা ভাবছ সেসব কথা বলে না বেড়ালেই ভাল করবে তুমি, মার্কাস। ফালতু সন্দেহ নিজের কাছেই রাখো। এমনিতেই তোমাকে পছন্দ করে না এমন লোকের সংখ্যা অনেক।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলুনের দরজার কাছে চলে গেল মার্শাল রোমেল, তারপর থামতে হলো তাকে। দু'জন আরোহী সেলুনের সামনে ঘোড়া থামিয়েছে। একজন জিজ্ঞেস করল, 'অ্যালবার্স-ড্যান্ডি আউটফিট কোথায় বলতে পারবে?'

হাত তুলে দেখাল মার্শাল। 'আরও সামনে, রাস্তার উল্টোপাশে। এগোলেই সাইনবোর্ড দেখতে পাবে। অফিস খোলাই আছে। কাজ খুঁজছ তোমরা?'

'হ্যাঁ। ওয়েদারফোর্ডে শুনলাম লোক নিচ্ছে ওরা।'

'ঠিক জায়গাতেই এসেছ তোমরা।' সেলুনে ঢুকে গেল মার্শাল। স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডির অফিসের দিকে চলল দুই অশ্বারোহী।

'এখন বুঝতে পারছি,' বিড়বিড় করল জেসন। একটা রেস্তোরাঁর খোঁজে এগোল ও। এক কাপ কড়া কফি দরকার ওর নেশা কাটাতে।

আধঘণ্টা পর কফি শেষ করে ঘোড়ায় উঠল ও, ঘোড়ায় চেপে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। নেশা কমে গেছে ওর, আরও কমছে। এখন আস্তে আস্তে আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারছে অ্যালবার্স আর ড্যান্ডির ভাড়া করা লোকদের ব্যাপারে কী করা যায়।

পরিকল্পনাটা কাউকে বলল না জেসন। রেঞ্জে ব্র্যান্ড-ছাড়া গরু জড়ো করছে অ্যালবার্সদের ক্রুরা। টেক্সান রানশাররা শতমুখে অভিযোগ করছে এ-ব্যাপারে। ঘটনার এই পর্যায়ে এক রাতে ক্যারি আর প্যাট হ্যানসনের কাছে নিজের প্ল্যান খুলে বলল জেসন। প্রথমে ওদের জানাল একা ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায়

ও। নিভন্ত আগুনের ধারে বসল ওরা তিনজন। জেস বার্নেটের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর এই প্রথম মুখোমুখি হলো ক্যারি আর জেসন।

'কী ব্যাপার, মার্কাস?' জেসন বসবার পর জিজ্ঞেস করল ক্যারি।

'সবাই যে ব্যাপারে অভিযোগ করছে সে-ব্যাপারে আমার কিছু কথা আছে,' বলল জেসন। একটা সিগার ধরাল। 'ভাড়াটে ক্রুদের ব্র্যান্ড ছাড়া গরু জড়ো করা বিষয়ে বলছি আমি। এতোদিন আমরা যা করেছি তার ওপরই টেক্কা দিয়েছে অ্যালবার্স আর ড্যান্ডি। আমাদের কিছু করার ছিল না। কিছু করতে গেলেই আর্মির সাহায্য চাইত ওরা। কিন্তু এখন ওসব ভেবে কোনও লাভ নেই। ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে, নইলে অ্যালবার্স আর ড্যান্ডি আমাদের ফতুর করে বড়লোক হবে। ওরা...'

'আসল কথায় এসো,' মাঝখান থেকে বলল প্যাট হ্যানসন। 'কী করবে ভাবছ?'

'পুরো রেঞ্জে ছড়িয়ে আছে ওদের ক্রুরা,' বলল জেসন। 'দু'জন করে কাজ করছে তারা। এক জায়গায় তিন-চার জনের বেশি কখনোই থাকছে না। কয়েক সপ্তাহ চলতে পারার মতো খাবারদাবার, রসদপত্র আছে প্রত্যেক দলের কাছে। প্রতি দলের আছে একটা করে ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন। সাহসী কয়েকজন লোক ওদের তাড়িয়ে দিতে পারবে।'

ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল ক্যারি। প্যাট হ্যানসন সায় দিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

আবার শুরু করল জেসন, 'ওদের বেশিরভাগই ছন্নছাড়া ভবঘুরে। হাতে গোনা কয়েকজন হয়তো ঝামেলা করতে পারে। আসল ঝামেলা আসবে আর্মির কাছ থেকে, অ্যালবার্স আর ড্যান্ডি মেজর হলিঙ্গারকে নালিশ জানালেন। কিন্তু এরও সমাধান আছে। র‍্যানশারদের বেশিরভাগই যদি এসবে না জড়ায় তা হলে

আর্মি তাদের কিছু বলবে না। যা করার আমরা তিন-চারজন করব।'

'হঠাৎ এরকম একটা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ কী তোমার, মার্কাস?' জিজ্ঞেস করল ক্যারি।

'স্টেজ ডাকাতি,' বলল জেসন। 'অ্যালবার্স আর ড্যান্ডি যখন নোংরা খেলায় মেতেছে তখন আমাদেরও ভিন্ন পথ বেছে নিতে হবে।'

'আমি রাজি,' বলল প্যাট হ্যানসন।

'আরও কয়েকজনকে দরকার হবে আমাদের,' বলল চিন্তিত জেসন। 'অবিবাহিত সাহসী লোক হতে হবে তাদের। কিছু যদি উল্টোপাল্টা ঘটে, সে-কারণে বিবাহিতদের বাদ রাখব আমরা।'

'স্টেস ওভারলি আর উলফ লারসেন?' প্রস্তাবের সুরে জিজ্ঞেস করল প্যাট হ্যানসন।

'চলবে।'

'ওদের ডেকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বলল প্যাট হ্যানসন।

জেসনের দিকে তাকাল ক্যারি, হঠাৎ করেই কঠোর হয়ে গেছে ওর দৃষ্টি। 'এবার গোলাগুলি শুরু হবে। মনে রেখো, এর মধ্যে কোনও নোংরা কৌশল থাকলে যে কৌশল করছে সে ঠিকই ধরা পড়ে যাবে।'

ক্যারির চোখে তাকাল জেসন। 'কী বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বলো।'

'যা করতে চলেছ তাতে স্যাম অ্যালবার্স আর তোমার মধ্যে বিরোধ বাধবে,' বলল ক্যারি। 'আমার ধারণা বিরোধ বাধুক সেটাই তুমি চাও। ওকে পথ থেকে সরাতে চাইছ তুমি। চাইছ লিজা হলিঙ্গারকে একান্ত করে পাবার জন্যে। তোমার কি মনে হয় রক্তপাতের মাধ্যমে পাবার মতো দামি ওই মহিলা?'

জেসন কোনও জবাব দেবার আগেই হেঁটে ওখান থেকে চলে গেল ক্যারি।

ওরা চারজন মাঝরাতে রওনা হলো। সবার সঙ্গে একটা করে রসদবাহী ঘোড়া আছে। প্রত্যেকে সঙ্গে নিয়েছে প্রচুর গুলি, রাইফেল আর রিভলভার। প্যাট হ্যানসন ব্যগ্র হয়ে আছে ভাড়াটে ক্রুদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য. স্টেস ওভারলি একজন মাথাগরম আইরিশ. মারামারির সম্ভাবনা দেখলে সেখান থেকে তাকে নড়ানো যায় না: আর উলফ লারসেন সর্বক্ষণ হাসে, চোখে খেলা করে দুরন্ত দুঃসাহস। ব্র্যাজোস এলাকায় বহিরাগত দখলদারদের মোকাবিলা করতে আগ্রহ বোধ করছে জেসনও। চুপ করে তাদের অন্যায্য কর্মকাণ্ড দেখতে দেখতে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে ওর।

একই গতিতে এক ঘণ্টা ঘোড়া ছোটাল ওরা, তারপর পৌঁছল অ্যালবার্স-ড্যান্ডির ভাড়াটে ক্রুদের একটা ক্যাম্পে। দু'জন আছে ওখানে, সন্ধ্যার আগে দেখেছে প্যাট হ্যানসন। দু'জনই ঘুমাচ্ছিল, তাদের ঘুম ভাঙবার আগেই চড়াও হলো জেসন এবং অন্যান্যরা। প্যাট হ্যানসন চেঁচিয়ে বলল, 'ওঠো ছেলেরা, তোমাদের ক্যাম্পে অতিথি এসেছে!'

উদ্যত অস্ত্রের মুখে মাথার উপর দু'হাত তুলে কম্বল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লোক দু'জন। ঘোড়া থেকে নামল প্যাট হ্যানসন, আগুনে আরও কিছু খড়ি দিল, তারপর বাতাস দিয়ে গনগনে করে তুলল ক্যাম্পফায়ার। সেই লালচে আলোয় লোক দু'জনকে স্পষ্ট দেখতে পেল জেসন। গরীব দু'জন মানুষ, কাজের খোঁজে এসেছে এখানে, ভেবেছিল খাওয়া-পরার একটা বন্দোবস্ত করতে পারবে। খারাপই লাগল ওদের জন্য জেসনের।

দু'জনের অস্ত্র কেড়ে নিল প্যাট হ্যানসন। দুটো রিভলভার আর পুরোনো একটা স্প্রিংফিল্ড কারবাইন। ওগুলো উলফ লারসেনের

হাতে তুলে দিল সে। এবার কেড়ে নিল রানিং আয়ার্ন। আর আয়ার্ন ওদের কাছে নেই নিশ্চিত হয়ে উঠে বসল প্যাট স্যাডলে।

জেসন বলল, 'এটাকে ব্যক্তিগত বিরোধ মনে কোরো না তোমরা। আর যেন এদিকে তোমাদের না দেখি। পরেরবার কিন্তু এভাবে ছেড়ে দেয়া হবে না তোমাদের। এখান থেকে আধমাইল দূরে তোমাদের অস্ত্র ফেলে যাব আমরা, স্যাবিনভিলে যাবার পথে ওগুলো তোমরা সংগ্রহ করে নিতে পারবে। ও, আরেকটা কথা, আমার নাম জেসন মার্কাস। তোমাদের বস্ নামটা জানতে চাইবে।'

দু'জনের একজন বলল, 'ভাবছ এসব করে পার পাবে তোমরা? পাবে না।'

'তুমি ঠিক বলেছ, ডিক,' সায় দিল অপরজন। 'ম্যাভরিকিদের বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই।'

অস্ত্র বের করেনি জেসন, কিন্তু এবার হোলস্টারে চাপড় মেরে বলল, 'অস্ত্রের আইনই এখানে এখন একমাত্র আইন। আইনটা অমান্য করতে যেয়ো না তোমরা, পস্তাবে।'

ক্যাম্প থেকে সরে এলো জেসন, ওর দলের অন্যরা ওকে অনুসরণ করল।

দুই ভাড়াটে ক্রুর অস্ত্র জেসনের কথা মতো ফেলে যাওয়া হলো। পশ্চিমে চলেছে ওরা। এক ঘণ্টা পুরো হওয়ার আগেই পৌঁছে গেল দলটা বুট ক্রীকের তীরে। বুট ক্রীকে পানির গভীরতা বড়জোর দু'ইঞ্চি। ছোট একটা উপত্যকার মাঝখানে বড় এক পুকুরে পড়েছে গিয়ে ওটা। ক্রীকটা ধরে ভাটির দিকে চলল ওরা, পুকুরের কাছে পৌঁছনোর আগে কোনও ক্যাম্প দেখতে পেল না। জায়গাটার কাছাকাছি যেতেই এক লোক চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে? নাম বলো!'

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল জেসন। অন্যান্যরাও থামল। এক মুহূর্ত ভেবে গলা চড়াল জেসন: 'আমরা ম্যাভরিকার, স্যাম

অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডির ফার্মে চাকরি করি। গুলি কোরো না, আমরা আসছি।'

নিভে যাওয়া আগুনের ধারে এক লোক রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গী মাত্র কম্বল ছাড়ল, হাতে সিক্সগুটার।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল জেসন, 'কারও আক্রমণের ভয় পাচ্ছো না কি?'

'হঠাৎ এতো রাতে এসে হাজির হওয়ার মানে কী?' রাইফেলধারী পাল্টা প্রশ্ন করল। 'গুলি খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ মনে হয়? আমাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে রানশাররা ঝামেলা করতে পারে; কাজেই কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না, সাবধান আছি আমরা।'

'সত্যিই ঝামেলা করছে ওরা,' বলল জেসন। 'তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে জেসন মার্কাস বলে এক রানশার।' নিজের কানে ওর কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না, তবে লোকগুলো উত্তেজিত হয়ে আছে, ওরা হয়তো বিশ্বাস করবে। 'ওই জেসন মার্কাস তিন রাইডার নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে হামলা করেছিল। অস্ত্রের মুখে আমাদের বাধ্য করেছে ক্যাম্প ছেড়ে সরে আসতে, কাজেই বাধ্য হয়ে এই এতো রাতে ঘোড়া দাবড়াতে হচ্ছে আমাদের।'

উদ্বিগ্ন চেহারায় পরস্পরের দিকে তাকাল ভাড়াটে ক্রুরা।

জেসন বলল, 'এতো রাতে আর কোথায় যাব, এখানেই বরং রাতটা কাটিয়ে দিই, তোমাদের যদি কোনও আপত্তি না থাকে।'

ঘোড়া থেকে নামল ও, ওর সঙ্গীরাও নামল তাদের ঘোড়া থেকে। স্যাডল খুলে মাটিতে নামিয়ে রাখল সবাই। প্যাট হ্যানসন কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে আনল, আগুন জ্বেলে কফি চড়াল পটে। ভাড়াটে ক্রুদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সিগার ধরাল জেসন, আর সবার মতো কফির জন্য অপেক্ষা করছে। কফি তৈরি হয়ে যেতে টিনের কাপে ঢেলে নিল ওরা। চারপাশে তাকাল জেসন। সিক্সগুটার যে বের করেছিল সে-লোকটা কম্বলের ভিতর ঢুকে পড়েছে, অল্প অল্প

নাক ডাকছে তার। অন্য লোকটা কনুইয়ের ভাঁজে রাইফেলটা রেখে অনিশ্চিত চেহারায় ওদের দেখছে।

'কফি চলবে?' জিজ্ঞেস করল জেসন।

'চলবে।'

'কাপ নিয়ে এসো।'

'ধন্যবাদ।' রাইফেলটা মাটিতে রাখা স্যাডলের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে কাপ নিয়ে আগুনের দিকে এগিয়ে এলো লোকটা। পট নামিয়ে জেসনের পাশে কুঁজো হয়ে বসল, মাঝে মাঝে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। প্যাট হ্যানসন উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল। কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে যে-লোকটা, তার পিছনে যাবে সে।

জেসনের পাশে বসা লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কাজ করছিলে কোথায় তোমরা?'

'সার্বো ফ্ল্যাটের মাঝখানে।'

'গরু পেয়েছ কীরকম?'

'বেশি না। আগের রাউন্ডআপেই ফাঁকা হয়ে গেছে জায়গাটা। তোমার নাম কী, বন্ধু?'

'হ্যাগার্ড।' নড়েচড়ে আরাম করে বসল লোকটা। 'তোমার?'

'মার্কাস,' শান্ত গলায় জানাল জেসন।

চমকে গেল লোকটা: 'কী!'

উলফ লারসেন লোকটার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। নরম গলায় সে বলল, 'সাবধান, বন্ধু। খুব সাবধান।'

জেসন ব্যাখ্যা করল, 'আমরা চাই না গোলাগুলি হোক। তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। আমরা শুধু তোমাদের রানিং আয়ার্ন নিয়ে নেব।'

'মার্কাস,' লোকটার কণ্ঠে আপত্তির সুর, 'তুমি আমাদের পেটে লাথি মারছ।'

'জানি,' স্বীকার করল জেসন। 'এবং সেজন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'কিছুই যায় আসে না তোমার,' রেগে গিয়ে বলল লোকটা।

'নিজের স্বার্থ আমাকে দেখতে হবে,' শান্ত শোনাল জেসনের কণ্ঠ। 'তোমরা যারা ভাড়ায় কাজ করছ তাদের ক্ষতি হোক সেটা আমি চাই না। কিন্তু স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি যেসব গরু নিচ্ছে সেগুলো আসলে ন্যায়ত আমার এবং আমার বন্ধু-বান্ধবদের।' উলফ লারসেনের দিকে তাকাল জেসন। 'ওদের আয়ার্ন আর অস্ত্রগুলো নিয়ে নাও, লারসেন।'

কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া লোকটার অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে প্যাট হ্যানসন। হ্যাগার্ডের বেডিঙে একটা রিভলভার পেল লারসেন, স্যাডলের ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটাও নিয়ে নিল সে। খানিক খুঁজতেই পাওয়া গেল রানিং আয়ার্নটা। কফি পট খালি করল জেসন, কাপ ভরল ব্যাগে। লারসেন থাকল লোক দু'জনের পাহারায়, ওদিকে অন্যরা তাদের ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল। একটু পরেই রওনা হয়ে গেল ওরা। তার আগে জেসন বলল, 'স্যাবিনভিলে যাবার রাস্তায় পেয়ে যাবে তোমাদের অস্ত্রগুলো।'

পিছন থেকে ওরা শুনতে পেল অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে লোক দু'জন।

ভোরে ছোট একটা টিলার বাঁক ঘুরেই ভাড়াটে দু'জন ক্রুকে দেখতে পেল ওরা, মাত্র নাস্তা করতে বসেছে তারা। বিস্মিত হলো ওরা হঠাৎ তাদের দেখে, কিন্তু ওদের চেয়ে অনেক বেশি চমকে গেছে ক্রু দু'জন। কোনও ঝামেলা হলো না। লারসেনের অস্ত্রের মুখে নিশ্চুপ বসে থাকল তারা। প্যাট হ্যানসন নামল, লোকগুলোর অস্ত্র আর রানিং আয়ার্ন নিয়ে নিল।

জেসন তাদের বলল, 'এখানে গরু ব্র্যান্ডিং চলবে না আর। দ্বিতীয়বার যেন তোমাদের ব্র্যাজোসে না দেখি। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কে এই নির্দেশ দিয়েছে, তা হলে তাকে জানিয়ে দিয়ো, আমার নাম জেসন মার্কাস।'

ভাড়াটে ক্রুদের অস্ত্রগুলো কয়েকশো গজ দূরে ফেলে এগিয়ে

চলল ওরা, দু' মাইল পরে একটা বালিময় জমিতে পুঁতল রানিং আয়ার্ন তিনটে। এবার নাস্তার বন্দোবস্ত করা হলো। স্থির হলো ঘোড়াগুলোকে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া হবে।

তিন ঘণ্টা পর আবার রওনা হয়ে মাঝসকালে ওরা তিনজনের একটা দল দেখতে পেল, তারা এক বছর বয়সী একটা গরুর গায়ে অ্যালবার্সদের ব্র্যান্ড বসাচ্ছে। অস্ত্রের মুখে তাদের আয়ার্ন কেড়ে নেওয়া হলো।

সারাদিন এভাবেই চলল। তিরিশ মাইল জায়গা ঘুরল ওরা, দিন শেষে ওদের কাছে জমা পড়ল তেরোটা ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন। একবার মাত্র ঝামেলায় পড়তে হলো ওদের। বিকেলে কঠোর দুই ভাড়াটে ক্রুর সঙ্গে দেখা হলো। অস্ত্র বের করতে হাত বাড়িয়েছিল দু'জনই, তাদের একজনের হাতে গুলি করে জেসন। অন্যজনের মাথায় সিক্সশুটারের বাড়ি দেয় প্যাট হ্যানসন।

সন্ধ্যার পর কোমাঞ্চি হিলের ঝর্নার পাড়ে ক্যাম্প করল ওরা, রাতের খাওয়া সেরে নিল, তারপর আগুনের ধারে বসল ধূমপান করতে।

প্যাট হ্যানসন বলল, 'সারাদিনে কম কাজ এগোয়নি।'

প্যাট, লারসেন আর ওভারলি গল্প করতে শুরু করল আয়ার্ন কেড়ে নেওয়ায় ওদের ভূমিকা নিয়ে। অন্যমনস্ক হয়ে সিগার ফুঁকছে জেসন, নিজের চিন্তায় ডুবে আছে। বাড়ি ফিরবার পর থেকে এই এখন পর্যন্ত ওকে মেনে নেয়নি এখানের কেউ। আজ ওরা চারজন একটা দল হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, ওকে শুধু সহ্য করে যাওয়া হয়েছে। সারাদিন যতো কথা হয়েছে তার একটা কথাও ওর প্রতি বলেনি ওরা কেউ। সব সময় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে। এমন কী এখন, নিজেরা গল্প করছে ওরা, একটা কথাও ওকে বলছে না বা কোনও প্রশ্ন করছে না।

প্রচণ্ড রাগ অনুভব করল জেসন বুকের ভিতর। এই লোকগুলো ষাঁড়ের মতো গোঁয়ারগোবিন্দ না হলে তাদের সঙ্গে

দাঁড়িয়ে থাকল তারা। তাদের কাছে মাত্র তিনটে অস্ত্র পাওয়া গেল। একটা পুরোনো হার্পার্স ফেরি মাস্কেট আর দুটো করুণ চেহারার রিভলভার। নিয়ে নেওয়া হলো ওগুলো। ক্যাম্প ছেড়ে নিজেদের ঘোড়াগুলোর কাছে চলে এলো জেসনরা, অস্ত্রগুলো ওখানেই ফেলে দিল। প্যাট হ্যানসন রানিং আয়ার্নগুলো সঙ্গে রেখেছে, আরও দূরে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে ফেলবে। ঘোড়ায় চড়ে উপত্যকা আড়াআড়ি পার হলো ওরা, দেখতে চায় শেষ সীমানায় টিলাগুলোর ওপারে কী আছে।

প্যাট, ওভারলি আর লারসেন হাসাহাসি করছে। এক পর্যায়ে প্যাট বলল, 'এতো সহজ হবে ভাবতেই পারিনি! বড় বেশি সহজে ওদের ধরতে পেরেছি আমরা!'

নীরবে ঘোড়া চালাচ্ছে জেসন, মনের মধ্যে খচ-খচ করছে ওর, সত্যি, বড় বেশি সহজে জিতে গেছে ওরা। ওর মাথায় চিন্তাটা দোলা দিল, সেই শুরু থেকেই খুব সহজে ভাড়াটে ক্রুদের নিরস্ত্র করতে পেরেছে ওরা। কপালটা খুব ভাল ছিল ওদের। কিন্তু কপালের সহায়তা আর কতোক্ষণ পাওয়া যাবে? জেসনের মন বলছে সামনে খারাপ সময় আসছে! এটা ভাববার কোনও কারণ নেই যে, চুপচাপ বসে থেকে মার হজম করবে স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডি।

জেসন যখন এসব কথা ভাবছে, ঠিক তখন, এই মাঝরাতে স্যাবিনভিলের অন্ধকার প্রধান সড়ক ধরে দ্রুত পায়ে স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডির অফিসের দিকে চলেছে লিজা হলিঙ্গার। আর্মি পোস্ট থেকে শহরে ঢুকেছে সে চোরের মতো গোপনে, চাঁদের আলো এড়িয়ে। যখনই কাউকে দেখেছে, আড়াল নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর চারজনের একটা দল সেলুন থেকে বেরিয়ে তার সামনে থামল। এবার বাধ্য হয়েই দৃঢ় পায়ে তাদের দিকে এগোল লিজা হলিঙ্গার, পাশ কাটাবে। নিজেকে সান্ত্বনা

দিল, ওকে দেখে ফেলেছে বলে এখন আর তেমন কিছু আসে যায় না।

স্যাম অ্যালবার্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করায় ভদ্রমহিলা হিসেবে যে সুনাম থাকবার কথা সেটা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়েছে সে। আর আজ রাতে তার মনের যা অবস্থা তাতে এই গভীর রাতে ওকে কেউ দেখে ফেলে কথাটা ওর স্বামীর কানে তুললেও পরোয়া করবে না সে।

লেন হলিঙ্গার মাতাল হয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার পর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। লোকটার কথা ভাবলেই বিবমিষা হয় লিজার। মনটা এমন শক্ত হয়ে গেছে যে, স্যাম অ্যালবার্সের সঙ্গে ওর একান্ত মেলামেশার কথা যদি লেন হলিঙ্গার জানে তো ভালই লাগবে ওর। মনে হবে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। লেন যে সন্দেহ করে সেটা টের পেয়েছে সে লেনের আচরণে। সন্দেহটা যদি নিশ্চিত ভাবে জানায় পরিণত হয় তা হলেই কী, লোকটাকে একফোঁটা ভয় পায় না লিজা।

ছোট অফিস ঘরটায় ঢুকল সে, অন্ধকারে পথ করে নিয়ে চলে এলো পিছনের একটা দরজার কাছে। নব ঘুরিয়ে দরজা খুলল, ঢুকল প্রায়ান্ধকার ঘরে, পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘরের ভিতর পোড়া তামাক আর সস্তা হুইস্কির কটু গন্ধ। ঘরটা এতো ছোট যে, লিজার মনে হলো চার দেয়াল চেপে আসছে ওর দিকে। ছোট জায়গায় আতঙ্কে সবসময় শ্বাস আটকে আসতে চায় লিজার। এখন আতঙ্কটা চেপে রাখতে চেষ্টা করল সে। একটা লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে, সলতে ছোট করে দেওয়ায় খুব কমই আলোয় বিলাতে পারছে ওটা। ঘরের মাঝখানে গোল একটা টেবিলের উপর জগ আর কয়েকটা গ্লাস রাখা। চারজন লোক বসে আছে টেবিল ঘিরে। তাদের মধ্যে ম্যাককয় নামের লোকটাকে দেখে বিস্মিত হলো লিজা।

অন্যান্যরা হচ্ছে স্যাম অ্যালবার্স, দাড়িওয়ালা চাক ড্যান্ডি

এবং মার্শাল রোমেল। লিজা ঢুকতেই চুপ হয়ে গেছে সবাই। অ্যালবার্স ছাড়া অন্য সবাই নগ্ন আগ্রহ আর ক্ষুধার্ত বিস্ময় মেশানো টিটকারির দৃষ্টিতে দেখছে লিজাকে। লিজার মনে হলো ওর শরীরে কোনও কাপড় নেই।

এমনিতে পুরুষরা তাকিয়ে থাকলে ভাল লাগে লিজার, কিন্তু এখন শিউরে উঠল। আজকে নিজেকে দর্শনীয় ভাবে উপস্থাপন করবার মতো মনের অবস্থা নেই তার। রাগে ভ্রূ কুঁচকে গেল লিজার, পুরুষগুলোকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপতে দেখে ঘৃণা বোধ করল। চেয়ার ছেড়ে উঠল স্যাম অ্যালবার্স, এক হাতে লিজার কাঁধ জড়িয়ে ধরল।

'আমি ভয় পাচ্ছিলাম তুমি হয়তো আসতে পারবে না, সোনা। এসো, বসো আমাদের সঙ্গে।'

টেবিলের দিকে এগোল লিজা। কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে ওর পশ্চাদ্দেশে হাত বুলাল অ্যালবার্স। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল লিজা, চোখে অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে অ্যালবার্সকে দেখল। একটু পিছিয়ে গেল অ্যালবার্স, তাড়াতাড়ি বিড়বিড় করে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

বসল লিজা, মাথা থেকে শাল নামিয়ে কাঁধে জড়াল। ওর পাশে বসল অ্যালবার্স। লিজা এবার বলল, 'তোমার চিঠি পেয়েছি। কী ব্যাপার?'

'মার্কাস।'

'কী করেছে সে আবার?'

'এমন কিছু করেনি যে আইনের সাহায্য নিতে পারব,' বলল অ্যালবার্স। 'লেন হলিঙ্গারকে ওর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা যাবে না যা ও করছে তাতে। আমরা যা-ই করছি তার পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে ওই মার্কাস লোকটা। আমাদের লোকদের কাছ থেকে ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন কেড়ে নিচ্ছে সে। আর কয়েকটা দিন গেলে আমাদের সবক'জন ক্রু খালি হাতে ফিরে আসবে স্যাবিনভিলে।'

'কম দামি জিনিস ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন,' বলল লিজা। 'নতুন আয়ার্ন দিয়ে আবার লোক পাঠালেই পারো তুমি।'

'আবার একই কাজ করবে সে তা হলে,' গম্ভীর চেহারায় লিজাকে দেখল অ্যালবার্স। 'আমাদের লোকদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে সে। পাঠাতে চাইলেও আর ওই রেঞ্জে যাবে না তাদের বেশিরভাগই।'

'তা হলে মার্কাসকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

'আমরাও সেই কথাই ভাবছি,' বলল অ্যালবার্স। 'ম্যাককয়কে সেজন্যেই ডাকা হয়েছে মিটিঙে। চার্লি হজেসকে পথ থেকে সরানোর জন্যে তিনবারে ওর চাহিদা মতো টাকা দিয়েছি আমি। এখন ও সন্তুষ্ট। আমার ধারণা ও ঠিক করে রেখেছে কীভাবে জেসন মার্কাসকে পথ থেকে সরাবে। তুমি কী বলো, ম্যাককয়?'

চুপ করে থাকল ম্যাককয়।

মার্শাল রোমেল বলল, 'ওর কোনও পরিকল্পনা নেই।'

চোখে রাগ নিয়ে ম্যাককয়কে দেখল লিজা। অন্যদের উপর ঘুরে এলো ওর দৃষ্টি। 'এই লোকের ওপর ভরসা করে বসে আছো তোমরা। নিজেরা কিছুই ঠিক করতে পারোনি। এই লোকও জানে না কীভাবে কী করবে। আমাকে ডেকেছ কেন, তোমাদের হয়ে তোমাদের চিন্তা করে দেয়ার জন্যে?'

চাক ড্যান্ডির দাড়িভরা চেহারায় কৌতুকের ছাপ। ঠাট্টার সুরে সে বলল, 'স্যামের কাছে শুনলাম তুমি খুব বুদ্ধিমতী মহিলা, মিসেস হলিঙ্গার। আসলেই কথাটা সত্যি কি না সেটা ব্যক্তিগত ভাবে জানার সুযোগ হয়নি আমার। তবে সুযোগ হলে সেটা আমি গ্রহণ করব।'

'চালাকের মতো আলগা কথা বোলো না, ড্যান্ডি,' বলল লিজা। 'সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে জেসন মার্কাস।'

'শেষ পর্যন্ত?' বিস্মিত দৃষ্টিতে লিজাকে দেখল ড্যান্ডি। 'তুমি ভেবেছ সব শেষ হয়ে গেছে? হারিয়ে দিয়েছে ও আমাদের?'

'হারা চলবে না আমাদের,' বলল অ্যালবার্স। 'বিরাট সম্পদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।' লিজার দিকে তাকাল সে। 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাদ দাও, লিজা। চিন্তা করো। ভাবো। এমন কিছু কি করা সম্ভব যাতে মেজর লেন হলিঙ্গার রানশারদের বিরুদ্ধে তার সৈন্য পাঠাবে আবার?'

'না,' এক কথায় মানা করে দিল লিজা। 'লেন মার্কাসের হাতে চলে গেছে। ওকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে না।'

মার্শাল রোমেল ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'মার্কাসের হাতে চলে যাওয়ার কারণটা কী তার? আমার তো এখন মনে হচ্ছে যে, হলিঙ্গার মার্কাসকে ব্যবহার করছে।'

'ব্যবহার করছে?' মার্শালের দিকে তাকাল লিজা। 'কীভাবে?'

শীতল দৃষ্টি রোমেলের সরু চোখে। 'স্বৈরিণী মেয়েমানুষরা যতোটা ভাবে ততোটা বোকা হয় না তাদের স্বামীরা। আমি বাজি ধরতে পারি, তোমার আর অ্যালবার্সের ব্যাপারটা জানে লেন। সে মার্কাসের পক্ষ নিয়ে চাইছে মার্কাস তোমার প্রেমিকের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করুক।'

রাগবার তুলনায় অনেক বেশি ভয় পেল লিজা এ-কথা শুনে। একটু আগেই সে নিজেকে বলেছে লেন জানলেও কিছু না। কিন্তু এখন গলাটা শুকিয়ে এলো তার। 'হতে পারে,' কাঁপা গলায় বলল লিজা। উঠে দাঁড়াল, কাঁধ থেকে চেয়ারে পড়ল তার শাল। 'একটা কাজই করার আছে এখন—মার্কাসকে খুন করা। লেন রেঞ্জে সৈন্য পাঠাবে না মার্কাস ম্যাভরিকারদের কাছ থেকে ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন কেড়ে নিচ্ছে বলে। অভিযোগ তুলে নেয়ায় সৈন্যরা রানশারদের গ্রেফতারও করতে পারবে না। রেঞ্জে যদি সৈন্য যেতোও, তবু আমাদের কোনও লাভ হতো না।'

'সৈন্য গেলে হয়তো লুকাতে বাধ্য হতো রানশাররা,' বলল

অ্যালবার্স। 'তখন নতুন আয়ার্ন দিয়ে আমাদের লোক পাঠাতে পারতাম।'

মার্শাল রোমেল বলল, 'মার্কাস লুকাবে না। ভয় পাওয়ানো যাবে না ওকে।'

'কিন্তু অন্যরা যদি বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তা হলে মার্কাসের জন্যে হয়তো একটা ফাঁদ পাতা যেতে পারে,' বলল লিজা। 'ফাঁদ পাতা যাবে কি না সেটা নির্ভর করে তোমাদের চারজনের ওপর।'

মাথা নাড়ল অ্যালবার্স। 'মেজর হলিঙ্গার সৈন্য পাঠাবে ধরে নিয়ে কথা বলছি আমরা। কিন্তু সৈন্য আসলে পাঠাবে না সে।'

'একটা উপায় আছে,' পথ বাতলাল লিজা। 'আগে যে সৈনিক গিয়েছিল তারা কতোজন ছিল?' রোমেলের দিকে তাকাল সে। 'সঙ্গে তুমিও গিয়েছিলে, কাজেই তোমার তো জানার কথা।'

'দশজনের একটা দল। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল লেফটেন্যান্ট ম্যাকেনলি।'

স্যাম অ্যালবার্সের দিকে ফিরল লিজা। 'ইউনিয়ন আর্মির ইউনিফর্ম জোগাড় করতে হবে তোমাদের। দরকার হলে ফোর্ট রিচার্ডসন থেকে জোগাড় করবে। বিশ্বাস করো এমন কয়েকজন লোককে দায়িত্ব দেবে। তাদের সঙ্গে থাকবে মার্শাল রোমেল। অনেক দেরি হয়ে যাবার আগে টেরও পাবে না লেন, যদি টের পায়ও।'

চারজনই চমকে গেল লিজার প্রস্তাবটা শুনে। চাক ড্যান্ডি চমকটা কাটিয়ে উঠে বলল, 'আমি আমার হ্যাট খুলছি তোমার সম্মানে, মিসেস হলিঙ্গার।'

অন্যরাও প্রশংসার দৃষ্টিতে লিজাকে দেখছে। ম্যাককয়ের কঠোর চেহারাতেও প্রশংসার ছাপ।

চাক ড্যান্ডি আবার বলল, 'মিসেস হলিঙ্গারের পরিকল্পনাটা গুলি ভরা ডাবল ব্যারেল শটগানের মতো। সার্বো ফ্ল্যাটের কিনারায় ওই রানশাররা দু'হাজার গরুর একটা পাল পাহারা

দিচ্ছে। আমাদের নকল সৈন্যদের দেখে তারা যদি ওগুলো ফেলে সরে পড়ে, তা হলে আমরা আমাদের লোক দিয়ে গরুগুলো ড্রাইভ করাতে পারব। আর...'

'একটা একটা করে কাজ শেষ করতে হবে,' বাধা দিল লিজা। 'মার্কাস তোমাদের সমস্যা, আগে তার ব্যবস্থা করো।' দরজার দিকে ফিরল লিজা। টিটকারির সুরে বলল, 'আমার ধারণা আমাকে আর দরকার নেই তোমাদের। শুভরাত্রি।'

দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো লিজা। পিছনে শুনতে পেল উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে উপস্থিত পুরুষরা। মৃদু হাসি ফুটে উঠল লিজার ঠোঁটে, বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করল সে। নিজেও লিজা উত্তেজিত বোধ করছে। গোপনে বাড়িতে ঢুকবার পর খেয়াল করল শালটা ভুলে অ্যালবার্সের অফিসে ফেলে এসেছে সে।

চোদ্দো

রেঞ্জ ঘুরে জেসনের ধারণা জন্মাল, আর কোনও ভাড়াটে ক্রু নেই সার্বো ফ্ল্যাটে। সেই আট মেক্সিকানকে নিরস্ত্র করে ফেরত পাঠানোর পর গত চারদিনে মাত্র একটা দলের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওদের। কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের রানিং আয়ার্ন। স্যাম অ্যালবার্স কিংবা চাক ড্যান্ডির তরফ থেকে কোনও পাল্টা আক্রমণ আসেনি, যেমনটা আসবে ভেবেছিল জেসন। ব্র্যাজোসের শেষ সীমানা থেকে ফিরতি পথ ধরল ওরা সার্বো ক্রীকের ধারে

রাউন্ডআপ ক্যাম্পের দিকে। রাত নামবার একটু পর মেক্সিকান পিন্টো পনিতে চেপে ওদের ক্যাম্পে এসে হাজির হলো রিকি হ্যানসন। ওর চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। তবে এসেই মুখ ছুটিয়ে দিল না ও, সমর্থ পুরুষমানুষের মতো ধীরস্থির থাকতে চেষ্টা করল। ব্যাপারটা বুঝতে পারল প্যাট হ্যানসন, মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি লুকাল সে।

'হাওডি!' পিন্টো থামিয়ে ওটার পিঠ থেকে নামল রিকি, ওটাকে ঘাসজমিতে ছেড়ে দিয়ে আগুনের ধারে এসে বসল। টিনের একটা কাপে কফি ঢেলে চুমুক দিয়ে বলল, 'গতকাল বিকেল থেকে তোমাদের খুঁজছি আমি।'

প্যাট হ্যানসন বলল, 'খুঁজে তো পেয়েছ, এবার বলে ফেলো কেন খুঁজছিলে।'

'খারাপ খবর আছে,' কাপটা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে বলল রিকি। 'সৈন্যরা আবার এসেছে।'

জেসন না চমকালেও চমকে গেল অন্যরা। ধৈর্য হারাল প্যাট হ্যানসন। 'পুরোটা খুলে বলো, রিকি।' কড়া শোনাল তার কণ্ঠ।

এবার মুখ ছোটাল তরুণ রিকি। 'আগের বারের মতো একদল সৈন্য এসেছে আবার। তাদের সঙ্গে মার্শাল রোমেলও আছে। দক্ষিণ থেকে ব্যান্ডেরা উপত্যকায় আসে তারা, তারপর বাঁক নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে সার্বো ক্রীকের তীরে যায়। পাহারায় যে তিনজন ছিল তাদের বন্দি করতে চেষ্টা করে তারা। দু'জন পালাতে পেরেছে, কিন্তু বুড়ো পিয়ার্স গোলাগুলিতে মারা গেছে। ক্যারি আর আমি সাপার খাচ্ছিলাম, ও বলল আমি যেন তোমাদের খুঁজে বের করি। ক্যারি গেছে আর যারা রেঞ্জে ব্র্যান্ডহীন গরু ব্র্যান্ড করছে তাদের কাছে। আমার মনে হয় তোমরা স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডির লোকদের তাড়িয়ে দিচ্ছ বলেই আমাদের সবাইকে গ্রেফতার করতে এসেছে সৈন্যরা।'

নিচু স্বরে গাল বকল প্যাট হ্যানসন, জেসনের দিকে ঘুরে

তাকাল। 'তুমি নিশ্চিত ছিলে মেজর হলিঙ্গার তার সৈন্যদের পাঠাবে না।'

'একবারও এ-কথা বলিনি আমি,' দৃঢ় স্বরে অস্বীকার করল জেসন। 'আমি বলেছি সৈন্য যদি আসেই তা হলে তারা আমাদের ধরতে চেষ্টা করবে, অন্যদের নয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেসন। 'ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি আমার ধারণা ভুল ছিল। ভুল করেছি আমি।' রিকির দিকে তাকাল ও। 'রানশাররা যাচ্ছে কোথায়, আগের সেই গোপন আস্তানায়?'

'ক্যারি তো বলল আমাদের সবাইকে ওখানে যেতে হবে।'

'তুমি আসার আগে যেখানে ছিলাম সেখানেই পালাতে হচ্ছে আবার,' তিক্ত স্বরে বলল প্যাট। আগুনে লাথি মারল সে। চারদিকে ছিটকে গেল ফুলকি। 'চলো তা হলে, রওনা হওয়া যাক।' স্যাডল তুলে নিয়ে ঘোড়ায় চাপাল সে। লারসেন আর ওভারলিও তাকে অনুকরণ করল। কফি শেষ করতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রিকি, তারপর ও-ও আগুনের ধার থেকে সরে গেল।

ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে যৎসামান্য যা রসদপত্র আর ক্যাম্প গিয়ার ছিল সেগুলো সংগ্রহ করল তারা, তারপর বাড়তি ঘোড়ার পিঠে বাঁধল ওগুলো। রিকি জেসনের দিকে তাকাল। 'আসছ তুমি?'

মাথা নাড়ল জেসন।

'না এলেই ভাল করবে,' বলল প্যাট হ্যানসন। 'ছেলেদের অনেকেই এতো রেগে থাকবে যে তুমি গেলে তোমাকে ধরে ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলিয়ে দিতে পারে।'

ঘুরে দাঁড়াল সে, পিছনে লারসেন আর ওভারলিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরবে জেসনকে দেখল রিকি, তারপর ভাইয়ের পিছু নিল সে-ও।

সবাই চলে গেছে। আগুনটা নিভে গেল। এবার উঠল

জেসন। ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে অন্যদের উল্টোদিকে রওনা হলো ও। আগের চেয়ে এখন বেশি একাকী লাগছে না ওর, কিন্তু প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে।

স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডির এই শেষ চালের বিরুদ্ধে কী করবে মাথায় আসছে না ওর। ধূসর ঘোড়াটা ছুটে চলেছে একটানা। নিজেকে জেসন বলছে: চিন্তা করো, জেসন, চিন্তা করো। কিন্তু কোনও সমাধানই আসছে না মাথায়। জানে না ও কোথায় চলেছে। অনুভব করল, কোনও উদ্দেশ্য নেই এখন ওর, কী করবে জানে না। হেরে গেছে ও, অ্যালবার্সরা হারিয়ে দিয়েছে ওকে। চিন্তাটা মাথায় আসতেই বিদ্রোহ করে বসল মন। মেনে নিতে পারছে না ও পরাজিত হয়েছে। একটু পর খেয়াল করল, ব্যাস্তেরা উপত্যকার দিকে চলেছে ও, চলেছে নিজের কেবিনের দিকে। পরাজিত মানুষের শেষ আশ্রয় তার বাড়ি।

মাঝরাতে বারো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে হ্যানসনদের রানশ হাউসের কাছে পৌঁছে গেল ও। আধঘণ্টা পর হ্যানসনদের অন্ধকার পরিত্যক্ত বাড়িঘর পাশ কাটাল। নিজের কেবিনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে চিন্তা করল কেন এখানে ফিরে এসেছে ও। এখানে ওর জন্য কিছুই নেই। এমনকী সামান্যতম আশাও অবশিষ্ট নেই ওর অন্তরে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঘোড়াটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল ও। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, আবার রওনা হওয়া দরকার ওর, ব্র্যাজোস নদী অঞ্চল থেকে দূরে চলে যেতে হবে ওকে, এমন কোথাও, যেখানে মানুষ মেনে নেবে ওকে সহজ ভাবে। এমন কোথাও যেতে হবে, যেখানে সামান্য যা কিছু ওর, আছে সেসব নিজের কাছে রাখতে হলে লড়তে হবে না। কিন্তু ঘোড়ার স্যাডল খুলে করালে জন্তুটাকে ঢোকাল ও, অ্যাডোবির বাড়িটার ভিতর ঢুকল।

অন্ধকারে ঘরের ভিতর ঢুকেই ওর মনে হলো কেউ এখানে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। পাথরের মতো জমে গেল জেসন। দীর্ঘ

সময় পেরিয়ে গেল, কোনও অস্ত্র আগুন ছিটাল না, কথা বলল না কোনও কণ্ঠস্বর। আস্তে আস্তে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলো জেসনের। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে একটা কাঠি জ্বালল ও। সেই আলোয় দেখল বাঙ্কে কে যেন ঘুমিয়ে আছে। এমন কেউ যার দীর্ঘ চুলগুলো সোনালী।

ক্যারি হ্যানসন।

টেবিলের উপর রাখা লণ্ঠনটা জ্বালল জেসন। ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল ক্যারি। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে ছিল ও, পাশ ফিরে চোখ মেলল। জেসনকে দেখে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে গেল মেয়েটা, তাড়াতাড়ি উঠে কাপড়ের ভাঁজ আর এলো চুল ঠিক করতে চেষ্টা করল। এখন জেসনের অপছন্দের ফুল প্যান্ট পরে নেই সে, রাইডিং স্কার্টে চমৎকার লাগছে ক্যারিকে দেখতে, বোঝা যাচ্ছে সুন্দরী মেয়ে সে। পুরুষদের শার্ট আর বুট জুতো পরে আছে ক্যারি, গলায় সবুজ একটা রুমাল বাঁধা। ঘুম-ঘুম চোখে জেসনকে দেখল ক্যারি।

'জানতাম আগে হোক পরে হোক বাড়ি ফিরবে তুমি।'

'আর কোথাও যাওয়ার নেই, ক্যারি।' মাথা থেকে হ্যাট খুলল জেসন, টেবিলের উপর রাখল ওটা। বেঞ্চে বসে ক্যারির দিকে তাকিয়ে একটা সিগার ধরাল। 'বলে ফেলো, দেরি করছ কেন!'

'কী বলব?'

'আমাকে কড়া কথা বলতে আসোনি তুমি এখানে?'

'না, জেসন।'

'তা হলে?'

'আমি...আমি জানি না তোমাকে কী বলব। হয়তো আমি জানতে এসেছি তোমার মনোভাব। তুমি কী ভাবছ, সত্যিই হেরে গিয়েছি আমরা?'

'ভাবতে কষ্ট হয়, ক্যারি, কিন্তু সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। হ্যাঁ, ক্যারি, হেরে গেছি আমরা। রানশাররা আবার লুকাতে

বাধ্য হয়েছে, সৈন্যরা ক্যাম্প স্যাবিনে ফিরে যাবার পরও স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ভির মুখোমুখি হবার সাহস হবে না ওদের কারও। যদি এমন কোনও বুদ্ধি বেরও করতে পারতাম যে অ্যালবার্সদের ঠেকানো যাবে, তবুও রানশাররা কেউ আমার সঙ্গী হতো না। প্যাট তো হাইডআউটে যাবার সময় বলেই গেল, পারলে ওরা আমাকে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিত।' কৌতূহলী চোখে মেয়েটাকে দেখল জেসন। 'তুমি আমার ওপর রেগে নেই কেন, ক্যারি?'

'তুমি তোমার সাধ্য মতো করেছ, এর বেশি তোমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না,' বলল ক্যারি। 'কাজেই এ-ব্যাপারে তোমাকে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না।'

'আর অন্য সব ব্যাপারে?'

চুপ করে থাকল ক্যারি।

জেসন বলল, 'পুরো রেঞ্জ থেকে সমস্ত গরু সরিয়ে ফেলার আগে থামবে না অ্যালবার্সরা, কিন্তু আমি যদি এই এলাকা থেকে চলে যাই তা হলে হয়তো মেজর হলিঙ্গার তার সৈন্যদের ফিরিয়ে নেবে। অ্যালবার্স আর ড্যান্ভির শত্রুতা আসলে আমার সঙ্গে। আমি যদি না থাকি তা হলে তোমাদের কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলায় তারা যাবে বলে মনে হয় না, যদি তাদের গরু নিয়ে যেতে কোনও রকমের বাধা তোমরা না দাও।

'তুমি তা হলে চলে যাওয়ার কথা ভাবছ?'

'গেলে সবার তো উপকারই হবে, তা-ই না?' তিক্ত শোনাল জেসনের কণ্ঠ।

'তা হয়তো হবে,' বলল ক্যারি। 'তবে পরাজয় মেনে নেয়া লোকদের আমি ঘৃণা করি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল জেসনের। 'ক্যারি, তুমি কি আমাকে ভালবাসো?'

ক্যারির চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ পড়ল: 'না। এখন আর না।

এক সময়...তোমাকে পছন্দ করতাম। অবাক লাগত তুমি বই পড়ো বলে, হাসি আসত, তবে ভালও লাগত। এতোদিন পর তুমি ফিরে আসায় আমার মনে দোলা লেগেছিল। কিন্তু এখন...তোমার ব্যাপারে আমার মনে কোনও অনুভূতিই নেই।'

নীরব হয়ে থাকল জেসন। ভাবছে ক্যারি ওকে ভালবাসে ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল কেন ও? ওর তো খুশি হওয়ার কথা। কোনও মেয়ের ভালবাসা পেলে ধন্য হয়ে যাবে বেশিরভাগ পুরুষ। তা হলে? লিজা হলিঙ্গারকে মনে ধরেছিল বলেই কি ক্যারিকে ওর আকর্ষণীয়া মনে হয়নি?

ক্যারি বলল, 'আচ্ছা, জেসন, ক্যাভালরির সৈনিকরা সবসময় হলুদ স্ট্রাইপ পরে না তাদের ব্রিচে?'

'হ্যাঁ,' মাথা থেকে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মৃদু হাসল জেসন। 'বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে তো তুমি!'

'আর লাল বা নীল স্ট্রাইপ?'

'আর্টিলারির জন্যে লাল, আর ইনফ্যান্ট্রির জন্যে নীল।'

'আর্মির ওই দলটায়,' বলল ক্যারি, 'এক সৈনিকের ইউনিফর্মে আছে লাল। দু'জনের ইউনিফর্মে নীল স্ট্রাইপ।'

চুরুটটা মুখ থেকে নামাল জেসন। 'ঠিক জানো, ক্যারি?' মনে মনে জেসন জানে ক্যারি যা দেখেছে তা ভুল হতে পারে না। অতো কল্পনাপ্রবণ মেয়ে নয় ক্যারি। অবাক বিস্ময় নিয়ে থম মেরে বসে থাকল জেসন। মনে মনে স্যাম অ্যালবার্সের সাহসের প্রশংসা না করে পারল না। প্রথমবার লোকটা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই ওর মনে হয়েছিল একে গোনায় না ধরলে বিপদে পড়তে হবে। বেপরোয়া লোক অ্যালবার্স, কিন্তু জেসন ভাবতেও পারেনি সে নিজের লোকদের সৈনিক সাজাবার মতো গুরুতর একটা অপরাধ করবে। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করল জেসন। 'ক্যারি, আমরা হয়তো শেষ পর্যন্ত হেরে যাইনি।'

চোখ তুলল ক্যারি। 'হঠাৎ এ-কথা বলছ যে?'

'ওরা নকল সৈনিক। প্রাক্তন সৈনিকদের ইউনিফর্ম পরে সৈন্য সেজে এসেছে।'

'আমি ভাবছিলাম মিসেস হলিঙ্গারে সহায়তায় ওগুলো ক্যাম্প স্যাবিন থেকে সংগ্রহও করা হয়ে থাকতে পারে।'

ক্যারির দিকে তাকাল জেসন। ক্যারির চেহারায় কোনও অনুভূতির ছাপ নেই। বুঝবার উপায় নেই সে ওর প্রতি দুর্বল কি না। জেসন বলল, 'স্যাবিন ক্যাভালরির পোস্ট। ওখান থেকে লাল বা নীল স্ট্রাইপ লাগানো ইউনিফর্ম পাওয়া যাবে না। মার্শাল রোমেল কি সত্যিই ছিল ওদের সঙ্গে? ভুল দেখোনি তো?'

'স্পষ্ট দেখেছি।'

'এখন তা হলে জানা গেল মার্শাল কাদের পক্ষে কাজ করছে।' গম্ভীর জেসনের চেহারা। 'আইনের লোক হয়েও বেআইনী কাজে নেমে পড়েছে লোকটা। ক্যারি, রানশারদের সবাইকে বলেছ তুমি যা জেনেছ?'

'না।' মাথা নাড়ল ক্যারি। 'আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে ওরা নকল সৈনিক। তা ছাড়া, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করত বলেও মনে হয় না। মনে হয়েছিল তুমি বিশ্বাস করবে। সেজন্যেই এখানে আসি আমি, জানতে চেয়েছিলাম এই পরিস্থিতিতে কী করা যায়।'

'বেসামরিক লোকদের আর্মির ইউনিফর্ম পরা নিষেধ,' বলল জেসন। 'কাজটা বেআইনী। মেজর হলিঙ্গারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে আমাকে। তাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার।'

'এর প্রতিকার করবে সে?'

'সম্ভবত করবে। এই নকল সৈনিকরা পিয়ার্সকে খুন করেছে। আরও মানুষ খুন করতে পারে তারা। এদের যা খুশি করতে দিতে পারে না হলিঙ্গার।'

'হলিঙ্গার সৈন্য পাঠালে কী ঘটবে বুঝতে পারছ?' জেসনের চোখে তাকাল ক্যারি। 'নকল সৈনিকরা ইউনিফর্ম খুলে আর সবার

সঙ্গে মিশে যাবে। তখন তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। স্যাম অ্যালবার্স আর চাক ড্যান্ডিও থেকে যাবে ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

'কিন্তু রানশারদের অন্তত পালিয়ে থাকতে হবে না,' বলল জেসন।

রাগের ছাপ পড়ল ক্যারির মিষ্টি চেহারায়। 'লুকানো আর বেরিয়ে আসা; কী আমরা, জেসন? খেলা করছি?' বাঙ্ক থেকে নামল ও। 'এসব দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। আমাদের কি এ থেকে মুক্তি নেই?'

'পারলে তোমাকে মুক্তি দিতাম,' বলল জেসন। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা করার মতো বুদ্ধি বা যোগ্যতা নেই আমার।' হাসল ও। 'কফি তৈরি করছি, কফি খেলে হয়তো মনটা একটু ভাল লাগবে, কি বলো?'

ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালল জেসন, চুলোয় কফি চড়াল। খানিক পর টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা কফির মগ নিয়ে। বর্তমান ঝামেলা নিয়ে আর কোনও কথা হলো না ওদের মাঝে। বলবার মতো কোনও কথা খুঁজে পেল না দু'জনের কেউ। ক্যারির চেহারা থেকে রাগের ছাপ দূর হয়ে গেছে। কফি অর্ধেক শেষ করে উদাস হয়ে গেল ও, টেবিলে দু' কনুই রেখে কাপ হাতে চুপ করে বসে থাকল। পুরুষদের খাটো শার্ট পরে থাকায় ওর ভরাট রমণীয় শরীর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে জেসন টের পেল ওর হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবল, কী পাগলামিতে পেয়ে বসছে আমাকে? এই তো সামনে বসে আছে লিজা হলিঙ্গারের মতোই সুন্দরী এক মেয়ে। লিজার মতো নোংরামিতেও নিজেকে কখনও জড়ায়নি ও, জড়াবেও না। অথচ ক্যারিকে অন্তর থেকে চাইছে না ও, কারণটা কী তা-ও সচেতন ভাবে বলতে পারছে না।

ভ্রূ কুঁচকে ভাবনায় তলিয়ে গেল জেসন। বিচার-বিশ্লেষণ করে

দেখতে চাইল নিজেকে। ওর মন বলল, যেসব মেয়ে ছলনায় অভ্যস্ত তারা বিশেষ অচিন্তনীয় কিছু দেবে এমন একটা ভাব করে পুরুষদের আকর্ষণ করে। তাতে সবসময় যে কাজ হয়, তা নয়। এই যে এখানে ক্যারি বসে আছে, ও লিজার চেয়ে মনের দিক থেকে কোন অংশে কম আবেগপ্রবণ? যাকে ক্যারি পছন্দ করবে তাকে অন্তর থেকে ভালবাসবে, সেই পুরুষকে সন্তুষ্ট করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। নিজের পুরুষ ছাড়া আর কারও দিকে কখনও নজর দেয় না ক্যারির মতো স্পষ্টবাদী দৃঢ়চেতা মেয়েরা।

জেসনের মনে হলো মাত্র ঘুম ভেঙেছে ওর, মাত্র সজাগ হয়ে উঠেছে। তা-ও যেন ঠিক নয়, আসলে এতোদিন অন্ধ ছিল ও, মাত্র দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে যেন। ক্যারির দিকে তাকাল ও, মনটা ভাল হয়ে উঠল। বুঝতে পারছে এখন থেকে লিজা হলিঙ্গার ওর মন জুড়ে থাকতে পারবে না আর কখনোই। ছলনাময়ী লিজাকে চাইবে না ও কখনও আর। ক্যারি নিজের অজান্তেই ওর মধ্যে এই মস্ত পরিবর্তনটা এনে দিয়েছে। ক্যারি জানেও না, কুহকিনী লিজার ছলনার মায়া কেটে গেছে ক্যারির উপস্থিতিতে। হঠাৎ করেই প্রশান্তি অনুভব করল জেসন মনে। ভাবতে ভাল লাগল লিজা হলিঙ্গারের ফাঁদে পা দিয়ে অনৈতিক কিছু করে বসবার আগেই মোহ কেটে গেছে ওর। কিন্তু ক্ষণিকের ভাল লাগাটা কেটে গেল। মনে পড়ল, এই একটু আগে ক্যারি বলেছে, ওর প্রতি কোনও ধরনের কোনও অনুভূতিই আর অবশিষ্ট নেই ক্যারির মনে। সত্যি যদি ক্যারির প্রতি ও দুর্বলতা বোধ করে থাকে, তা হলে এটা ভাগ্যের একটা নিষ্ঠুর কৌতুক ছাড়া আর কী?

কফি শেষ করে উঠল ক্যারি, বাঙ্কের কাছে চলে গেল হ্যাট নিতে, তারপর বলল, 'রওনা হচ্ছি আমি। ভাল লাগছে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করেছ জেনে। ভুল দেখিনি আমি। ওদের স্ট্রাইপগুলো হলুদ আর নীলই ছিল।'

'জানি তুমি ভুল দেখোনি,' বলল জেসন। 'এখন চললে

কোথায়, কুয়েব্র্যাডোর হাইডআউটে?'

'না। বাড়িতে।'

'মার্শাল রোমেল হয়তো তার দলবল নিয়ে উপত্যকার ওদিকে আসবে।'

'আমি ওদের ভয় পাই না।'

'আমি পাই।' জেসনের চেহারা গম্ভীর। 'সারারাত তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা হবে আমার তুমি ওখানে ফিরে গেলে। ওখানে একা থাকা তোমার জন্যে নিরাপদ নয়।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে জেসনকে দেখল ক্যারি। 'ঠিক আছে, আজ রাতে আমি ওখানে থাকব, কিন্তু কাল সকালে কুয়েব্র্যাডো চলে যাব। আমার ঘোড়াটা তোমার বার্নের পেছনে আছে, আসবে আমার সঙ্গে বিদায় জানাতে?'

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা ঝাঁকাল জেসন, মনে মনে ভাবছে, ক্যারি, বদলে গেলে কেন তুমি? এখন ও বুঝতে পারছে, ক্যারির প্রতি ভালবাসা জন্মেছে ওর। চলে যাবে ক্যারি, আর ঠিক তখন থেকে ও বুঝতে পারবে সত্যিকার একাকীত্ব কাকে বলে। আফসোস হলো ওর। কী ভালই না হতো ক্যারি যদি এখনও ওকে ভালবাসত। তা হলে ও বলতে পারতো, ক্যারি, আজ রাতটা এখানেই থেকে যাও।

দরজার কাছে চলে গেছে ক্যারি।

অনুসরণ করল জেসন, উঠান পেরিয়ে বার্নের পিছনে চলে এলো। ক্যারিকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করল ও। ক্যারির স্পর্শ যেন আগুন জ্বেলে দিল ওর অন্তরে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জেসন। 'ক্যারি, একটু দাঁড়াও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

আপত্তি করল না ক্যারি। করালে গিয়ে ধূসর ঘোড়াটা সাজিয়ে আনল জেসন। হ্যানসনদের রানশ হাউস পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত পথে একটা কথাও হলো না ওদের মাঝে। তবুও ক্যারি পাশে আছে ভেবে ভাল লাগল জেসনের। সিল্ক আর লেস পরা শহুরে মেয়ে

আসলে চায় না ও, তিক্ত মনে ভাবল জেসন। নিজের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিল ও। আসলে কী চায় ও তা-ই জানত না। ক্যারির মতো দৃঢ়চেতা ভালবাসার পাত্রী চায় আসলে ও, ক্যারিকে চায়। তিক্ত মনে নিজেকে জেসন মনে করিয়ে দিল, এখন ক্যারি ওর ধরাছোঁয়ার বাইরে।

রানশ হাউসে পৌঁছনোর পর ক্যারির ঘোড়া থেকে স্যাডল খুলে করালে রাখল ও। ক্যারিকে বলল, 'আমি যদি এখানে করালে রাতটা কাটাই তা হলে কি তুমি খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করবে?'

'রোমেল আর তার নকল সৈনিকরা এতো রাতে ক্যাম্প থেকে কোথাও বের হবে না।'

'তুমি নিরাপদ বোধ না করলে...'

'আমি ভয় পাই না,' দৃঢ় গলায় বলল ক্যারি। 'শুভরাত্রি।'

প্রচ্ছন্ন ভাবে ওকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, কাজেই আবার ধূসর ঘোড়ার স্যাডলে চাপল জেসন, 'শুভরাত্রি, ক্যারি,' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে কিছুদূর সরে এলো। অন্ধকারে থামল ওখানেই। বাড়ির জানালায় লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে। দশ মিনিট পর আলোটা কমে এলো। জেসন বুঝতে পারল শুয়ে পড়েছে ক্যারি।

কেবিনের দিকে এগিয়ে চলল জেসন, এখন বুঝতে পারছে সত্যিকার একাকীত্ব কতোটা কষ্টকর হতে পারে। ওর অন্তরের একটা অংশ যেন মারা গেছে, অন্য অংশটা হাহাকার করছে নিঃসীম শূন্যতায়।

পনেরো

পরদিন দেরি করে ঘুম থেকে উঠল জেসন। কোনও তাড়াহুড়োয় গেল না, নাস্তা এবং পথে খাবার জন্য ধীরেসুস্থে স্টেক আর বিস্কুট তৈরি করল। বাড়তি খাবার আলাদা করে রাখল ঠাণ্ডা হবার জন্য। রানশ ছাড়বার আগে ওগুলো স্যাডলব্যাগে ভরবে। তৃতীয় মগ কফি শেষ করে চুরুট ধরাল একটা।

ক্যারির কথা মাথায় নিয়ে ঘুম ভেঙেছে ওর। 'লুকানো আর বেরিয়ে আসা: কী আমরা, জেসন? খেলা করছি? এসব দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। আমাদের কি এ থেকে মুক্তি নেই?'

দরজায় দাঁড়িয়ে সিগার টানছে ও, আর কথাগুলো ওর মাথার ভিতর ঘুরছে। সকালের ফ্যাকাসে আলোয় সবুজ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে জেসন।

ব্র্যাজোসের পুরো এলাকাটা কঠোর মানুষদের জন্য—রুক্ষ, বুনো, নির্জন আর বিশাল। এখানে টিকে থাকতে হলে আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হবে। কোমলতার কোনও মূল্য নেই এখানে। এখানেই ওর শেকড়, কিন্তু ফিরে আসবার পর থেকে এখন পর্যন্ত নিজেকে এখানে মানিয়ে নিতে পারেনি জেসন। ক্যারি একটা সত্য কথা বলে বসেছে। অন্যদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে ও, কিন্তু ওর এই যে মেজর হলিঙ্গারের কাছে ছুটে গিয়ে সাহায্য চাওয়া, এটা কি কচি বাচ্চাদের মতো আচরণ হয়ে যাচ্ছে না? নিজের কি কিছুই

করবার নেই ওর?

যুদ্ধের আগে রানশারদের অবস্থা এরকম করুণ ছিল না। তখনও অ্যালবার্স কিংবা ড্যান্ডির মতো লোক ছিল। যদিও তখন পক্ষপাতদুষ্ট আইনী সাহায্য তারা পেত না। নিজেকে প্রশ্ন করল জেসন, যুদ্ধের আগে হলে ও কিংবা অন্যান্য রানশাররা টালি আইন থাকলেও কি স্যাম অ্যালবার্স বা চাক ড্যান্ডিকে যা খুশি তা-ই করতে দিতো? এক কথায় জবাবটা *না বোধক* হবে।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছল জেসন। মেজর হলিঙ্গারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে যাবে না ও। মেজরের কাছ থেকে যে অপর্যাপ্ত সাহায্য মিলবে তাতে কাজ হবে না ওদের। ক্যাম্প সেবিন থেকে সৈন্য এলেই মার্শাল রোমেলের সঙ্গের ইউনিফর্মধারী নকল সৈনিকরা তাদের ইউনিফর্ম খুলে বেসামরিক লোকদের ভিড়ে মিশে যাবে। আসল সৈন্যরা ফিরে যাবার পর আবার হয়তো তাদের কাজে লাগানো হবে না, কিন্তু হাতের অন্য তাস ফেলবে তখন অ্যালবার্স-ড্যান্ডি। নীতির কোনও বালাই নেই লোকগুলোর, কাজেই তাদের বিরুদ্ধে সেই আগের নিয়মেই লড়তে হবে—অস্ত্র হাতে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল জেসনের।

না, মেজর হলিঙ্গারের কাছে আর সাহায্য চাইতে যাবে না ও কিছুতেই।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যেতে আর দেরি করল না, কয়েক মিনিট পর ধূসর ঘোড়াটায় চেপে রওনা হলো জেসন। হ্যানসনদের রানশ হাউস পাশ কাটানোর সময় দেখল চিমনি দিয়ে এঁকেবেঁকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। ক্যারি রান্না বসিয়েছে বোধহয়, কিন্তু থামল না ওখানে জেসন। ক্যারিকে দেখতে ইচ্ছে হলো ওর, কিন্তু ক্যারির তো ওর সঙ্গে দেখা করবার কোনও ইচ্ছে নেই। বুকের মাঝে শূন্যতা অনুভব করল জেসন। ক্যারির ব্যাপারে নিজের মন বুঝতে অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে ওর। হয়তো লিজ হলিঙ্গারের সঙ্গে ওর গোপন সাক্ষাৎই ওর প্রতি ক্যারির সমস্ত

কোমল অনুভূতি নষ্ট হওয়ার কারণ।

উপত্যকার নীচের অংশের দিকে চলেছে জেসন। মাঝসকালে স্কাল ওয়েলসের ধারে পৌঁছল। থামল ওখানে ও, ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খুলে ছেড়ে দিল ওটাকে। কয়েকটা ঠাণ্ডা বিস্কুট দিয়ে খিদে দূর করল নিজে। বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে বসল বিশ্রাম নিতে, চুরুট ধরিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

ঘোড়াটাকে পুরো দু'ঘণ্টা বিশ্রাম দিল ও, তারপর আবার রওনা হলো। এখন পশ্চিমে চলেছে, নিচু টিলাসারির মাঝখানের গিরিখাদের দিকে। সূর্য যখন নেমে এলো দিগন্তের কাছে, তখন সরু খাদ ধরে রুক্ষ সার্বো ফ্ল্যাটের প্রান্তে পৌঁছল ও।

ক্রীকের ধারে যেখানে রানশাররা ক্যাম্প করেছিল সেখানে এখন পড়ে আছে শুধু হ্যানসনদের ওয়্যাগনটা। মার্শাল রোমেল আর তার লোকদের দেখে ওটা ওখানে ফেলে যেতে বাধ্য হয় ক্যারি আর রিকি। ক্রীক আর টিলাসারির মাঝখানের সমতল মাঠে এখন আর রানশারাদের জড়ো করা গরু দেখা যাচ্ছে না। ওগুলো পাহারা দিতে গিয়ে মারা গেছে বুড়ো পিয়ার্স।

নিচু স্বরে গাল বকল জেসন। কাউকে বলে দিতে হবে না গরুগুলো নিয়ে কী করা হয়েছে।

ট্রেইলটা যে-কেউ অনুসরণ করতে পারবে। ফ্ল্যাটের দক্ষিণ দিকে গেছে ট্র্যাক। ওদিকে রওনা হলো জেসন, সূর্য ডুববার খানিক পর গরুর বিশাল পালটা দেখতে পেল। এখনও ওগুলোকে তাড়া দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অন্তত এক মাইল দীর্ঘ পথ জুড়ে যাচ্ছে গরুগুলো। ওগুলোর হাঁক শুনতে পেল জেসন, শুনতে পেল ট্রেইল ড্রাইভারদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের নির্দেশ। বেশ খানিকটা দূরে ঘোড়া থামাল জেসন, ক্ষণিকের জন্য অসহায় বোধ করল।

বুঝতে পারছে কী ঘটেছে। অ্যালবার্স-ড্যান্ডি জানত নকল ক্যাভালরি সৈনিক দেখলে পালাবে রানশাররা, কাজেই লোক

পাঠিয়ে চুরি করে নিচ্ছে তারা জড়ো করা গরুর পাল। ধরা পড়লে বলে দিতে পারবে বেআইনী কিছু তারা করছে না, রেঞ্জ থেকে গরু সংগ্রহ করেছে তারা, টালির আইন ভঙ্গ করেনি। নিজেদের লোকদের অ্যালবার্সরা যতো দ্রুত সম্ভব গরু সরিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। রাতেই হয়তো গরুগুলো টালি করা হয়ে যাবে। তারপর ভোরে সূর্য উঠতেই রওনা হয়ে যাবে ওগুলো স্যাবিনভিলের পথে। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে জেসন, কিন্তু লোকগুলোকে ঠেকানোর কোনও বুদ্ধি ওর মাথায় এলো না।

প্রতিপক্ষ ওর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। অন্তত দশজন সশস্ত্র লোক গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছে। আর মার্শাল রোমেলের সঙ্গে রেঞ্জে ওকে খুঁজে ফিরছে নকল সৈন্যদের একটা দল। ব্র্যাজোসের বাতাসকে যেমন ঠেকানোর সাধ্য নেই ওর, তেমনি গরুর পালটাকে ঠেকানোর সাধ্যও নেই। চেষ্টা করা মানেই আত্মহত্যা করা।

দু'হাজার গরু...ওগুলো মিসৌরিতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হবে। গরুর বাজারদর কতো ভালমতো জানে না জেসন, কিন্তু ব্র্যাজোসের রানশারদের মুখে ছাড়া-ছাড়া ভাবে শুনেছে প্রতিটা গরু মিসৌরিতে পনেরো থেকে বিশ ডলারে বিক্রি হয়। বিশ ডলারের কথাটাই বিশ্বাসযোগ্য। তার মানে অ্যালবার্স-ড্যান্ডি চল্লিশ হাজার ডলার ডাকাতি করতে যাচ্ছে। ড্রাইভ করতে যে-ক'জন লোক লাগবে তাদের বেতন আর পথখরচা বাদ দিলে যা থাকবে তা বিশাল অংকের টাকা। গরুর আসল মালিকদের পাওনা না দিয়ে যদি পারা যায়, তা হলে দেবে না অ্যালবার্সরা। জেসন জানে, টাকা না দেওয়ার কোনও না কোনও পথ বের করে ফেলবে লোকগুলো।

এগোল জেসন, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পৌঁছে গেল গরুর পালের পিছনে। এবার ডানদিক দিয়ে গরুগুলোকে পাশ কাটাতে শুরু করল ও। একটা গরু খোলা রেঞ্জের দিকে ছুট দিল। ওটাকে

ঠেকাতে চেষ্টা করল এক সুইং রাইডার। আর ঠিক তখনই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জেসনের। হাঁটবার পর্যায়ে নামিয়ে আনল ও ঘোড়ার গতি, খানিক দূর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যাম অ্যালবার্স বা চাক ড্যান্ডি আছে ক্রুদের সঙ্গে?'

'ড্যান্ডি আছে সামনে,' জানাল রাইডার। এখনও গরুর পিছনে ছুটছে সে। চিৎকার করল, 'পয়েন্টে আছে ও।'

ঘোড়ার গতি বাড়াল জেসন, আরও কয়েকজন সুইং রাইডারকে পাশ কাটিয়ে চলে এলো গরুর পালের সামনে। ছায়াময় তিনটে মূর্তি একদম সামনের গরুটার আগে আগে চলেছে। তাদের কাছাকাছি চলে গিয়ে গলা চড়াল জেসন, 'ড্যান্ডি?'

'হ্যাঁ?'

'কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

দল থেকে আলাদা হলো এক ঘোড়াসওয়ার। হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে দাড়িওয়ালা মোটাসোটা লোকটার উপর অস্ত্রটা তাক করল জেসন। 'মার্কাস!' আঁৎকে উঠে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল চাক ড্যান্ডি। 'শোনো, মার্কাস, আমি...'

'তোমার সময় শেষ, চাক ড্যান্ডি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জেসন।

'ঈশ্বরের দোহাই, মার্কাস, অস্ত্রটা সরাও। আমার কথা শোনো।'

রিভলভারের হ্যামারটা তুলল জেসন, গরুর খুরের শব্দের উপর দিয়েও শোনা গেল ধাতব ক্লিক আওয়াজটা। কাকুতি-মিনতি শুরু করল চাক ড্যান্ডি, কিন্তু এটাও বোধহয় বুঝতে পারল রাগে মাথা-গরম হয়ে যাওয়া এক লোকের কাছে যুক্তিতর্কের কোনও মূল্য নেই। বুঝতে পারল, কোনও কথাতেই এখন আর কোনও কাজ হবে না। জেসন যে ঠাণ্ডামাথায় খুন করতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগছে তা মাথায় এলো না তার। বাঁচবার জন্য মরিয়া হয়ে ভাঙা

গলায় হাঁক ছাড়ল সে, 'ম্যাককয়!' একই সঙ্গে হাত নামিয়ে আঁকড়ে ধরল উরু থেকে ঝুলন্ত রিভলভারের হাতল। স্পারের খোঁচায় এক ঝটকায় ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করল। ছুটতে শুরু করবার আগে জেসনকে লক্ষ্য করে গুলি করল সে। ওটাই তার মস্ত ভুল।

দ্বিধা কেটে গেল জেসনের, বিবেকের নিষেধ উত্তোলিত হলো। আত্মরক্ষা করতে হবে ওকে। ড্যান্ডির অস্ত্র আগুন ছিটাচ্ছে। সেই আগুন জেসনকে তাক করতে সাহায্য করল। গুলি করল ও। পাঁজরের উপর, ঠিক হৃৎপিণ্ডে গুলি খেয়ে কাত হয়ে যেতে দেখল ও ড্যান্ডিকে। স্যাডল থেকে খসে পড়ল লোকটা, মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। নড়ছে না।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো এক রাইডার—ম্যাককয়। 'কী হয়েছে, ড্যান্ডি?' লোকটার গলায় উত্তেজনার ছাপ নেই। হাঁটবার গতিতে ঘোড়া সামনে বাড়াল সে, আবার ডাক দিল, 'ড্যান্ডি?'

পড়ে থাকা ড্যান্ডিকে দেখল জেসন। আর একবারও নড়েনি লোকটা। নড়বেও না কখনও, জানে জেসন। বিনাপ্ররোচনায় ম্যাককয়কে গুলি করা সম্ভব নয়, কাজেই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করল ও। পিছন থেকে এবার পরপর তিনটে গুলি করল ম্যাককয়। তৃতীয় গুলিতে হোঁচট খেল জেসনের ধূসর ঘোড়াটা, সামলে নিয়ে ছুটল আবার। সিকি মাইল পেরিয়ে গেল...তারপর আধমাইল। হঠাৎ ধড়াস করে পড়ে গেল তারপর। ঘোড়ার গায়ে গুলি লেগেছে আঁচ করেছিল জেসন, লাফ দিয়ে স্যাডল ছেড়েছে ও ঘোড়াটা পড়ে যাওয়ার আগেই। সামলে নিয়ে দেখল কয়েকবার পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল বিশ্বস্ত জন্তুটা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল জেসন, কান পাতল। গরুর খুরের ভোঁতা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ম্যাককয় অনুসরণ করে এসেছে কি না কে জানে। তার তরফ থেকে কোনও সাড়া নেই। অপেক্ষায় থাকল জেসন, বেশ খানিকক্ষণ পর বুঝল, লোকটা আসছে না।

এবার মৃত ঘোড়া থেকে স্যাডল খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। স্যাডলটা কাঁধে ফেলে হালকা চালে দৌড়াতে শুরু করল। সকালে শুরু হবে মানুষ-শিকার, তার আগেই এখান থেকে যতোটা পারা যায় দূরে সরে যেতে হবে ওকে।

ভোরে একটা ওয়াটার হোল খুঁজে পেল জেসন। কাঁধ থেকে স্যাডল নামিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পান করল সুশীতল মিষ্টি পানি। হ্যাট খুলে মাথা চুবাল পানিতে। বুট আর মোজা খুলে ফোস্কা পরা পা ডোবাল পানিতে। বিশ্রাম নেওয়ার ফাঁকে কয়েকটা বিস্কুট আর স্টেক দিয়ে খিদে দূর করল। সিগার ধরিয়ে ভাবতে বসল কী করবে। মাথার ভিতর যেন চিন্তার ঝড় বইছে ওর।

মার্শাল রোমেল আর নকল সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ম্যাককয়, হয়তো ইতিমধ্যেই করেছে। ওর ট্র্যাক অনুসরণ করে আসবে মার্শাল রোমেল, পৌঁছে যাবে মৃত ঘোড়াটার কাছে। পায়ে হাঁটতে হচ্ছে ওকে, অন্ধও দেখতে পাবে এরকম পরিষ্কার ট্র্যাক ফেলে আসতে হয়েছে। ও এক মাইল পেরোনোর আগেই ঘোড়সওয়াররা পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিতে পারবে। যদি কোনও বুদ্ধি না খাটাতে পারে ও, কপালটা যদি সাহায্য না করে, তা হলে সার্বো ফ্ল্যাট থেকে বের হবার আগেই লোকগুলোর হাতে ধরা পড়ে যেতে হবে ওকে।

এখনই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে। আরও রুক্ষ কুয়েব্র্যাডোতে যাবার চেষ্টা করতে পারে ও। সেক্ষেত্রে যেতে হবে ওকে উত্তরে। ওদিকে ওর ট্র্যাক খুঁজে বের করতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে অনুসরণকারীদের। অথবা ব্যান্ডেরা উপত্যকার দিকে যেতে পারে ও। ওখানে কারও র‍্যানশ হাউসে গিয়ে ঘোড়া সংগ্রহ করতে পারে। র‍্যানশাররা লুকালেও সব ঘোড়া তারা নিশ্চয়ই নিয়ে যায়নি। কুয়েব্র্যাডো অপেক্ষাকৃত কাছে, কিন্তু ওখানে র‍্যানশাররা আছে। তারা ওকে পছন্দ করে না। তা ছাড়া, ও ঘোড়ায় চড়ে

অভ্যস্ত। একটা ঘোড়া দরকার ওর। ঘোড়া না থাকলে ঘোড়ায় চড়তে অভ্যস্ত রাইডারের নিজেকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। ব্যান্ডেরা উপত্যকার দিকে যাবে ঠিক করল অবশেষে জেসন।

আরও এক ঘণ্টা নিজেকে বিশ্রাম দিল ও, যদিও বুঝতে পারছে পেরিয়ে যাওয়া সময়গুলোতে বিপদ বাড়ছে ওর। চুপ করে শুয়ে থাকল ও, একটা চিন্তাই বারবার ওর মাথায় দোলা দিল: চাক ড্যান্ডি এখন আর বেঁচে নেই।

লোকটাকে ওর খুন করতে হওয়ায় কোনও অনুশোচনা বোধ করছে না জেসন। অত্যন্ত নীচ একটা চোর ছিল চাক ড্যান্ডি। বুড়ো পিয়ার্সের হত্যায় সরাসরি তার হাতে রক্ত লাগেনি ঠিক, কিন্তু স্যাম অ্যালবার্সের মতোই সে-ও সমান দোষী, কারণ তাদের পাঠানো ভাড়াটে লোকদের হাতেই খুন হয়েছে পিয়ার্স। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, চাক ড্যান্ডির মৃত্যু কিছুই বদলে দেয়নি। সূর্য যেমন নিশ্চিত ভাবেই পুবে ওঠে, তেমনি এটাও ঠিক যে, স্যাম অ্যালবার্স যতোক্ষণ বেঁচে আছে, ততোক্ষণ গরু ডাকাতি বন্ধ হবে না। চাক ড্যান্ডির চেয়ে অ্যালবার্সকে অনেক বেশি বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছে ওর।

জেসন অনুভব করল, চাক ড্যান্ডিকে যেমন মরতে হয়েছে, তেমনি মরতে হবে স্যাম অ্যালবার্সকেও, নইলে এই এলাকায় শান্তি ফিরে আসবে না কখনও। আর অ্যালবার্সকে হত্যার কাজটা সম্ভবত করতে হবে ওকেই।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যেতেই বুট পরে নিল জেসন। স্যাডলটা কাঁধে ফেলে রওনা হলো আবার। ক্রমেই যেন বাড়ছে স্যাডলের ওজন। ওর চলবার গতি ধীর। দিগন্তের গায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো টিলাগুলোর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলেছে ও। তাপমাত্রার কারণে মনে হচ্ছে দূরে কাঁপছে দিগন্ত। ওই টিলাগুলোর ওপারে আছে ব্যান্ডেরা উপত্যকা। ওর গন্তব্য। ওখানে পৌঁছতে পারলে ঘোড়া জোগাড় করতে পারবে ও।

আর তখন, মানুষ শিকারীদের শিকার থাকবে না ও শুধু, নিজেও মানুষ শিকার করতে রওনা হতে পারবে। একটা চিন্তা জেসনের মাথায় বারবার দোলা দিচ্ছে: রিভলভারের নলের সামনে স্যাম অ্যালবার্সকে পেতে হবে ওর।

ওকে যদি খুন করতেই হয়, তো করবে ও খুন।

ষোলো

মাঝসকালে ওর বুট জুতো রীতিমতো কষ্ট দিতে শুরু করল। দুপুরে খোঁড়াতে শুরু করল জেসন। স্যাডলের ওজনে প্রথমে ডান কাঁধ, তারপর বাম কাঁধ অবশ হয়ে এলো। বিশ্রাম নিতে থামল ও, কাঁধ থেকে স্যাডল নামিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। পাথর আর বালিময় একটা জমিতে আছে এখন ও। যে টিলাসারির দিকে ও চলেছে, দেখে মনে হয় ওগুলো একটাও কাছিয়ে আসেনি। মাটিতে বসে ওর শেষ খাবারটুকুও শেষ করল জেসন। এবার প্রচণ্ড তৃষ্ণা লাগল ওর। ছোট একটা নুড়ি পাথর খুঁজল ও, ওটা মুখে পুরে লালা নিঃসরণ করাবে মুখ থেকে। এতো ক্লান্ত লাগছে যে চুরুট ধরাতে ইচ্ছে করল না। হাঁটবার অভ্যেস না থাকায় এতো কষ্ট হচ্ছে, তিক্ত মনে ভাবল জেসন।

এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো ও। একবার ভাবল স্যাডলটা ফেলে যায়। ওটার ওজন এখন আর চল্লিশ পাউন্ড মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে দুইশো পাউন্ড। কিন্তু স্যাডল না থাকলে ঘোড়া পেলেই বা কী লাভ হবে ওর, এ-কথা ভেবে

বয়ে নিয়ে চলল ওটা।

দুপুরের পর একটা ঢিবির উপর উঠে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল জেসন, অনুসরণ করে আসা ঘোড়সওয়ারদের দেখতে পেল অনেক দূরে। পাথর আর বালিময় জমিতে ছোট ছোট বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে তাদের। চোখ সরু করে তাদের সংখ্যাও গুনতে পারল জেসন, মোট বারোজন।

আতঙ্ক ওকে গ্রাস করল না। নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ওরা আসবেই তা আগে থেকেই জানে ও। ওরা সম্ভবত মার্শাল রোমেল আর নকল সৈনিকদের দল। ওকে লোকগুলো দেখতে না পেলে ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে না এই রোদের মধ্যে। ও এখন যেখানে আছে সেখানে লোকগুলোর পৌঁছতে আরও অন্তত এক ঘণ্টা লাগবে। ততোক্ষণে আরও দু'আড়াই মাইল সরে যেতে পারবে ও কাঁধে কোনও বোঝা না থাকলে।

আর কোনও উপায় নেই, স্যাডলটা এবার ফেলে যেতেই হবে। রিগ থেকে ল্যারিয়েট আর রাইফেলটা বের করে নিল জেসন। ব্যান্ডেরা উপত্যকায় পৌঁছতে পারলে দড়িটা ঘোড়া ধরতে কাজে দেবে ওর। আর উপত্যকা পর্যন্ত যেতে না পারলে লড়াই করবার জন্য রাইফেলটা দরকার হবে। কয়েকটা বোল্ডারের মাঝখানে স্যাডলটা লুকাল জেসন, গোটানো দড়ি কাঁধে ঝুলিয়ে রাইফেল হাতে হাঁটতে শুরু করল আবার। সামনে পাথর আর বালির রাজ্য শেষ হয়েছে, ওখান থেকেই শুরু সিডারের সারি। ওই গাছগুলোর আড়াল নিতে পারলে অনেকটা সুবিধে পাবে ও। ওটার ভিতর ঢুকে ওর ট্র্যাক খুঁজে বের করা সহজ হবে না অনুসরণকারীদের পক্ষে।

দৌড়াতে শুরু করল জেসন। হাঁটুর কাছে পা কাঁপছে ওর থরথর করে।

জঙ্গলের ভিতর সূর্যের আলো খুব কমই প্রবেশ করেছে। হাঁটবার গতি কমাল জেসন। হঠাৎ করেই এক জায়গায় থমকে

গেছে জমি, তারপর সরু কিন্তু গভীর একটা ক্যানিয়ন। ক্যানিয়নের পাড়ে দাঁড়াল ও। পুবের টিলাগুলোর দিকে গেছে খাদটা। ওদিকেই যেতে চায় জেসন। কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর ক্যানিয়নের এবড়োখেবড়ো কিন্তু খাড়া দেয়াল বেয়ে নামতে শুরু করল ও। ক্যানিয়নের মেঝেটা অন্তত দুশো ফুট নীচে। ঘন হয়ে ঝোপ জন্মেছে ওখানে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বড় বড় পাথর খণ্ড। হাঁপাচ্ছে জেসন, ঘামছে দরদর করে। বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলো। খুব সাবধানে নামতে শুরু করল একটু পর। পিঁপড়ের মতো ধীর ওর গতি। পাথুরে দেয়ালের খাঁজ-ভাঁজ ব্যবহার করে নামছে। পেরিয়ে গেল আধ ঘণ্টা, তারপর ক্যানিয়নের মেঝেতে অবশেষে নামতে পারল। সামনে বেড়ে একটা ঝর্না দেখতে পেল। ওটা থেকে পেট পুরে পানি গিলল। আরও আধমাইল সামনে ক্যানিয়নটা একশো গজ মতো চওড়া হয়েছে। এখানে ঝোপ কিংবা পাথরের সংখ্যা কম। এগোনো আগের চেয়ে সহজ হলো। পুরো এক ঘণ্টা হাঁটল জেসন। ক্যানিয়নের ভিতর গভীর ছায়া ঘনাচ্ছে। মনে আশা জাগল, অনুসরণকারীরা জঙ্গলে ঢুকে ক্যানিয়নটা খুঁজে পাবার আগেই অন্ধকার নামবে। কিন্তু ঠিক তখনই চিৎকারটা শুনতে পেল।

ঝট করে ঘুরে তাকাল ও, আশঙ্কা করছে ওর ঠিক পিছনেই নেমে এসেছে লোকগুলো। ক্যানিয়নের কিনারা থেকে একটা রাইফেল হুঙ্কার ছাড়ল। উপরে তাকিয়ে নীল ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোককে দেখতে পেল জেসন। দু'জনই ওকে লক্ষ্য করে গুলি করল। এক ঝটকায় রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল জেসন, লোকগুলোকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটা গুলি করল প্রায় কোনও বিরতি না দিয়ে। গা বাঁচাতে আড়াল নিল দুই নকল সৈনিক।

চারপাশে তাকাল জেসন। ওই লোকগুলো যেখানে ছিল তার নীচে ক্যানিয়নের দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা পাথরের একটা চাতাল ছাড়া ধারেকাছে আর কোনও ভাল আড়াল নেই। ওটারই

তলায় আশ্রয় নিল ও। এখন ক্যানিয়নের পাড় থেকে ওকে গুলি করতে পারবে না কেউ। ছোট খুপরি মতো জায়গাটায় বসল জেসন, একটু পরেই দেখতে পেল, ক্যানিয়নের পাড়ে এসে দাঁড়াল লোকগুলো। তাদের সঙ্গে মার্শাল রোমেলও আছে।

শত্রুপক্ষের বারোজনই ক্যানিয়নের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে, এটা সামান্য হলেও স্বস্তিদায়ক। লোকগুলো জানে ঘোড়া নিয়ে ক্যানিয়নে নামতে পারবে না তারা, নামতে হলে দেয়াল বেয়ে টিকটিকির মতো নামতে হবে। জেসন মনে মনে আশা করল লোকগুলো ঘোড়া রেখে নামবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবে।

সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্যভেদ করতে চাইছে রাইফেলধারীরা। কিন্তু জেসনের মাথার উপর পুরু পাথরের ছাদ থাকায় কাজটা অসম্ভব। পাথরে পিছলে যাওয়া বুলেটের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। দশ-বারোটা গুলি এদিক ওদিক ছিটকে যাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে একটা সিগার ধরাল জেসন, যতোটা পারা যায় আয়েশ করে বসল গুহা মতো জায়গাটায়।

পরবর্তী এক ঘণ্টা ছাড়া-ছাড়া ভাবে গুলি করা হলো। প্রতিটা বুলেট উপরের পাথরে লেগে দিকভ্রান্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছুটে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার পর গোলাগুলি থামল। জেসন আন্দাজ করল, লোকগুলো এখন সাপারের জন্য বিরতি নিয়েছে, আলোচনা করে ঠিক করছে ওর পিছনে ধাওয়া করতে ক্যানিয়নে নেমে আসবে কি না। মার্শাল রোমেল তা-ই চাইবে, সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যান্যরা অ্যালবার্সদের বেতনভুক কর্মচারী মাত্র, তারা কোনও বাড়তি ঝুঁকি নিতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। ওর রাইফেলের ভয় পাবে তারা। তবে শেষ পর্যন্ত মার্শাল রোমেল সবাইকে ওর পিছু নিতে প্রভাবিত করতে পারবে। কিন্তু সে-সময় পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করে থাকবার কোনও ইচ্ছে জেসনের নেই।

পুরো অন্ধকার নামবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করল জেসন, তারপর চাতালের তলা থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলল আবার। একটা গুলিও হলো না উপর থেকে। মাঝরাতে ক্যানিয়নের একদিকে ঢালু পাড় পেল ও। উপরে উঠে সামনে দেখতে পেল কাছেই কালো টিলাসারি যেন ঝুঁকে আছে এদিকে। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিল ও ওখানে বসে, তারপর টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করল। কয়েকটা টিলা পেরোনোর পর নীচের সমতলে একটা ঝর্না দেখতে পেল ও। ওটার ভাটি ধরে এগোল জেসন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটল, তারপর এক সময় পাথুরে পাহাড়ী এলাকা পেরিয়ে ঝর্নাটা প্রবেশ করল সবুজ ঘাসে ছাওয়া ব্যান্ডেরা উপত্যকায়। জায়গাটা চিনতে পারল ও। ড্যান মার্ডকের কেবিন আর দূরে নেই। সেদিকেই এগোল জেসন। একটু পর পৌঁছে গেল অ্যাডোবির জোড়া কেবিন, বার্ন আর পোল করালের কাছে। ঘরে ঢুকে ম্যাচের কাঠি জ্বালল ও, ঘরের মাঝখানে অযত্নে চাঁছা তক্তার তৈরি টেবিলের উপর একটা মোমবাতি দেখে ওটা ধরাল। এই কেবিনটাও ওর কেবিনের মতোই একটা ঘর নিয়ে তৈরি। তবে এতোই অগোছাল যে, মুখ কুঁচকে গেল জেসনের। কেবিনের ভিতর সামান্য কিছু রসদপত্র পেয়ে দেরি না করে নিজের কাজে লাগাল ও। আগুন জ্বেলে দ্রুত রান্না সারল, খেয়ে নিয়ে মোমবাতি হাতে চলল বার্নের দিকে। কিন্তু ড্যান মার্ডকের বাড়তি কোনও স্যাডল নেই। মোমবাতিটা ঘরে রেখে দিল জেসন, কাঁধে দড়ি আর হাতে রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এলো আবার বাইরে।

দিগন্তে ভোরের আবছা আলোর আভাস ফুটে উঠছে। সেই আলোয় রানশ হাউস থেকে আধ মাইল দূরে ছয়-সাতটা ঘোড়া দেখতে পেল জেসন, ঘাসজমিতে চরছে। লুকিয়ে ওগুলোর কাছে গিয়ে একটা ঘোড়া ধরতে ঘণ্টা খানেক লেগে গেল ওর। বিরাট একটা ক্লেব্যাঙ্ক গেল্ডিং ওটা। দড়ি দিয়ে রাশ তৈরি করে চেপে

বসল জেসন ওটার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে পাগলা ঘোড়ার মতো লাফাতে শুরু করল জন্তুটা। কোনরকমে টিকে থাকল জেসন ওটার পিঠে। একটু পর শান্ত হলো গেল্ডিং পিঠ থেকে আপদটাকে নামাতে না পেরে। এবার উত্তরে রওনা হলো জেসন, ওদিকেই হ্যানসনদের রানশ। ও আশা করছে ওখানে একটা স্যাডল পাওয়া যাবে।

রানশ হাউসে পৌঁছতে পৌঁছতে দিগন্তের ওপার থেকে এক লাফে উঠে এলো সূর্য। সরাসরি বার্নের সামনে এসে গেল্ডিঙের পিঠ থেকে নামল জেসন, দড়ির তৈরি দীর্ঘ রাশ হাতছাড়া না করে বার্নের দরজা খুলল। গেল্ডিংটাকে সঙ্গে নিয়েই ভিতরে ঢুকল ও, দেখল ওর আন্দাজই সঠিক, বেশ কয়েকটা স্যাডল রয়েছে বার্নে। একটা স্যাডল বেছে নিল জেসন, সেই সঙ্গে হর্সহেয়ার স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট আর একটা ব্রিডল। ক্লেব্যাঙ্কের ল্যাটিগো বেঁধে চোখের কোণে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল ও। দরজার কাছে নড়েছে কেউ। এক ঝটকায় রিভলভার বের করে ঘুরে দাঁড়াল জেসন।

'না! জেসন!' আঁৎকে উঠল ক্যারি।

অস্ত্রটা নামিয়ে ফেলল জেসন। দরজার পাল্লায় হেলান দিল ক্যারি, কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, 'আমি···আমি ভেবেছিলাম তুমি গুলি করে দেবে! ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

ক্যারির হাতে একটা রাইফেল দেখে বিস্ময় বোধ করল জেসন। জিজ্ঞেস করল, 'রাইফেলটা দিয়ে কী করবে বলে ভাবছ তুমি, ক্যারি?'

রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল ক্যারি, তবে আওয়াজটা বেসুরো শোনাল। 'জানি না। নাস্তা শেষ করে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাই। জানালায় এসে দেখলাম একটা ঘোড়া বার্নে ঢুকছে। সাহস সঞ্চয় করে দেখতে এসেছিলাম কে এলো।' শিউরে উঠল ক্যারি। 'তুমি আরেকটু হলেই গুলি

করতে, না, জেসন?'

'করতাম,' স্বীকার করল জেসন। 'আমার ধারণা ছিল না হ্যানসনদের কেউ এখানে আছে।' ক্যারির হাত থেকে রাইফেলটা নিল জেসন, দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। এবার ক্যারির দু'কাঁধে দু'হাত রাখল ও, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ক্যারির চোখে। 'তুমি হাইডআউটে যাওনি কেন?' ওর নিষ্ঠুর ঠোঁট নেমে এলো ক্যারির কোমল অধরে।

একটু পিছিয়ে গেল ক্যারি। 'লুকিয়ে থাকতে থাকতে আর পালাতে পালাতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি।' জেসনের চোখে তাকাল ও। 'হঠাৎ চুমু দিলে কেন?'

অপ্রস্তুত বোধ করল জেসন, একটু থমকে গিয়ে বলল, 'ভাবলাম তোমাকে চুমু দেয়া উচিত। আসলে...' থেমে যেতে হলো ওকে। আওয়াজটা ওকে সচেতন করে তুলেছে।

দ্রুত ছুটে এসে রানশ হাউসের উঠানে মাত্র থেমেছে একটা ঘোড়া। এবার স্যাডলে বসেই হাঁটবার গতিতে রানশ হাউসের দিকে এগোল আরোহী।

লোকটা জেস বার্নেট।

বার্ন থেকে বেরিয়ে এলো জেসন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ দ্রুত ওর দিকে ফেরাল বার্নেট। জেসনকে ছাড়িয়ে ক্যারির উপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। মুহূর্তে রাগে বিকৃত হয়ে গেল বার্নেটের চেহারা, নিচু স্বরে গাল বকে স্পার দাবাল সে, বিরাট ঘোড়াটার পেটে। তার লক্ষ্য সরাসরি জেসন। পিষে দিতে চায় ওকে বার্নেট!

লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল জেসন, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত সরতে পারল না। কালো ঘোড়াটার বাম কাঁধ ধাক্কা দিল জেসনের পিঠে, হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল জেসন। হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে আধবসা হলো ও। ওর মাথার কাছে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘোড়াটা, যে-কোন সময় ক্ষুর নামিয়ে

আনবে নীচে। ডাইভ দিয়ে ক্ষুরের তলা থেকে দূরে সরে গেল জেসন, ঠিক তখনই ওর মাথা যেখানে ছিল সেখানে নামল ঘোড়ার সামনের দু'পা। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ক্যারির আতঙ্কিত চিৎকার শুনতে পেল জেসন। 'বার্নেট! বার্নেট!'

ঘোড়াটা আবার সামনে বাড়াল বার্নেট। আধফুট দূরে কালো দুটো আতঙ্কিত চোখ দেখতে পেল জেসন। স্পারের খোঁচা খেয়ে অস্থির হয়ে আছে ঘোড়াটা, বিস্ফারিত ভীত চোখে ওকে দেখছে। পাগল না হলে কখনও মানুষকে আক্রমণ করে না ঘোড়া সাধারণত, কিন্তু এখন বাধ্য হওয়ায় ভীষণ ভয় পেয়েছে ঘোড়াটা। বেরিয়ে পড়েছে বড় বড় চৌকো দাঁত, ঠোঁটে জমেছে সাদা ফেনা। ওটাকে দেখে পাগলা কুকুরের কথা মনে হলো জেসনের। হাতের ধাক্কায় ঘোড়াটাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল ও। ঘোড়ার দু' চোখের মাঝখানে নাকের উপর জোর আঘাত করল জেসনের মুঠো। হ্রেষাধ্বনি করে উঠল আতঙ্কিত ঘোড়াটা, দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনের দু'পায়ে। টিকে থাকতে না পেরে ওটার স্যাডল থেকে খসে পড়ল বার্নেট।

তার পা মাটি স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পায়ে সামনে বেড়ে কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বার্নেটের বুকে গুঁতো দিল জেসন, পরক্ষণেই ঘুসি মারল বার্নেটের চোয়ালে। দু'ভাঁজ হয়ে গেল বার্নেট, তারপর ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে। ব্যথায় শরীর মোচড়াল। তবে দেরি না করে উঠেও দাঁড়াল সে, হাতের পিঠে ফেটে যাওয়া ঠোঁটের রক্ত মুছে গাল বকতে বকতে ছুটে এলো জেসনের দিকে। চোয়ালে বার্নেটের জোরাল ঘুসি খেয়ে টলে গেল জেসন, ওর নিজের ঘুসিটা জোর হারাল, কিন্তু পড়ল ঠিক বার্নেটের নাকের হাড়ের উপর। তোয়াক্কা না করে জেসনের গায়ের কাছে সরে আসতে চেষ্টা করল বার্নেট, হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিতে চাইল জেসনের তলপেটে। পাশ ফিরে বার্নেটের হাঁটুটা নিজের উরুতে নিল জেসন,

পরক্ষণেই দেরি না করে পরপর কয়েকটা শর্ট জ্যাব করল ও বার্নেটের মুখে। টলতে টলতে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো বার্নেট।

একটা মুহূর্ত কেটে গেল ওদের দু'জনের ভারসাম্য ঠিক করতে। সেই সংক্ষিপ্ত সময়ে জেসনের মাথায় খেলে গেল এই লড়াইয়ের কারণ। হিংসা বার্নেটের মাথা গরম করে দিয়েছে। এবং এখন অন্তরে ওরা আচমকা অনুভব করছে তীব্র ঘৃণা—লড়ছে ওরা দু'জন পুরুষ। এমন ভাবে লড়ছে, যেভাবে পুরুষরা লড়ে শুধু নারীর অধিকার পাবার জন্য।

আগে সামলে নিল বার্নেটই, আবার তেড়ে এলো সে, জেসনের কোমর জড়িয়ে ধরল দু'হাতে, তারপর মাথা দিয়ে জোর ঠোকর দিল জেসনের বুকের হাড়ে। তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল জেসন, শ্বাস নিতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। মরিয়া হয়ে উঠল ও, একের পর এক ঘুসি মারতে শুরু করল বার্নেটের মাথার তালুতে। বাধ্য হয়ে ভালুকের আলিঙ্গন থেকে জেসনকে মুক্তি দিল বার্নেট, এক পা পিছাল। ঠিক তখনই তার বার্নেটের দু' চোখের মাঝখানে নাকের গোড়ায় লাগল জেসনের ডানহাতি জোরাল ঘুসি। মুখ দিয়ে সমস্ত দম বেরিয়ে গেল বার্নেটের, মাতালের মতো টলতে শুরু করল সে। বারকয়েক ঘুসি মারতে চেষ্টা করল জেসনের মুখে, কিন্তু হাতে আর জোর পাচ্ছে না। তালু থেকে গড়িয়ে নামা রক্তের কারণে দেখতেও পাচ্ছে না ভাল করে। বুঝে গেল, হেরে গেছে সে। বার্নেটের বুকের গভীর থেকে ফোঁপানোর আওয়াজ বেরিয়ে এলো। হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে বসে পড়তে বাধ্য হলো সে দুর্বলতার কারণে। খানিকক্ষণ বসে মাথা নাড়ল, দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করল, তারপর যখন দেখতে পেল, পিছিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, হাত বাড়িয়ে দিল কোমরে ঝোলানো অস্ত্রের দিকে।

প্রচণ্ড আওয়াজ করল গুলি। ক্যারির রাইফেল থেকে বেরিয়েছে বুলেটটা।

শান্ত শোনাল ক্যারির কণ্ঠ, 'বার্নেট, আমাকে গুলি করতে বাধ্য কোরো না, এর পরেরবার তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি করব আমি।'

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যারিকে দেখল জেস বার্নেট, যেন এই মাত্র তার জ্ঞান ফিরল। রিভলভারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল সে, কাঁপা একটা হাত তুলে মুখের রক্ত মুছল।

'ঠিক আছে, ক্যারি।'

'লড়াইটা কীসের?' জিজ্ঞেস করল ক্যারি, এখনও হাত থেকে রাইফেল নামায়নি।

নিচু স্বরে গাল বকল বার্নেট, তারপর ভাঙা গলায় বলল, 'আমি এদিকের অবস্থা দেখতে এসেছিলাম, খুঁজছিলাম তোমাকে, চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম আমি। আর কী পেলাম আমি এখানে এসে? তুমি আর মার্কাস, দু'জন মিলে...'

'দু'জন মিলে কী?' ক্যারির গলায় রাগ ঝরল। 'শুরু থেকে নিজের কল্পনায় আমাকে দুশ্চরিত্রা বানিয়ে রেখেছ তুমি। কখনও জানতে চেয়েছ তোমাকে আমি পছন্দ করি কি না? আর, কে তোমাকে আমার রক্ষাকর্তা হতে বলেছে, শুনি?'

রাগে দুঃখে জেদে চেহারা বিকৃত হয়ে গেল জেস বার্নেটের। 'আর কী ভাবতে পারতাম আমি, অন্যদের সঙ্গে হাইডআউটে যাওনি তুমি, তারপর এখানে তোমাকে দেখলাম ওর সঙ্গে...'

'একবারও তোমার মনে হয়নি আমি কী করি না করি সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও অধিকার তোমার নেই?' শান্ত শোনাচ্ছে ক্যারির কণ্ঠ, কিন্তু কথায় তীক্ষ্ণ ছুরির ধার। 'আধঘণ্টা আগে এখানে এসেছে জেসন, ওর আসার আওয়াজ পেয়ে আমি দেখতে আসি কে এলো। দেখি একটা স্যাডল নিয়েছে ও, অপরিচিত একটা ঘোড়ায় সেটা চাপিয়েছে। কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারিনি যদিও, কিন্তু আমি বাড়ির ভিতর থাকলে রওনা হয়ে যেত ও, ওর উদ্দেশ্য জানা যেত না। এবার তুমি সন্তুষ্ট, জেস বার্নেট?'

মলিন মুখে চুপ করে থাকল বার্নেট।

জেসনের দিকে ফিরে তাকাল ক্যারি। 'আর তুমি, জেসন মার্কাস, বার্নেটের চেয়ে লড়াইটা কম চাওনি তুমি। তোমাদের কে বলেছে যে পার্লার হাউসের পতিতাদের মতো আমার অধিকার নিয়েও লড়াই করতে পারবে তোমরা ইচ্ছে করলে?' জেসনকে জবাব দিতে দিল না ক্যারি, বলল, 'অপরিচিত একটা ঘোড়া নিয়ে এখানে এসেছ তুমি, কারণটা কী? স্যাডলের জন্যে এখানেই বা তোমাকে আসতে হলো কেন?'

জাহান্নামে যাক সব, তিক্ত মনে ভাবল জেসন। জেস বার্নেটের চেহারা এখন যেমন ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে, ঠিক তেমনি ওর শরীরটাও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে জেসনের। রাগ না দেখিয়ে শান্ত গলায় এখানে আসবার আগে কী ঘটেছে জানাল ও। কীভাবে ও মার্শাল রোমেলের লোকদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে শুনতে শুনতে সুন্দর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল ক্যারির। টিটকারির হাসি ঠোঁটে নিয়ে সবটা শুনল বার্নেট। বার্নের কাছে সরে এসেছে সে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে।

'রোমেল ঝামেলাবাজ লোক,' জেসন থামতেই বলল সে। 'তোমার কারণে আমাদের পেছনে লেগে গেছে সে সদলবলে। মাথার ওপর আকাশ নামিয়ে আনবে সে এবার।'

ভ্রূ কুঁচকে বার্নেটকে দেখল জেসন। 'আমার সমস্যা আমি নিজেই সামলাব, তোমাদের তাতে জড়াব না।'

'আচ্ছা!'

ক্যারি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি, জেসন?'

'স্যাম অ্যালবার্সকে খুঁজে বের করতে,' জবাব দিল গম্ভীর জেসন।

বার্নে ঢুকে ক্লেব্যাঙ্কটাকে বের করে আনল ও, স্যাডলে উঠে বার্নেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বার্নেট, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার

আমার সঙ্গে গোলমাল করতে চাইলে তুমি। তৃতীয়বার চেষ্টা কোরো না, যদি না ডুয়েল লড়তে চাও।' ক্যারির দিকে ফিরল এবার ও। 'ওর সঙ্গে কুয়েব্র্যাডোতে গেলেই ভাল করবে তুমি। রোমেল আর ওর লোকজন আগে হোক পরে হোক, এদিকে আসবেই। এখানে ওরা তোমাকে একা পেলে সেটা ভাল হবে না।'

ক্লেব্যাঙ্কটাকে ঘুরিয়ে নিল জেসন, পিছনে একবারও না তাকিয়ে ছুটিয়ে দিল ঘোড়াটা। ও জানল না, একদৃষ্টিতে পিছন থেকে ওকে দেখছে জেস বার্নেট আর ক্যারি। দু'জনের মনে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই অনুভূতি।

সতেরো

দুপুরে স্কাল ওয়েল্‌সের কাছে চওড়া একটা ঘাসজমি পার হবার সময় ডানদিকে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার দেখতে পেল জেসন। তাদের পরনের নীল ইউনিফর্ম চিনতে ভুল হলো না ওর। তার মানে মার্শাল রোমেল এবং নকল সৈনিকদের দল ওটা। তারাও ওকে দেখতে পেয়েছে, দ্রুত ধাওয়া শুরু করল। তবে এখনও অনেক দূরে আছে লোকগুলো। ক্লেব্যাঙ্কের রাশে দোলা দিয়ে ছুটল জেসন।

ওর ঘোড়াটা অপেক্ষাকৃত তরতাজা হওয়ায় মাঝখানের দূরত্ব বাড়তে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ পর জেসন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ছড়িয়ে পড়েছে লোকগুলো। কয়েকজন অনেক পিছিয়ে

আছে। দলের সামনের সারিতে আছে মার্শাল রোমেল। লোকটা ঘৃণা করে ওকে, কাজেই জেদ ধরে পিছু নেবে। আন্দাজ করে নেবে সে কোথায় যাচ্ছে জেসন, ওর পিছন পিছন যদি স্যাবিনভিল পর্যন্ত যায়, তা হলেও অবাক হবার কিছু নেই।

সেক্ষেত্রে রোমেলের আগেই স্যাবিনভিলে পৌঁছতে হবে ওকে, নইলে লোকটা স্যাম অ্যালবার্সকে সতর্ক করে দেবে।

দু'জনের দূরত্ব বাড়লেও মার্শালের ঘোড়াটা এখনও দ্রুত ছুটতে পারছে। এক ঘণ্টা পর ক্লেব্যাঙ্কের গতি কমাল জেসন, পিছন ফিরে দেখল মার্শাল রোমেলকে খুদে একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। অন্য কোনও রাইডার ওর চোখে পড়ল না। কিছুক্ষণ পর রোমেলকেও আর দেখা গেল না। তবে জেসন জানে, ঠিকই ওর পিছনে লেগে আছে লোকটা।

দুপুরের পর ব্যান্ডেরা উপত্যকার শেষ প্রান্তে মাইক গ্রিয়ারের রানশে পৌঁছল জেসন। বাড়িতে কেউ নেই, কিন্তু জেসন যা খুঁজছিল সেটা দেখতে পেল। বাড়ির কাছেই চরছে বেশ কয়েকটা ঘোড়া। ল্যাসো বের করে ওগুলোর দিকে ক্লেব্যাঙ্ক নিয়ে এগোল ও, বেছে নিল একটা বাকস্কিন গেল্ডিং, তারপর ল্যাসো ছুঁড়ল। প্রথমবারেই ঘোড়াটার গলায় আটকে গেল ল্যাসো। বাকস্কিনটার পিঠে স্যাডল চাপাতে লাগল আরও পাঁচ মিনিট।

আবার, রওনা হয়ে গেল জেসন, উপত্যকার সীমানা হিসেবে দাঁড়ানো টিলাগুলোর মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল স্যাবিনভিলের দিকে।

সন্ধ্যার সময় ভাঁজ আর খাঁজ ভরা একটা ব্লাফ পাশ কাটিয়ে সামনে দেখতে পেল ও নদীটা। কাছেই একটা চর আছে। ওটা নদীর তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত চলে গেছে। ওই পথে বিরাট একটা পাল গরু নদী পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সন্দেহ নেই গরুগুলো রানশারদের জড়ো করা সার্বো ফ্ল্যাটের সেই পাল। বিড়বিড় করে গাল বকল জেসন। স্যাবিনভিলের কয়েক মাইল

উত্তরে গরু পার করা হচ্ছে। একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে তার। অ্যালবার্স চায় না স্যাবিনভিলে ওগুলো টালি করা হোক।

সহজেই চরের উপর দিয়ে গরু পার করাচ্ছে ঘোড়সওয়াররা, নামিয়ে দিচ্ছে অগভীর নদীতে। সামনের সারির গরুগুলো ইতিমধ্যেই ওপারে উঠে পড়েছে। তবে পিছনের গরুগুলো এখনও চরে উঠতে পারেনি। ড্র্যাগ রাইডাররা ওগুলো জড়ো করে তাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করছে। কাজটা তারা সারতে চাইছে আঁধার নামবার আগেই। গরুর ডাকের উপর দিয়ে ভেসে আসছে তাদের চিৎকার চেঁচামেচি।

অসহায় রাগ অনুভব করল জেসন। এই চুরি ঠেকানোর একটা মাত্র উপায়ই আছে। কিন্তু এখনই তা সম্ভব নয়, যদি না স্যাম অ্যালবার্স গরুর পালের সঙ্গে থাকে। থাকতে পারে লোকটা। তার অংশীদার মারা যাওয়ায় হয়তো গরুর পালের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সে। কিন্তু থাকবে তার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া, ড্যান্ডির মতো রিভলভারে ধীরগতি না-ও হতে পারে অ্যালবার্স। কিন্তু লোকটা আছে কি না নিশ্চিত হওয়া দরকার। রিভলভারটা কক্ করে হাতে নিল জেসন, এগিয়ে চলল গরুর পালের পাশ দিয়ে। ব্যস্ত হয়ে গরু সামলাচ্ছে ঘোড়সওয়াররা।

গরুর খুরের আঘাতে ধুলো উড়ছে চারপাশে। বেশিদূর দেখা যায় না। ওকে কেউ চিনে ফেলবে সে-ভয় প্রায় নেই বললেই চলে। সামনে দিয়ে এক রাইডারকে যেতে দেখে গেল্ডিং বাড়িয়ে তার পথ রুখল জেসন।

'কী ব্যাপার?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'জরুরি দরকার,' রিভলভারটা তার বুকে তাক করল জেসন। 'স্যাম অ্যালবার্স কোথায়?'

'আমি জানব কী করে!' চোখ বড় বড় করে রিভলভারটা দেখছে লোকটা।

ওটার নল নাড়াল জেসন। 'আউটফিটের সঙ্গে আছে?'

'ন্যাও।'

'তোমাদের নেতা কে?'

'ম্যাককয় নামের এক লোক। শোনো...'

'তুমি শোনো,' তাকে থামিয়ে দিল জেসন। 'নিজের কাজে যাও।'

লোকটা আন্দাজ করতে পেরেছে ও কে হতে পারে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই কি সেই লোক যে চাক ড্যান্ডিকে খুন করেছে?'

'আগে বাড়ো,' জবাব দিল না জেসন। 'নিজের কাজে যাও।'

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধুলোর মেঘের ভিতর অদৃশ্য হলো লোকটা। উল্টোদিকে চলল জেসন, গরুর পালের মাঝ দিয়ে যাওয়ার একটা পথ খুঁজছে। নেই কোনও পথ। পালের পিছনে চলে যেতে হলো ওকে, ওখানে কর্মরত লোকগুলোকে পাশ কাটাতে হলো। ধুলোর কারণে ওকে নিজেদেরই কেউ ধরে নিল লোকগুলো, কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। আরেকটু এগোতেই বাতাসে ধুলো কমে গেল, তারপর থাকল না বললেই চলে। হাঁটবার গতিতে ঘোড়া নিয়ে এগোল জেসন। ঠিক তখনই ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখল, একজন অশ্বারোহী গরুর পালের পাশ দিয়ে ছুটে আসছে। লোকটা ধুলোর ভিতর থাকায় চিনতে পারল না জেসন।

ওর কাছে চলে এলো লোকটা। গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মার্কাস?'

'এবার চিনল জেসন। যে-লোকটাকে ও থামিয়েছিল সে ম্যাককয়কে খবর দিয়েছে। দেরি না করে চলে এসেছে ম্যাককয়। হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল জেসন।

কিন্তু রিভলভার বের করেই এখানে এসেছে ম্যাককয়, গুলি

করল সে। এতো কাছ থেকে আওয়াজটা প্রচণ্ড জোরে শোনাল। ম্যাককয় জেসনের বুক লক্ষ্য করে গুলি করলে মিস করবার কোনও সম্ভাবনাই থাকত না, কিন্তু ঝামেলা বাড়াতে চায়নি গানম্যান, গুলি করেছে সে জেসনের মাথা লক্ষ্য করে। রিভলভার বের করতে গিয়ে মাথা সামান্য নীচে নামানোয় বেঁচে গেল জেসন। ওর মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাককয়ের বুলেট।

জেসনের হাতে বেরিয়ে এলো রিভলভার, পরপর তিনটা গুলি করল ও ম্যাককয়ের আবছা আকৃতি লক্ষ্য করে। ওর দ্বিতীয় আর তৃতীয় গুলিটা লক্ষ্যে আঘাত হানল। অস্ফুট একটা চিৎকার ছাড়ল ম্যাককয়, মাতালের মতো টলতে শুরু করল স্যাডলে। স্যাডল থেকে পড়ল না, কিন্তু তার হাত থেকে খসে পড়েছে রিভলভার। এক হাতে বুকের কাছটা চেপে ধরে প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল ম্যাককয়। তার ঘোড়াটা অস্থির হয়ে নড়তে শুরু করেছে। বাম হাতে এখনও রাশ ধরে আছে ম্যাককয়। ধুলোর ভিতর থেকে ম্যাককয়কে নিয়ে বেরিয়ে জেসনকে পাশ কাটাল ঘোড়াটা। ম্যাককয়ের চেহারা দেখতে পেল জেসন, তীব্র ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে লোকটার মুখ। দু'জনের চোখ মিলিত হলো। অভিযোগের দৃষ্টি ম্যাককয়ের চোখে। সরে যাচ্ছে ম্যাককয়কে নিয়ে তার ঘোড়া। উদ্দেশ্যহীন ভাবে যাচ্ছে। ওটাকে শেখানো হয়েছে রাশ ধরে রাখলে সামনে বাড়তে হবে। ধুলো, আওয়াজ, ব্যস্ততা থেকে সরে যাচ্ছে ঘোড়াটা ম্যাককয়কে নিয়ে। খানিকটা বিস্ময় নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল জেসন কিছুক্ষণ। ভাবছে, মরছে না কেন লোকটা?

অনুসরণ করতে শুরু করল ও ধীর গতিতে। সিকি মাইল এগোল ম্যাককয়ের ঘোড়া, তারপর স্যাডল থেকে খসে পড়ল গানম্যান। হাজার হাজার গরুর খুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত জমিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লাশটা। রাশ ছেড়ে দেওয়ায় থেমে দাঁড়িয়েছে তার ঘোড়াটা। থামল জেসনও, গম্ভীর চেহারায়

ভাবল, ম্যাককয় আর কখনও কারও জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে না। কিছুই অনুভব করল না ও অন্তরে। কোনও অনুশোচনা নয়। যুদ্ধের সময় পরিস্থিতি যেমন ছিল, ঠিক তেমন পরিস্থিতিতেই ওকে খুন করতে হয়েছে। হয় মারো, নয়তো নিজে মরো। আত্মরক্ষার অধিকার দুনিয়ার প্রাচীনতম আইন। কোনও অপরাধবোধ জাগছে না জেসনের মনে। ম্যাককয় একটা খুনি ছিল। টাকার বিনিময়ে খুন করতো।

আরেকটা লোককে মরতে হবে। ম্যাককয়ের চেয়েও অনেক বেশি প্রাপ্য তার মৃত্যু। স্যাম অ্যালবার্সের কথা ভাবতে ভাবতে ঘোড়ার মুখ ফেরাল জেসন। ঠিক তখনই চোখের কোণে দেখতে পেল, নড়ে উঠেছে ম্যাককয়।

ভ্রূ কুঁচকে গেল জেসনের, এক মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ও, তারপর ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে বসল লোকটার পাশে, দু'হাতে ধরে চিৎ করল ম্যাককয়কে। পেটের উপরের দিকে দুটো গুলি খেয়েছে ম্যাককয়। এধরনের আঘাত পেলে বাঁচে না কেউ, তবে মরতে দেরি হয় অনেক। খুব কষ্ট পেয়ে ধীরে ধীরে মরতে হয়।

ম্যাককয় সম্পূর্ণ সচেতন। কাতর স্বরে সাহায্য চাইল: 'ঈশ্বর! ব্যথা! জেসন, কিছু করো!'

করুণা বোধ করল জেসন। 'কী করার আছে আমার?'

কাতরে উঠল ম্যাককয়, 'শহরে নিয়ে যাও আমাকে। একটু সাহায্য করো।'

যুক্তি দিয়ে কোমল অনুভূতি দূর করে দিল জেসন। 'কেন তোমাকে সাহায্য করব?'

সে-রাতে ওয়েদারফোর্ডে যে কঠোর নিষ্ঠুর চেহারার এক খুনি ছিল ম্যাককয়, এখনও তেমনি খুনিই আছে সে, কিন্তু ব্যথায় চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। চোখে তাড়া খাওয়া শিকারের দৃষ্টি। মৃত্যুভয় পেয়ে

বসেছে লোকটাকে। 'স্যাবিনভিলে...ওখানে...শহরে হয়তো ডাক্তার আছে। সে হয়তো বুলেটের ক্ষত বন্ধ করতে পারবে, মার্কাস। চুক্তি...চুক্তি করি এসো।' ব্যথার স্রোত বয়ে যাওয়ায় থামল ম্যাককয়।

'কীসের চুক্তি?'

'এমন একটা তথ্য দেব যেটা পেলে তুমি...'

'স্যাম অ্যালবার্সের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। বলব ওর আড়ালে আসলে কে আছে।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল জেসন। 'বলো, ম্যাককয়। আমি হয়তো স্যাবিনভিলে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'আমাকে বাঁচাও,' ধূর্ত দৃষ্টিতে জেসনকে দেখল ম্যাককয়। 'আমি বাঁচলে নিশ্চয়ই বলব। কিছু একটা করো, মার্কাস।'

শয়তান চুক্তি করতে চাইলে তাকে যেমন বিশ্বাস করত না, ঠিক তেমনিই ম্যাককয়ের কথাও বিশ্বাস করল না জেসন। কাজের কোনও কথা বলবে না আসলে লোকটা, তবুও স্রেফ করুণাবশত ম্যাককয়কে স্যাবিনভিলে নিয়ে যাবে, ঠিক করল ও।

ওকে উঠতে দেখে ম্যাককয়ের ধারণা হলো চলে যাচ্ছে জেসন। নিজেও উঠবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে, মরিয়া হয়ে বলল, 'শপথ করে বলছি, মুখ খুলব আমি। মেজর হলিঙ্গারকে সাক্ষী রেখে কথা বলব। হয়তো তোমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাতে, মার্কাস।'

'ঘোড়ার পিঠে বসতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল জেসন।

ককাল ম্যাককয়। 'একবার শুধু উঠিয়ে দাও।'

ম্যাককয়ের স্ট্রবেরি রোন ঘোড়াটা ধরে আনল জেসন, গরুর পাল দেখবার পর কতোটা সময় পেরিয়ে গেছে টের পেয়ে বিস্মিত হলো ও। সূর্য ডুবে গেছে, অন্ধকার ঘনাতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। নদীর দিকে তাকাল একবার। পালের শেষ গরুগুলো নদী পার হচ্ছে এখন। গোলাগুলির আওয়াজে কেউ

দেখতে আসেনি কী ঘটেছে। লোকগুলো সম্ভবত এতোই ব্যস্ত হয়ে আছে যে, তাদের বস্ দলে নেই সেটাও টের পায়নি। জেসনকে ফিরতে দেখে ম্যাককয়ের শীতল, হিসেবী চোখে আশার আলো জ্বলে উঠল।

ক্যাম্প স্যাবিনে পৌছতে পৌছতে রাত নেমে গেল পুরোপুরি। জ্ঞান হারিয়েছে ম্যাককয়, তাকে স্যাডলে বাঁধতে হয়েছে। একজন সেন্ট্রি জেসনকে থামাল, তারপর চিৎকার করে কর্পোরালকে ডাকল। এলো কর্পোরাল। সে ডেকে নিয়ে এলো এক রগচটা ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেনই আজকের ডিউটি অফিসার। লোকটা বেসামরিক লোক দেখতে পারে না। পোস্টের হাসপাতালে সার্জন বেসামরিক কোনও লোককে চিকিৎসা করলে সেটা আইনসঙ্গত হবে কি না তা নিয়ে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করল সে।

'এ-লোকের গুরুত্ব অনেক,' তাকে জানাল জেসন। 'একে রেখে যাচ্ছি। মেজর হলিঙ্গারকে ডাকতে যেতে হবে আমার। মেজর কি হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙে আছে?'

জেসনকে জানানো হলো মেজর বাসায় আছে।

ক্যাপ্টেনের আপত্তি সত্ত্বেও হলিঙ্গারের বাড়ির সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল জেসন। আবারও একবার ভাবল, আর্মি থেকে যে-টাকা মেজর হলিঙ্গার বেতন পায়, তা দিয়ে কী করে এরকম একটা বাড়িতে থাকে, বা অতো দামি আসবাবপত্রই বা কীভাবে কেনে? সার্ভিস থেকে যা পায় তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ করে লোকটা। ম্যাককয়ের কথা মনে পড়ল ওর। কেউ আছে অ্যালবার্সের পিছনে। কে সে? মেজর হলিঙ্গার? কিন্তু হলিঙ্গারই তো চেয়েছে স্যাম অ্যালবার্স মারা যাক। হতে পারে একই সঙ্গে ব্যবসা করলেও অংশীদারকে কেউ খুন করতে চাইল, হতে পারে না? বিশেষ করে সেই অংশীদার যদি নিজের স্ত্রীকে কেড়ে নেয়।

বারান্দায় উঠল জেসন, দরজায় নক করল। দরজা খুলল পরিচারিকা, জানাল মেজর ডিনারে বসেছেন, অতিথিকে পার্লারে অপেক্ষা করতে হবে।

'হাতে সে-সময় নেই,' বলল জেসন। 'ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

ডাইনিং রুমে ওকে নিয়ে এলো মেইড। জেসনকে দেখে তীব্র ঘৃণার ছাপ পড়ল লিজা হলিঙ্গারের চেহারায়। মেজরের চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। আজকে তাকে দেখে মাতাল মনে হচ্ছে না। 'কী ব্যাপার, মার্কাস?' তীক্ষ্ণ শোনাল তার কণ্ঠ। বিরক্তি বোধ করছে ডিনারের সময় এভাবে জেসন এসে হাজির হওয়ায়।

'আমি মৃতপ্রায় এক লোককে নিয়ে এসেছি,' জানাল জেসন। 'যদি সাধ্য হয় তো জরুরি কিছু কথা বলবে সে স্যাম অ্যালবার্সের ব্যাপারে।'

মেজর হলিঙ্গারের মাঝে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করল না জেসন। ধীরেসুস্থে টেবিল ছেড়ে উঠল মেজর। 'কে লোকটা?'

'ওর নাম ম্যাককয়।'

'ম্যাককয়? এ নামে কাউকে আমি চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'ও স্যাম অ্যালবার্সের ভাড়াটে খুনি,' বোমা ফাটাল জেসন। 'কিছুদিন আগে চার্লি হজেস নামের এক রানশারকে খুন করেছিল সে অ্যালবার্সের নির্দেশে। আজকে আমাকেও খুন করতে চেষ্টা করেছিল নদীর তীরে। ওখানে আমাদের রানশারদের কাছ থেকে চুরি করা এক পাল গরু পার করছিল তারা অ্যালবার্সের নির্দেশে। ও, আরেকটা কথা, চাক ড্যান্ডি মারা পড়েছে আমার হাতে। আরও খবর আছে। অ্যালবার্সরা মার্শাল রোমেলের সঙ্গে একদল নকল সৈনিক পাঠিয়েছে রেঞ্জে। পিয়ার্স নামের এক রানশারকে খুন করেছে তারা।'

হাঁ হয়ে গেল মেজর হলিঙ্গারের মুখ। সামলে নিয়ে বলল, 'আমার অজান্তে এসব হচ্ছে কী!'

জেসন তাগাদা দিল। 'ম্যাককয় কথা বলতে পারলে সবই জানা যাবে।'

'চলো তা হলে।' জেসনকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল মেজর হলিঙ্গার।

লিজা হলিঙ্গারের দিকে একবার তাকাল জেসন। মহিলার সুন্দর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখে ভীতচকিত চাহনি। মহিলার জন্য অন্তরে কিছুই অনুভব করল না জেসন। এক পলকের জন্যও ওর মনে হলো না এই মহিলাকে কাছে চায় ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে মেজরের পিছনে পা বাড়াল জেসন, মনে মনে বলল, এরকমটাই অনেক আগে থেকে হওয়া উচিত ছিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠান পেরিয়ে ছোট লগ বিল্ডিঙের দিকে পা বাড়াল দু'জন। ওটাই হাসপাতাল। ওদের দেখে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলো সেই ক্যাপ্টেন।

মেজর হলিঙ্গার জিজ্ঞেস করল, 'লোকটার অবস্থা কেমন, ফার্গুসন?'

অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। 'লেফটেন্যান্ট হিউলেট তো বলল বাঁচবে না।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকল জেসন আর হলিঙ্গার। প্রথমেই লম্বা একটা সরু ঘর। দুই সারিতে অনেকগুলো চৌকি রাখা। ওগুলোর কয়েকটাতে রুগী আছে। বাতাসে কার্বোলিক অ্যাসিডের ভারী গন্ধ। ঘরটা পেরিয়ে ছোট আরেকটা ঘরে প্রবেশ করল মেজর। ছাদ থেকে ঝোলানো উজ্জ্বল একটা লণ্ঠনের আলোয় টেবিলের উপর শোয়ানো ম্যাককয়কে দেখা গেল। একজন মেইল নার্স তার পোশাক খুলছে। প্রচুর রক্ত হারানোয় ম্যাককয়ের শরীর একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বুলেটের গর্ত দুটোর কিনারা নীল দেখাচ্ছে। সামান্য রক্ত বের হচ্ছে এখনও।

চেতনা নেই ম্যাককয়ের। ঘরে সার্জনও উপস্থিত। পরনে সাদা কোট। বয়সে তরুণ বললেই চলে। রোগীর দিকে তাকিয়ে ছিল সে, জেসনরা প্রবেশ করায় ফিরে তাকাল।

মেজর হলিঙ্গার জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা?'

মাথা নাড়ল সার্জন। 'মারা যাবে, সার।'

'টিকবে কতোক্ষণ?'

'এক ঘণ্টা, সার। বড়জোর এক দিন।'

'জ্ঞান ফিরবে?'

'ফেরার কথা। যদিও না ফিরলেই ওর জন্যে ভাল হতো।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মেজর হলিঙ্গারের, নির্দেশের সুরে বলল, 'ওর জ্ঞান ফেরাবার ব্যবস্থা করো।'

আপত্তি করতে যাচ্ছিল সার্জন, কিন্তু সে-ও একজন যোদ্ধা এবং উর্ধ্বতনের নির্দেশ তাকে মানতে হবে এ-কথা মনে পড়ায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা কেবিনেটের কাছে চলে গেল। ওটা থেকে ব্র্যান্ডির বোতল আর একটা গ্লাস নিয়ে ফিরে এলো সে টেবিলের কাছে, ম্যাককয়ের হাঁ হয়ে থাকা মুখের ভিতর কয়েক ফোঁটা ব্র্যান্ডি ঢালল। জ্ঞান ফিরল না ম্যাককয়ের। এবার আরেকটু বেশি ব্র্যান্ডি ঢালল সার্জন ম্যাককয়ের মুখে। ম্যাককয়ের গলা থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো। মিনিট খানেক পর চোখ খুলে গেল তার। কী যেন বলতে শুরু করল, কথা জড়িয়ে যাওয়ায় বোঝা গেল না।

লোকটার পাশে চলে গেল জেসন। 'ম্যাককয়, পোস্টে নিয়ে আসা হয়েছে তোমাকে। সার্জন দেখছে তোমাকে। এখন কেমন লাগছে তোমার?'

'অবশ অবশ।'

সার্জন বিড়বিড় করল, 'একটু পরেই ব্যথা শুরু হবে।'

শুনতে পায়নি ম্যাককয়। জিজ্ঞেস করল, 'গুলি বের করা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল জেসন। 'না। যন্ত্রপাতি তৈরি করছে সার্জন। লেফটেন্যান্টের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল জেসন। সরে গেল সার্জন, এনামেল ট্রে-তে রাখা ইন্সট্রুমেন্ট নাড়াচাড়া করতে শুরু করল। জেসন বলল, 'মেজর হলিঙ্গার এখানে আছে। আমাদের তুমি কী বলতে চেয়েছিলে, ম্যাককয়?'

'কথা বলার সময় পাবো?'

'সার্জন বুলেট বের করার আগে কয়েক মিনিট হাতে পাবে তুমি।'

'আরেকটা ড্রিঙ্ক দাও।'

সামান্য কয়েক ফোঁটা ব্র্যান্ডি ঢালল জেসন ম্যাককয়ের মুখে। তাতেই ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল। তীব্র ব্যথায় উঠে বসল ম্যাককয়। ব্যথার প্রথম স্রোতটা কেটে যাওয়ার পর ম্যাককয়ের সারাশরীরের মাংসপেশি থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। বিড়বিড় করে বলল সে, 'আমি আমার কথা রাখব, মার্কাস।' ভোঁতা শোনাচ্ছে তার কণ্ঠ। 'ওয়েদারফোর্ডের সেই মহিলাকে তোমার মনে আছে, মার্কাস?'

'মিসেস হলিঙ্গার।'

'হ্যাঁ।'

'তার ব্যাপারে কী?'

'সে ড্যান্ডি আর অ্যালবার্সের সঙ্গে সমস্ত কিছুতে জড়িত। আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম, কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম না কয়েক রাত আগেও। তারপর জানলাম। তোমাকে খুন করতে আমাকে ভাড়া করেছিল অ্যালবার্স। ওর অফিসে মাঝরাতে মিটিঙে বসি আমরা। ওখানে ওই মহিলা আসে। সে-ই বলে দেয় আমাদের কী করতে হবে। শক্ত কয়েকজন লোককে সৈনিকের ইউনিফর্ম পরিয়ে রেঞ্জে পাঠানোর বুদ্ধিটা তার। উদ্দেশ্য ছিল রানশারদের ভয় দেখিয়ে পালাতে বাধ্য করা, সেই সঙ্গে সুযোগ মতো তোমাকে খুন করা। মহিলা চলে যাবার পর আমি ড্যান্ডি

আর অ্যালবার্সকে জিজ্ঞেস করি এসবে মহিলার কী স্বার্থ। তখন ড্যান্ডি আর অ্যালবার্স স্বীকার করে যে, মহিলা ওদের অংশীদার।'

'আমাকে খুন করার ব্যাপারে একমত হয় লিজা হলিঙ্গার?' বিস্ময় বোধ করছে না জেসন। মেজরের দিকে তাকাল। রক্তশূন্য হয়ে গেছে হলিঙ্গারের চেহারা।

'হ্যাঁ।'

'আর কী, ম্যাককয়? বলো।'

'এটুকুই কি যথেষ্ট নয়?' ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ম্যাককয়।

লেন হলিঙ্গারের দিকে ফিরে তাকাল জেসন। মেজরের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ বোধ করছে সে। ম্যাককয়ের দিকে ফিরল জেসন। 'চুক্তি মতো কাজ করেছ তুমি, ম্যাককয়। যা বলেছ সেটাই যথেষ্ট। এবার ডাক্তার দেখুক কী করতে পারে।'

ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল ম্যাককয়। 'যা করার তাকে তাড়াতাড়ি করতে বলো! ভীষণ কষ্ট!'

তরুণ ডাক্তারের দিকে তাকাল জেসন। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে ছুরি-কাঁচি নিয়ে এগিয়ে এলো সার্জন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরটা থেকে বেরিয়ে যেতে পা বাড়াল জেসন। মেজর হলিঙ্গার আগেই রওনা হয়ে গেছে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে সে।

আঠারো

বাড়িটা প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে দুশো গজ দূরে। ওটার জানালা থেকে বের হওয়া আলো বাইরের অন্ধকারে চৌকো আকৃতি সৃষ্টি করেছে। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে বাড়িটার দিকে থমকে দাঁড়িয়ে তাকাল মেজর হলিঙ্গার। তার পাশেই আছে জেসন। দু'জনই একই কথা ভাবছে। ওই বাড়িতে আছে সেই মহিলা, যে নির্দ্বিধায় মানুষ খুনের মতো গুরুতর অপরাধে নিজেকে জড়াতে পারে। জেসনের মতোই মেজর হলিঙ্গারের মনেও কোনও সন্দেহ নেই যে, ম্যাককয় সত্যি কথা বলেছে।

'কী বোকাই না ছিলাম আমি,' নিচু গলায় বলল হলিঙ্গার। 'আমি যখন ওকে বিয়ে করি তখন সামান্য একটা মেয়ে ছিল ও। ওদের পরিবারটা খুব গরীব ছিল। আমাকে বিয়ে করার সুযোগ পেয়ে একেবারে বর্তে গিয়েছিল ও। জানত দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে। আমি ওর মনোভাব জানতাম। ওকে অন্তর থেকে চেয়েছি বলে ব্যাপারটাকে খারাপ ভাবে নেইনি। কিন্তু কখনও ভাবিনি আজকের এই পরিস্থিতিতে ওর জন্যে পড়তে হবে আমাকে। সীমারেখা টেনে দিয়েছি আমি একটু আগে। আর নয়।'

নিচু গলায় একটানা কথা বলে চলেছে মেজর হলিঙ্গার। জেসনের মনে হলো, ওকে বলছে না লোকটা, নিজের মনে চিন্তাগুলো আউড়ে যাচ্ছে।

'ভেবেছিলাম আর্মি অফিসারের স্ত্রী হতে পারাটাই ওর জন্যে

যথেষ্ট হবে। জীবনে খুব কমই দেখেছে ও। খুব কমই পেয়েছে। যুদ্ধ শেষ হবার পর বারবার আমাকে বলেছে ও কমিশন থেকে রিযাইন দিতে। তারপর ওকে আমি জানিয়েছিলাম যুদ্ধের আগে আমি কী ছিলাম। বেসামরিক জীবনে একটা স্টোরের ক্লার্ক ছিলাম আমি। জানতাম এই জীবনটা পছন্দ করে না ও। আমিও করি না। এই সীমান্তবর্তী পোস্টে থাকাটা কোনও জীবন নয়। তবুও সন্তুষ্ট থাকতাম আমি, যদি শুধু ও এই জীবনটা মেনে নিতো।'

মেজর হলিঙ্গার থেমে যাওয়ার পরও কোনও কথা বলল না জেসন। বলবার আসলে কিছু নেই।

আবার বলতে শুরু করল হলিঙ্গার: 'ছয় মাস আগে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যে আমাদের সম্পর্ক ভাল হতে পারতো। খবর এলো লিজার এক বড়লোক আত্মীয় মারা গেছে। উইল করে গেছে সে, লিজাও তার এস্টেট থেকে বড় একটা অংশ পাবে। একটা ব্যাঙ্কড্রাফট আসে ফিলাডেলফিয়া থেকে। এখন সন্দেহ হচ্ছে আমার। সন্দেহ কী, এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি। লিজা বানোয়াট চিঠি আনাবার ব্যবস্থা করে। আমাকে বোকা বানিয়েছে ও। পুবে ওর বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের মাধ্যমেই নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যবস্থা করে ও। আর টাকা আসলে এসেছে ওর স্যাম অ্যালবার্সের সঙ্গে অসৎ গরু ব্যবসা করে।'

এবার? মনে মনে ভাবল জেসন।

'ছ'মাসের বেশি হলো বোকা বনে রয়ে গেছি আমি,' বলল মেজর হলিঙ্গার। 'যখন লিজা বাড়িটা বানিয়ে দামি দামি আসবাবপত্র দিয়ে সাজাল, আমার মনে হয়েছিল, বেশ তো, ও যখন এখানে এই সীমান্ত এলাকাতেও একটু বিলাসী জীবনযাপন করতে চায়, তো ক্ষতি কী! কিন্তু যখন থেকে ও আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল তখনই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল আমার। অন্তত এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে, লিজা স্যাম অ্যালবার্সকে

নিজের প্রেমিক হিসেবে বেছে নিয়েছে।' তিক্ত স্বরে গাল বকল মেজর হলিঙ্গার। 'পয়সার বিনিময়ে অ্যালবার্সকে দেহ দিয়েছে ও! অনেক টাকার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করলেও ওকে সাধারণ এক পতিতার চেয়ে কোনও অংশে ভাল বলা যায় না।'

এবার মুখ খুলল জেসন, 'লেন, মাথাটা ঠাণ্ডা রেখো।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখব?' বেসুরো হাসল মেজর। 'বুঝতে পারছ না তুমি ও কী?'

'তোমার মনে রাখতে হবে ওকে তুমি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছ। ভাল হোক আর মন্দ, ওকে তুমি সঙ্গ দেবে শপথ করেছ।'

মাথা নাড়ল হলিঙ্গার। 'এতোটা মন্দ হলে ওর সঙ্গে থাকব সে-শপথ করিনি আমি।' জেসনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'বলো তো, জেসন, এখন ওকে কী করব আমি?'

'সিদ্ধান্ত তোমারই নিতে হবে,' বলল জেসন। 'কিন্তু একটা ব্যাপার তোমার নজরে আসা দরকার। তোমার স্ত্রী যা করেছে তা করেছে স্যাম অ্যালবার্সের প্রভাবে। আর অ্যালবার্সের দিন ফুরিয়েছে। ড্যান্ডি মারা গেছে। ম্যাককয় মরবে। মার্শাল রোমেল ছাড়া আর কেউ নেই এখন অ্যালবার্সের পক্ষে। অ্যালবার্সের ভাড়াটে লোকরা বিপদ দেখলেই যে যেদিকে পারে পালিয়ে গা বাঁচাবে। আমার ধারণা অ্যালবার্স যেইমাত্র শুনবে ম্যাককয় মুখ খুলেছে, অমনি পালাবে সে। আর সে না থাকলে তোমার স্ত্রীর একার সাধ্য হবে না বেআইনী কিছু করে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ ওকে বিচারের হাত থেকে বাঁচাব আমি, জেসন?'

'তা-ই বলছি আমি, লেন। তবে বলছি তোমার স্ত্রীর স্বার্থে নয়, তোমার স্বার্থে।'

মাথা নাড়ল হলিঙ্গার। 'আমি শুধু প্রতারিত কোনও স্বামী নই। আমার দায়িত্ব যে-আইন মেনে চলতে সবাইকে বাধ্য করা. সেই আইন ভেঙেছে লিজা।'

'সিদ্ধান্ত তোমার,' নরম গলায় বলল জেসন। 'খুব কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে তোমাকে। আর কারও মতামত দেয়া সাজে না তাতে।'

'সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে আমার,' গম্ভীর চেহারায় বলল মেজর হলিঙ্গার। কথাটা বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, পা বাড়াল সে বাড়ির দিকে।

অনুসরণ করল জেসন। ওর মন বলছে চোখ খুলে গেলেও স্ত্রীর চাতুরির কাছে কিছুই নয় মেজর হলিঙ্গার।

ওদের সামনে আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ড পার হলো এক সৈনিক, মেজরের বাড়ির সামনে থামল। কাছে যাওয়ার পর জেসন চিনতে পারল ঘোড়াটা। ওটা লিজা হলিঙ্গারের সাইড স্যাডল পরানো সোরেল। লেন হলিঙ্গার ব্যাপারটা খেয়াল করেনি, নিজের ভাবনায় ডুবে আছে সে। সৈনিক কিংবা ঘোড়ার দিকে একবারও না তাকিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল মেজর। জেসন সৈনিকের সামনে থেমে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস হলিঙ্গার ঘোড়া আনতে বলেছে, প্রাইভেট?'

'হ্যাঁ, সার। বলেছে যাতে তাড়াতাড়ি স্যাডল পরিয়ে এটাকে এখানে নিয়ে আসি।'

বারান্দায় উঠল জেসন, দরজায় নক না করেই বাড়ির ভিতর ঢুকল। হলে দেখতে পেল ও মেজর হলিঙ্গারকে। লিজা হলিঙ্গার দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়, পরনে রাইডিং ড্রেস। লিজার হাতে দুটো স্যাডলব্যাগ। দু'হাতে ব্যাগগুলো ধরে আছে সে। বোঝা যায়: ওগুলো বেশ ভারী। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে লিজার চেহারা, তবে ভাবভঙ্গিতে শান্ত বলেই মনে হলো। স্বামীর চোখের দিকে চেয়ে আছে।

'আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি,' বলল সে। 'টেক্সাসে আর থাকবই না। সভ্য কোনও শহরে বাস করব এখন থেকে।'

'কোথাও যাচ্ছ না তুমি,' জোর দিয়ে বলল হলিঙ্গার।

'লেন, আমাকে ঠেকানোর চেষ্টা কোরো না। আমি সাবধান করে দিচ্ছি।'

মাথা নাড়ল হলিঙ্গার। 'কথা বলে লাভ নেই, লিজা। আমি স্যাম অ্যালবার্সকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দেব। তোমাকেও গ্রেফতার করা হবে এবাড়ি ছাড়ার চেষ্টা করলে।' স্ত্রীর দিকে এক পা এগোল মেজর। 'তা হলে চলে যাবে ঠিক করেছিলে তুমি? টাকা-পয়সা নিয়ে অ্যালবার্সের রক্ষিতা হতে?'

জ্বলছে লিজা হলিঙ্গারের চোখ দুটো। 'বাজে কথা বলবে না আমাকে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল। লেন হলিঙ্গারকে আরেক পা সামনে বাড়তে দেখে এক পাশে সরে গেল সে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো স্বামীকে পাশ কাটিয়ে ছুটবে। 'এই টাকা আমি কষ্ট করে অর্জন করেছি,' শীতল শোনাল মহিলার কণ্ঠ। 'শুরু থেকে গরু বিক্রির পরিকল্পনা আমার ছিল। আমি বলার আগে অ্যালবার্স কিংবা ড্যান্ডি কখনও ভাবতেও পারেনি এখানে লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করার সুযোগ আছে। আমি বুদ্ধিটা বের করি। চিন্তা করেছি আমি, পরিকল্পনা করেছি। এই টাকায় আমার অধিকার আছে।' স্যাডলব্যাগ দুটো বুকের কাছে আঁকড়ে ধরল লিজা হলিঙ্গার। 'আরও অনেক টাকা রোজগার করা সম্ভব হতো, যদি না তুমি এই লোককে নাক গলাতে দিতে।' মাথা কাত করে জেসনকে দেখাল সে। চোখে আগুন নিয়ে জেসনকে দেখল। 'এটা অ্যালবার্সের বোকামি যে ও সবকিছু ভজকট করে দিল। তোমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিলে...'

খপ্ করে স্যাডল-ব্যাগ দুটো ধরে ফেলল লেন হলিঙ্গার। নিঃশব্দ চিৎকারে হাঁ হলো লিজা হলিঙ্গারের মুখ। একটা মুহূর্ত ব্যাগের অধিকার পাওয়া নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলল দু'জনের। সোনা আর রূপার কয়েনের টুং-টাং আওয়াজ শুনতে পেল জেসন। হাতের উল্টোপিঠে এবার কষে একটা চড় মারল মেজর হলিঙ্গার তার স্ত্রীর গালে। ব্যাগ ছেড়ে দিল লিজা, টলতে টলতে

পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

'এই টাকায় রক্ত লেগে আছে,' চিৎকার করে বলল লেন হলিঙ্গার। 'চুরির টাকা এগুলো!' ব্যাগ দুটো ছুঁড়ে দিল সে হলের দেয়ালে। ওখানে বাড়ি খেয়ে ঝন-ঝন শব্দ তুলে মেঝেতে পড়ল ওগুলো। 'এর একটা পয়সাও তুমি নেবে না, লিজা! একটা আধলাও না!'

'সাবধান, লেন!' বলে উঠল জেসন। 'সাবধান!'

জ্যাকেটের পকেট হাতড়াচ্ছে লিজা হলিঙ্গার ব্যস্ত হয়ে। হাতটা পকেট থেকে বেরিয়ে এলো ছোট্ট একটা ডেরিঞ্জার পিস্তল সহ। সামনে বাড়ল জেসন, কিন্তু ততোক্ষণে ডেরিঞ্জারের জোড়া হ্যামারের একটা কক্ করে ফেলেছে লিজা হলিঙ্গার, ট্রিগার টিপে দিল। গুলির আওয়াজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাতর একটা চিৎকার বের হলো মেজর হলিঙ্গারের গলা দিয়ে। কাত হয়ে পড়ে গেল সে জেসনের গায়ে। চমক কাটিয়ে উঠে পড়ে যাওয়ার আগেই হলিঙ্গারকে ধরল জেসন, বসিয়ে দিল মেঝেতে। চোখের কোণে দেখল, ওর দিকে ডেরিঞ্জার তাক করছে লিজা। ডান পাশে ঝাঁপ দিল ও, সঙ্গে সঙ্গে ডেরিঞ্জারের দ্বিতীয় গুলিটাও বের হলো। দেরি করল না লিজা, জেসনকে মেঝেতে গড়াতে দেখেই ছুট দিল ওকে পাশ কাটিয়ে। যাওয়ার পথে চট্ করে তুলে নিল স্যাডল-ব্যাগ দুটো, তারপর জেসন উঠবার আগেই বেরিয়ে গেল হল ছেড়ে। তার পিছনে দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা। উঠল জেসন। লণ্ঠনের চারপাশে পাক খাচ্ছে পোড়া বারুদের কটুগন্ধী ধোঁয়া। খালি ডেরিঞ্জারটা পড়ে আছে মেঝেতে। ছোট্ট অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বিস্ময় বোধ করল জেসন, ভাবতেও পারছে না ভাগ্যের এতোটা সহায়তা পেয়েছে, এতো কাছ থেকে ওকে মিস করেছে লিজা হলিঙ্গার।

গুঙিয়ে উঠল মেজর হলিঙ্গার। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জেসন। মেজরের বুকে লেগেছে গুলি। টিউনিকে ছড়িয়ে পড়ছে

হলিঙ্গার বিড়বিড় করল, 'ওকে ধরে নিয়ে এসো, জেসন। [illegible]টাকে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে।'

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো জেসন, সেই কমবয়সী সৈনিক এখনও আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে চোখে অনিশ্চয়তা নিয়ে বাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সোরেলটা এখন আর নেই। দ্রুত ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমেই দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

থমকে দাঁড়াল জেসন। 'মিসেস হলিঙ্গার কি শহরের দিকে গেছে?'

পা ঠুকল সৈনিক। 'ইয়েস, সার।'

'লেফটেন্যান্ট হিউলেটকে হাসপাতাল থেকে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে এসো,' তাগাদা দিল জেসন। 'বলবে মেজর হলিঙ্গার গুলি খেয়েছে।'

ঘুরেই দৌড় দিল তরুণ সৈন্য হাসপাতালের দিকে। বাকস্কিনের কাছে ফিরে এলো জেসন, স্যাডলে উঠে দ্রুত গতিতে চলল স্যাবিনভিল শহরের দিকে। শহরের মাঝখানে পৌঁছে গেল ও দেখতে দেখতে, কিন্তু লিজা হলিঙ্গারের দেখা মিলল না। অ্যালবার্সের অফিস-ঘর অন্ধকার। ওটার সামনে কোনও সোরেল দাঁড়িয়ে নেই। রাস্তার উল্টোপাশের সেলুনের বারান্দার কাছে এক অশ্বারোহীকে দেখে তার সামনে থামল জেসন। 'এক মহিলাকে ঘোড়া নিয়ে এদিক দিয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, জেসন, মেজরের বউ গেল।'

রওনা হয়ে গেল জেসন, পরমুহূর্তে বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করল, অশ্বারোহী আর কেউ নয়, হঠাৎ ভদ্র আচরণ করা জেস বার্নেট!

উত্তরের রাস্তা ধরে বাকস্কিনটাকে দ্রুত ছোটাল জেসন। এটাই

ওয়েদারফোর্ডে যাবার পথ। স্যাবিনভিল থেকে সিকি মাইল দূরে ব্র্যাজোস নদীর উপরে একটা সেতু আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদের আলোয় সেতুটার কাঠের কাঠামো দেখতে পেল ও। সেই সঙ্গে দেখল, সেতুটা পার হচ্ছে এক ঘোড়সওয়ারী। দীর্ঘ চুল দেখে চিনতে পারল ও লিজা হলিঙ্গারকে। দূরত্ব কমে আসছে। একটু পরেই মেয়েটাকে ধরে ফেলতে পারবে জেসন। ওর মাথায় চিন্তা এলো: তারপর? তারপর কী করবে ও?

কোনও মেয়েকে ধরে বন্দি করে পোস্টে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য নয় ও। এক সময় দুর্বলতা জন্মেছিল বলেই নয়, মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে জোর খাটাতে সায় দিচ্ছে না ওর মন। বুঝতে পারছে এটা ওর বুনো পশ্চিমে বড়ো হওয়ার ফল। নারীকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয় এদিকে আজও। কিন্তু লিজা হলিঙ্গার সাধারণ কোনও মেয়ে নয়, নিজেকে মনে করিয়ে দিল জেসন। লিজা নির্দ্বিধায় অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেবে, দরকার পড়লে খুন করবার জন্য গুলি করবে নিজের প্রতারিত স্বামীকে, কখনও অনুশোচনায় ভুগবে না। না, লিজাকে ধরে পোস্টে নিয়ে যেতে ভাল লাগবে না ওর, তবে কাজটা ও করবে। মিনিট খানেক পরে ওর ঘোড়াটা সেতুর উপর উঠে এলো। ফাঁপা আওয়াজ তুলে সেতু পার হলো বাকস্কিন।

লিজা হলিঙ্গার আর মাত্র ওর একশো গজ সামনে।

উনিশ

নদীর পুব পাড়ে পৌঁছে জেসন দেখল রাস্তা থেকে সরে গেছে লিজা, এবড়োখেবড়ো ফাটলে ভরা জমির উপর দিয়ে বেপরোয়া গতিতে ছোটাচ্ছে সে। জেসন এতো কাছে যে, লিজা ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকানোয় চাঁদের আলোয় তার ডিম্বাকৃতির ফরসা মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল ও। একটা মুহূর্ত ওর মনে হলো আতঙ্কে বেদিশা হয়ে পড়েছে লিজা হলিঙ্গার, কোথায় যাচ্ছে তা জানে না, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল, মহিলা জানে আজ বিকেলে গরুর পাল নদী পার করানো হয়েছে। সে যাচ্ছে ওই পালের দিকে, চাইছে জেসন ধরতে পারবার আগেই অ্যালবার্সের কাছে পৌঁছতে।

তার একটাই মানে, পালের সঙ্গে স্যাম অ্যালবার্সও আছে। পালিয়ে প্রেমিকের কাছে যাচ্ছে লিজা।

রাস্তা ছেড়ে আরোহিনীর পিছু নিল জেসন, গতি কমাল না। দ্রুতই কমে আসছে দূরত্ব। আর বড়োজোর পঞ্চাশ গজ। লিজাকে অনুসরণ করে একটা পাথুরে ঢিবির উপর উঠল জেসন। চাঁদের আলোয় সামনের জমিনে শুয়ে থাকা শতো শতো গরুর অন্ধকার আকৃতি দেখতে পেল। দু'জন অশ্বারোহী ওগুলোকে পাহারা দিচ্ছে। পালের এক ধারে একটা আগুন জ্বলছে। ওখানেই ক্রুরা ক্যাম্প করেছে রাতের মতো।

লিজা হলিঙ্গারকে চিৎকার করতে শুনল জেসন, আগুনের

ধারে লোকজনের নড়াচড়া দেখতে পেল। আবার চিৎকার করল মহিলা। 'স্যাম! জেসন মার্কাস আসছে!'

একজন লোক—জেসন আন্দাজ করল, স্যাম অ্যালবার্সই হবে—লিজা হলিঙ্গারের দিকে দৌড়ে এগিয়ে এলো। কী বলছে লিজা বুঝতেই থমকে দাঁড়াল সে, গুলি করল জেসনকে লক্ষ্য করে। বাতাসে শিস তুলে জেসনের পাশ দিয়ে গেল বুলেট। বাকস্কিনটাকে থামিয়ে ফেলল জেসন। সিক্সশুটারের আওয়াজ তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, শিউরে উঠল জেসন। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে দু'হাজার গরুর বিরাট পাল। শুরু হলো স্ট্যাম্পিড। উন্মত্তের মতো ছুটতে শুরু করল আতঙ্কিত গরুগুলো।

গাধা! মনে মনে বলল জেসন। বুঝতে পারছে, স্যাম অ্যালবার্স যেহেতু ক্যাটলম্যান নয়, তার বোঝার কথা নয় ব্র্যাজোসের বুনো গরুর দল কোনকিছুতে সামান্য চমকে গেলেও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করবে। বিশ্রামরত গরুগুলোর কাছে গিয়ে হ্যাট-হ্যাট করাই যথেষ্ট ছিল, সেখানে ওগুলোর গায়ের কাছ থেকে গুলি করেছে অ্যালবার্স। গোটা দুনিয়া যেন ভরে উঠেছে বজ্রপাতের মতো আওয়াজে। ছুটন্ত খুরের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে গরুগুলোর শিং বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ। পালের সামনের দিকের গরুগুলো হঠাৎ করেই দিক বদলে জেসন যেদিকে আছে সেদিকে ছুটে আসতে শুরু করল।

সোরেলের রাশ ধরে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়েছে লিজা। তাকে পাশ কাটিয়ে গুলি করতে ছুটে আসছে স্যাম অ্যালবার্স। সোরেলটা ভয় পেয়েছে ভীষণ। রাশ টেনে রেখেও ওটাকে সামলাতে পারছে না লিজা। ছটফট করছে ঘোড়াটা, যে-কোনও সময় পিঠ থেকে বোঝাটা ফেলে ঝেড়ে দৌড় দেবে। কাছে চলে আসছে অ্যালবার্স, কিন্তু বিপদ বুঝে আরেকদিকে দৌড়াতে শুরু করল। ঘোড়া সামনে বাড়াল জেসন, চিৎকার করে লিজাকে

সতর্ক করল।

এতোক্ষণে যেন হুঁশে ফিরল মহিলা, কিন্তু জেসনের দিকে ভীত চোখে একবার তাকিয়েই ভুল দিকে ঘোড়াটা ছুটিয়ে দিল সে। সরাসরি ছুটে আসা গরুগুলোর দিকেই যাচ্ছে।

সামনের কয়েকটা গরু তাকে পাশ কাটাল, কিন্তু তারপরই চাপা পড়ে গেল সে ছুটন্ত গরুর পালের নীচে। জেসন তখনও বিশ গজ দূরে। লিজা হলিঙ্গারের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পেল ও, মাঝপথে থেমে গেল চিৎকারটা। কারও সাহায্য পাবার তুলনায় অনেক দেরি হয়ে গেছে তার।

বাকস্কিন ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল জেসন প্রাণ হাতে করে। ওর কয়েক ফুট পিছনেই তেড়ে আসছে গরুর পাল। প্রথম কিছুক্ষণ দূরত্ব কমল। গরুর গায়ের উষ্ণতা অনুভব করতে পারল জেসন। নাকে এলো গরুর ঘামের গন্ধ। যে-কোনও সময় চাপা পড়ে যাবে ও হাজার হাজার ছুটন্ত খুরের নীচে। তারপর বাড়তে শুরু করল বাকস্কিন আর গরুগুলোর দূরত্ব। তীরের বেগে স্ট্যাম্পিডরত গরুগুলোর যাত্রাপথ থেকে জেসনকে নিয়ে সরে এলো বাকস্কিন।

রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে পিছনে তাকাল জেসন, অসুস্থ বোধ করছে। গরুর পালের পিছনে কয়েকজন রাইডারকে ছুটতে দেখল ও। তারা সামনে যেতে চাইছে। সামনের গরুগুলোকে থামাতে চায় তারা, যাতে স্ট্যাম্পিড থামানো সম্ভব হয়।

অন্ধকারে লিজা হলিঙ্গারের চিহ্নও দেখতে পেল না জেসন। তাকে খুঁজতে যেতেও সায় দিল না ওর মন। স্ট্যাম্পিডে মানুষ মরতে দেখেছে ও। লিজা হলিঙ্গারের অবশিষ্টাংশ খুঁজে বের করবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। মনটা যেন কেমন করে উঠল। এতো রূপ, যৌবন, শারীরিক আকর্ষণী ক্ষমতা—সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে হাজারো খুরের আঘাতে। লিজা হলিঙ্গারের বাঁচবার এক ফোঁটা সম্ভাবনাও নেই, কাজেই তাকে খুঁজতে যাবারও কোনও

মানে হয় না। লিজার মৃত্যুটা ন্যায্য বলেই মনে হলো ওর। ওই গরুগুলো চুরি করিয়েছে সে, ওগুলোর জন্য খুন করিয়েছে, মারাও গেছে ওগুলোর কারণেই। বাকস্কিনের রাশ ধরে জন্তুটাকে ঘুরিয়ে নিল জেসন। আর ঠিক তখনই ওরা তেড়ে এলো ওকে শেষ করতে।

একটা লোক রাগী গলায় চিৎকার করে উঠল, 'ওর পিছনে যাও, রোমেল!'

ছয়জন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল জেসন। রোমেল মানে নিশ্চয়ই মার্শাল রোমেল। ব্যান্ডেরা উপত্যকা থেকে ওকে অনুসরণ করে এসেছে লোকটা। তিনজন সামনে থেকে জেসনের দিকে ঘোড়া চালিয়ে এলো, তিনজন ঘুরপথে চলে যাচ্ছে ওর পিছনে। বাকস্কিনের পেটে স্পার ছোঁয়াল জেসন। ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। ধাওয়া শুরু করল লোকগুলো। তাদের মধ্যে একজন—জেসন আন্দাজ করল, লোকটা স্যাম অ্যালবার্সই হবে—দ্রুত তিনটে গুলি করল। একটা গুলিও জেসনের ধারেকাছে এলো না।

কাঠের সেতুর কাছে প্রায় চলে এসেছে জেসন, এখন হতাশা নিয়ে বুঝতে পারল শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে যাচ্ছে ও। কাছে চলে এসেছে লোকগুলো। এখন অসম লড়াইয়ে না নেমে আর কোনও উপায় নেই। কিছুক্ষণ হয়তো আক্রমণকারীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ও, কিন্তু এতোজনের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না শেষ পর্যন্ত, মরতে ওকে হবেই।

সেতুর এক পাশে কয়েকটা ঝোপ আর বোল্ডারের মাঝখানে অবস্থান নেবে ঠিক করল জেসন। বুট থেকে এক টানে রাইফেলটা বের করে নিল ও, পাথরগুলোর দিকে বাকস্কিন ঘোরাল, এক ঝটকায় থামাল ঘোড়াটাকে, তারপর স্যাডল থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে ঢুকল একটা ঝোপের ভিতর। চারপাশের বোল্ডারগুলো এখন আর আড়াল হিসেবে যথেষ্ট বলে

মনে হলো না ওর।

প্রথমে আসা তিনজনকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল ও রাইফেলের গুলিতে। ঘোড়া ছেড়ে নেমে গেছে তিনজনই, আড়াল নিল। জেসনের প্রথম দুটো গুলি লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি, কিন্তু তৃতীয় গুলিটা লেগেছে। যদিও লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে পিছিয়ে গেছে, কিন্তু গোঙাচ্ছে সে। দ্বিতীয় সারির তিনজন দূরেই থামল। শত্রুর অবস্থান বুঝে নিতে চেষ্টা করছে তারা। তাদের মধ্যে মার্শাল রোমেলও আছে, আন্দাজ করল জেসন। সতর্ক থাকবে মার্শাল। লোকটা স্যাম অ্যালবার্সের চেয়ে কোনওদিক দিয়ে কম বিপজ্জনক নয়। লোকগুলো বাঁক নিয়ে নদীর তীরে জন্মানো গাছের আড়ালে চলে গেল। এখন তাদের আর আবছা ভাবেও দেখতে পাচ্ছে না জেসন। পাশ থেকে আসবে তারা। জেসনের অবস্থান এখনই নিরাপদ নয়, তখন আরও থাকবে না।

একজনের গায়ে গুলি লাগাতে পেরেছে জেসন। তাতে বিশেষ লাভ হবে না। এখনও পাঁচজন রয়ে গেছে। পাঁচজনের বিরুদ্ধে একজন। কী করবে ও? কোনও আশাই নেই ওর। হতাশ বোধ করল জেসন। অনেককেই যুদ্ধের সময় গুলি খেয়ে মরতে দেখেছে ও, কাজেই ভয় পেল না। কিন্তু মনের গভীরে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও, ওকে বেঁচে থাকতে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। মনটা বলল, সত্যিকার ভাবে বাঁচবার আগেই মরে যাবে তুমি? মাত্র জেনেছ ক্যারিকে তুমি ভালবাসো। এখনই তুমি মরতে পারো না।

বাড়ি ফিরে অবহেলা পেয়েছে ও ক্যারির কাছ থেকে, কিন্তু তার পর কি বদলে যায়নি মেয়েটার আচরণ? এটা ঠিক যে ও নিজেকে বুঝতে পারবার আগেই ক্যারি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, কিন্তু সময়ে কি ওকে বদলানো সম্ভব না?

সামনের অন্ধকার থেকে স্যাম অ্যালবার্সের গলা শুনতে পেল

জেসন। 'মার্কাস! তুমি ওখানে আছো, মার্কাস?'

জবাব দিল জেসন। 'আছি। তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, অ্যালবার্স। কী বলবে?'

'বলব তুমি মরলে খুশি হবো আমি।' তীব্র ঘৃণা ঝরল স্যাম অ্যালবার্সের কণ্ঠ থেকে।

লোকটার মনোভাব স্পষ্ট অনুভব করতে পারল জেসন। অ্যালবার্সকে আরও উস্কে দিতে মন চাইল ওর। নিজেও কি ও কম ঘৃণা করে অ্যালবার্সকে? জেসন গলা উঁচিয়ে বলল, 'আমারও খুশি হবার কারণ আছে, অ্যালবার্স। খেলা শেষ। এতোক্ষণে মেজর হলিঙ্গার তোমাকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ জারি করে দিয়েছে। মনে হয় জানতে না? ভাবোনি কেন তোমার মেয়েমানুষ তোমার কাছে ছুটে আসছিল আশ্রয় নিতে?'

ওর কথা শেষ হবার পর নীরবতা নামল। অ্যালবার্স বোধহয় ওর কথাগুলো ভেবে দেখছে। গালি দিয়ে উঠল অ্যালবার্স, গুলি করল বোল্ডারগুলো লক্ষ্য করে। এই অপেক্ষাতেই ছিল জেসন, মাযলফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করল ও। জানে ওই আগুনের ঝিলিকের পিছনেই থাকবে ওর শত্রু। কোনও চিৎকারের আওয়াজ হলো না, জানা গেল না জেসন লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে কি না। বদলে ওদিক থেকে দুটো অস্ত্র গর্জে উঠল। অ্যালবার্স আর তার সঙ্গী সম্ভবত। তার মানে অ্যালবার্সের গায়ে গুলি লাগাতে পারেনি জেসন। প্রতিপক্ষের মুহুর্মুহু গুলির কারণে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হলো ওকে।

এখন মৃত্যু শুধু খানিকটা সময়ের ব্যাপার। হয়তো কয়েক মিনিট। হয়তো কয়েক সেকেন্ড। জেসনকে মরতেই হবে। মরবার আগে নিজেকে বাঁচাতে ভালমতো লড়তেও পারবে না ও। আচমকা আসবে মৃত্যু। না, নিজেকে শাসাল জেসন। লড়াই না করে মরব না আমি। সম্ভব হলে সঙ্গে করে স্যাম অ্যালবার্সকেও নিয়ে যাব। নিতেই হবে। সে-রাতে মেজর

হলিঙ্গারের বাসায় অ্যালবার্স যা শুরু করেছিল আজ তার যবনিকা পতন হবে।

উঠে দাঁড়াল জেসন, তারপর বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে তীরের মতো ছুটে দিয়ে আশ্রয় নিল রাস্তার পাশের একটা ঘন ঝোপে। দুটো গুলি করা হলো ওকে লক্ষ্য করে, একটাও লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। ঘন ঝোপের আঁচড়ে ছড়ে গেল জেসনের গা। কিন্তু এখন আর সহজে ওর পিছনে আসতে পারবে না কেউ। কিন্তু ঝোপটা আসলে কোনও ভাল আড়াল নয়। ওকে সরে যেতে হবে এখান থেকে।

নদীর ওপারে হঠাৎ তুমুল গোলাগুলি শুরু হলো। একটা লোক আর্তচিৎকার করে উঠতে থামল গুলি। অবাক হলো জেসন, তারপর মার্শাল রোমেলের গলা শুনতে পেল ও।

'স্যাম! ব্রিজের ওপর থেকে কে যেন গুলি করছে আমাদের দিকে। ম্যালোন মারা গেছে।'

সেতুর উপর থেকে আরও দুটো গুলি করা হলো। কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে সেতুর গার্ড রেইলের কাছে হাঁটু গেড়ে বসা একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল জেসন। চিন্তা করে সময় নষ্ট করল না ও, বুঝতে পেরেছে এটাই ওর শেষ সুযোগ। উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো জেসন, অ্যালবার্স এবং তার সঙ্গী যেখানে আছে সে-জায়গা আন্দাজ করে নিয়ে সোজা ছুটল সেদিকে। দু'জনের একজন চিৎকার করে অন্যজনকে সতর্ক করল, তারপর ঘুরেই দৌড় দিল। অন্যজন উঠে দাঁড়াল। মাথার উপর হাত উঁচিয়ে রেখেছে সে। নিচু গলায় বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, মার্কাস। আমি হার স্বীকার করছি।'

দৌড়রত লোকটার দিকে মনোযোগ দিল জেসন, রাইফেলটা কাঁধে তুলল। স্যাম অ্যালবার্সের উপর লক্ষ্যস্থির করেছে ও, কিন্তু ওর আঙুল যেন জমে গেছে হেনরি রাইফেলের ট্রিগারে। ও চাইছে না পরে লোকে বলুক অ্যালবার্সকে পিছন থেকে গুলি

করে মারা হয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে এক দৌড়ে বাকস্কিনটার কাছে চলে গেল জেসন, স্যাডলে উঠে বসল। সেতুর উপরের লোকটা এখনও মার্শাল রোমেল এবং তার অবশিষ্ট সঙ্গীর সঙ্গে গুলি বিনিময় করছে। ওর উদ্ধারকারীকে দেখতে পায়নি জেসন, কিন্তু আন্দাজ করতে পারল সে কে হতে পারে। জেস বার্নেট! সে কেন ওর সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেরি করল না জেসন, বাকস্কিনটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে অ্যালবার্স যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটল।

ঘোড়ায় উঠে বসেছে স্যাম অ্যালবার্সও। উত্তর দিকে ছুটছে সে।

কিছুক্ষণ জেসনের মনে হলো দূরত্ব বাড়ছে, পালাতে পারবে অ্যালবার্স। কিন্তু তারপর নদীর দিকে বাঁক নিল লোকটা। গরুর পাল যেখানে নদী পার হয়েছিল জায়গাটা তার চেয়ে বেশ খানিকটা উজানে। ওখানে ব্র্যাজোস নদী অপেক্ষাকৃত সরু আর গভীর, স্রোতও প্রচণ্ড। তীর থেকে নদীতে ঘোড়া নামাল অ্যালবার্স, নদীর এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে গেল জেসন তীরে ঘোড়া থামানোর আগেই।

'যথেষ্ট গেছ তুমি,' পিছন থেকে সতর্ক করল জেসন। 'থামো এবার, নইলে গুলি করব।'

অ্যালবার্সের স্টিরাপ ডুবে গেছে পানিতে। থামল সে, খানিক চেষ্টা করে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল। এবার রিভলভারটা বের করে ফেলে দিল পানিতে। চিৎকার করে বলল, 'আমি নিরস্ত্র, মার্কাস।'

টিটকারি মারল জেসন, 'আমি ভেবেছিলাম লড়াই করার সাহস আছে তোমার।'

নিচু গলায় বলল অ্যালবার্স, 'তুমি ভাল করেই জানো নিজের নিয়মের বাইরে খেলি না আমি। এখন আমার খেলাটা বেঁচে থাকবার খেলা। আগে হয়তো হেরেছি আমি, কিন্তু এবার হারতে রাজি নই।'

'অতো নিশ্চিত হয়ো না, অ্যালবার্স,' বলল জেসন। বুঝতে পারছে এখন এক গুলিতে লোকটাকে খতম করে দিলেও কেউ কিছু বলবে না ওকে। আসলে জানবেই না। গুলিটা সামনাসামনি খাবে এখন লোকটা। কারও ভাবার উপায় নেই যে, পিছন থেকে গুলি করে মারা হয়েছে অ্যালবার্সকে। কিন্তু গুলি করল না জেসন।

হেসে উঠল স্যাম অ্যালবার্স। 'দেখেছ, মার্কাস, আমি জানতাম নরম একটা মন আছে তোমার।' ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নদী পার হতে শুরু করল সে।

রাইফেলটা বুটে পুরে দ্বিধা কাটিয়ে বাকস্কিনটাকে নদীতে নামাল জেসন। ওর সামনে গভীর পানিতে পৌঁছে গেছে অ্যালবার্স, এখনও স্যাডলে বসে আছে, কিন্তু তার ঘোড়াটা সাঁতরাচ্ছে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক। স্যাডল থেকে নেমে এক পা স্টিরাপে দিয়ে দাঁড়াল জেসন। বাকস্কিনটার পাশে পাশে যাচ্ছে ও এখন। অ্যালবার্সের ঘোড়াটা হঠাৎ করে কাত হয়ে উল্টে গেল। ওটার আরোহী চলে গেল পানির নীচে।

সামলে নিয়ে আবার সিধে হয়ে সাঁতার শুরু করল ঘোড়াটা। এখন ওটার পিঠে আরোহী নেই। স্যাম অ্যালবার্স হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠল, পরক্ষণেই ডুবে গেল আবার। স্টিরাপ থেকে নেমে সাঁতরে লোকটার দিকে এগোল জেসন। একটা হাতও ধরতে পারল। একটা দীর্ঘ মুহূর্ত ঝটকাঝটকি হলো দু'জনের। জেসনের মনে হলো ডুবন্ত আতঙ্কিত কোনও লোকের হাত ধরেছে ও, কিন্তু ভুলটা ভাঙল অ্যালবার্সের দু'হাত শক্ত করে ওর গলা টিপে ধরায়।

এতোই চমকে গেল জেসন যে, কয়েক মুহূর্ত অ্যালবার্সের হাত গলা থেকে সরাতে কিছুই করতে পারল না, সেই সুযোগে ওর মাথা পানির নীচে ঠেলে দিল অ্যালবার্স। ক্ষণিকের জন্য আতঙ্কিত বোধ করল জেসন, তারপর অ্যালবার্সের কোম-

জড়িয়ে ধরে তাকে সঙ্গে নিয়ে পানির তলায় ডুব দিল ও। ওর যখন মনে হলো ফুসফুস ফেটে যাবে, সে-সময় ডুবে মরবার ভয়ে ওকে ছেড়ে ভেসে উঠল অ্যালবার্স। ভেসে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে শ্বাস নিল জেসন। স্রোত ওকে অ্যালবার্সের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল, দুর্বলতার কারণে কিছু করতে পারল না ও। বড় বড় শ্বাস নিয়ে ফুসফুসে বাতাস ভরে স্বস্তি পেতে চাইল। স্রোত ওকে নদীর চওড়া অংশে নিয়ে এসেছে। এখানে নদী অগভীর। সামান্য সাঁতার কাটতেই ডুবে থাকা একটা চরে পা ঠেকল ওর। উঠল চরের উপর, দেখল পানি এখানে ওর বুক সমান। চরের উপর দিয়েই তীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল অবসন্ন জেসন। পানি থেকে উঠে ওর দেহের ভার রাখতে পারল না আর পা দুটো, মাটিতে পড়ে গেল ও।

কয়েক মিনিট পড়েই থাকল ওখানে স্থির হয়ে, তারপর ভয় পাওয়ায় উঠে দাঁড়াল। ওর রাইফেলটা রয়ে গেছে বাকস্কিনের বুটে। স্যাম অ্যালবার্স যে ওটা দখল করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই ওর মনে। একবার অস্ত্রটা হাতে পেলে ওকে খুন করতে ওটা কাজে লাগাবে লোকটা নির্দ্বিধায়। নদীতে নেমে হ্যাট হারিয়েছে জেসন, কিন্তু হোলস্টারে রিভলভার এখনও আছে। ওটা বের করল ও। নতুন মডেলের অস্ত্র রিভলভারটা, ক্যাপ, পাউডার আর বলের বদলে কার্ট্রিজ ফায়ার করে। কিন্তু বুলেটগুলো পানিতে ভিজবার পরও গুলি হবে কি না জানা নেই ওর। টলতে টলতে উজানের দিকে চলল জেসন, পারলে ঝোপ আর পাথরের আড়াল নিয়ে এগোচ্ছে। ঘোড়াগুলো আগে দেখতে পেল ও। বাকস্কিন আর অ্যালবার্সের ঘোড়া একই সঙ্গে তীরে দাঁড়িয়ে আছে। নদী থেকে উঠে এসেছে দুটোই। এক মুহূর্ত পর স্যাম অ্যালবার্সকে দেখল ও। অগভীর পানিতে দাঁড়িয়ে ভাটির দিকে তাকিয়ে আছে সে। চাঁদের আলোয় তার হাতে হেনরি রাইফেলটার নল চকচক করছে। জেসনের দেখা পাবার

অপেক্ষায় তৈরি হয়ে আছে স্যাম অ্যালবার্স। শীতল মস্তিষ্কের কৌশলী, চতুর এক বিপজ্জনক খুনি।

কোল্টের হ্যামার ওঠাল জেসন, যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোল ওর শিকারের দিকে। দুটো ঘোড়ার মধ্যে অ্যালবার্সের ঘোড়াটাই ওর কাছে আছে। ঘোড়াটাকে পাশ কাটাতেই জেসনকে দেখে নাক ঝাড়ল ওটা, ভয় পেয়ে বিট চেইনের ঝুনঝুন আওয়াজ তুলে খানিকটা সরে গেল। পাথরের উপর ওটার খুরের খট-খট আওয়াজ হলো। আওয়াজগুলো কানে গেছে স্যাম অ্যালবার্সের, ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, রাইফেলের বাঁট চলে গেছে কাঁধে। রাইফেল তুলেই গুলি করল অ্যালবার্স। কিন্তু বসে পড়েছে জেসন, তাড়াহুড়োয় করা গুলিটা ওর মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাইফেলের ফায়ারিং চেম্বারে আরেকটা বুলেট ঢোকাচ্ছে অ্যালবার্স। এবার সে মিস করবে না। মনে মনে প্রার্থনা করে রিভলভারের ট্রিগারে চাপ দিল জেসন।

বুম্ করে একটা আওয়াজ ছাড়ল নতুন মডেলের রিভলভার, জেসনের লক্ষ্যও বেঠিক হয়নি। বুলেটের ধাক্কা খেয়ে দু'পা পিছাল অ্যালবার্স, ফিনকি দিয়ে বুক থেকে বেরিয়ে এলো কালচে রক্ত। ক্ষতটা চেপে ধরল সে এক হাতে, একটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্য ভারসাম্য ফিরে পেল, চেষ্টা করল রাইফেলটা ওঠাতে, তারপর তার দেহের ভার রাখতে অস্বীকৃতি জানাল হাঁটুজোড়া, ব্র্যাজোস নদীর অগভীর পানিতে মুখ থুবড়ে পড়ল অ্যালবার্সের লাশ।

বাকস্কিনে উঠে ভাটির দিকে এগিয়ে চলল জেসন। ভিজে কাপড়ে এখন শীত করছে ওর। রাইফেলটা আবার বুটে ভরে রেখেছে ও, স্যাম অ্যালবার্সের মৃতদেহ পানি থেকে তুলে শুইয়ে দিয়ে এসেছে নদীর তীরে। চরম অবসন্ন বোধ করছে ও। মনে হচ্ছে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়বে। নিজেকে প্রশ্ন

করল, তাড়াহুড়ো করে রওনা হয়েছে কেন ও? কোনও কারণ তো নেই। ঘোড়াটাকে নিজের গতিতেই চলতে দিল ও। হাঁটছে বাকস্কিন। পুরোটা সময়কে একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে জেসনের। সেই কবে মেজর হলিঙ্গারের বাসায় সেবারের লড়াইতে ওকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল স্যাম অ্যালবার্স, তারপর আজ লোকটা সত্যি মারা গেল ওর হাতে।

প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল ওর কাঠের সেতুর কাছে পৌঁছতে। ছায়া থেকে একটা কণ্ঠস্বর ডাক দিল: 'জেসন?'

'হ্যাঁ,' ক্লান্ত গলায় সাড়া দিল জেসন। 'কে, জেস?'

এক ঝাড় ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো জেস বার্নেট। এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে অনুসরণরত ঘোড়ার লাগাম। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল জেসন, শরীরটা ভেঙে আসতে চাইছে ওর।

'ও মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করল জেস বার্নেট।

'হ্যাঁ।'

'স্যাম অ্যালবার্স?'

নড করল জেসন। 'মার্শাল রোমেল আর তার সঙ্গীদের কী হলো?'

'পালিয়েছে ওয়েদারফোর্ডের রাস্তা ধরে,' বলল জেস বার্নেট। একটু থেমে বলল, 'তা হলে ড্যান্ডির মতোই অ্যালবার্সকেও তুমি শেষ করেছ। এখন কি ঝামেলা মিটবে, জেসন?'

আরও একটা নাম মৃতদের সঙ্গে যোগ করতে পারতো জেসন। লিজা হলিঙ্গার। কিন্তু মহিলার কথা ভাববার কিংবা বলবার মতো রুচি হলো না ওর। অন্ধকারে কোথাও থেঁতলে পড়ে আছে মেয়েটার মৃতদেহ। জেসন বলল, 'ঝামেলা শেষ, জেস। কিন্তু, জেস, তোমাকে কিছু ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে হবে।'

'জানি কী জানতে চাইছ,' নরম গলায় বলল জেস বার্নেট।

'তুমি চলে যাবার পর ক্যারি আর আমার মধ্যে কথা হয়। বলতে পারো তর্ক হয় রীতিমতো। আসলে ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তর্ক বাধে সবসময়। যাক সেসব কথা, শেষ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি এক হাজার বছর সময় পেলেও ওর মন আমি জয় করতে পারবো না। ও খুলে বলে তুমি ফিরে এসে কী করছ আমাদের জন্যে। ও জানত তুমি স্যাবিনভিলে যাবে, অ্যালবার্সকে মোকাবিলা করবে, মরবে তার বা তার সঙ্গীদের হাতে। কাজেই আমাকে যেতে হলো ওখানে তোমাকে সাহায্য করতে। ক্যারি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। অনেক দেরিতে হলেও আমি বুঝতে পেরেছি কী হদ্দ বোকাই না ছিলাম আমি। সেই শুরু থেকে তোমাকে ভুল বুঝে...' মিইয়ে গেল জেস বার্নেটের গলা। 'আসলে ক্যারিকে পছন্দ করতাম আমি, কিন্তু ও...যাক ওসব কথা। সবই ভুলে যাব আমি। হাচসন হিউবার্টের এক মেয়ে আছে স্যান জর্জে। ওর নাম লরা। আমাকে দেখলেই মিষ্টি হাসে ও। দারুণ ভাল একটা বউ হবে মনে হচ্ছে আমার। ও যদি রাজি হয় তো হয়তো ঝুলেই পড়ব। উত্তরে যাবার আগে একবার ওর সঙ্গে দেখা করব আমি।'

জেসন থমকে গিয়ে বলল, 'জেস, ক্যারির হয়ে কথা বলা আমার সাজে না, কিন্তু এটা ঠিক যে ও আমাকে ভালবাসে না। ও আমাকে বলেছে...'

'ও তোমাকে যা বলেছে সেসব ভুলে যাও,' জোর দিয়ে বলল জেস বার্নেট। 'ও খালি সরে আছে আমি ওকে বলায় যে, একদিন তোমাকে আর মিসেস হলিঙ্গারকে একসঙ্গে দেখেছিলাম আমি। ভাল কথা, কী ঘটেছে ওই মেজরের স্ত্রীর কপালে? মাত্র তখন শহরে পৌঁছেছি আমি, দেখলাম শয়তানের তাড়া খাওয়া মানুষের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেল সে। তারপর এলে তুমি। তারপরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমি, শহর থেকে বেরিয়ে দেখলাম কোণঠাসা করা হচ্ছে তোমাকে।

তুমি লড়ছ। ওই মহিলা কি চলে গেছে?'

'মারা গেছে সে, জেস।'

'হায় ঈশ্বর! তুমি নিশ্চয়ই ওই মহিলাকে...'

মাথা নাড়ল জেসন। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলল কী ঘটেছে, কীভাবে গরুর খুরের তলায় পিষ্ট হয়ে করুণ মৃত্যু ঘটেছে লিজা হলিঙ্গারের। ঘটনাটা জানানোর পর আর কিছু বলবার রইল না। ঘোড়ায় উঠল জেস বার্নেট, জেসনের সঙ্গে স্যাবিনভিলে এলো সে। ওখানে আলাদা হলো ওরা। বার্নেট জানাল বাকি রাত হোটেলে কাটাবে সে। সকালে যাবে স্যান জর্জে লরাকে আরেকবার দেখে বিয়ের প্রস্তাব দিতে।

ক্যাম্প স্যাবিনে চলে এলো জেসন, অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছে। তবুও মনটা ভাল লাগছে ওর। জেস বার্নেট ওর পক্ষে লড়াই করেছে। তার একটাই মানে, নিজের লোকদের কাছে এখন ও আর পরবাসী নেই, বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আর কখনও দেখা হবে না ওকে, ও মিশে যেতে পেরেছে সবার অন্তরে গাঁথা একই সুতোয়। আর ক্যারি—হয়তো ওর চেয়ে জেস বার্নেটই ভাল ভাবে চিনেছে মেয়েটাকে!

মেজর হলিঙ্গারের অবস্থা জানবে জেসন, সম্ভব হলে কথা বলবে তার সঙ্গে, তারপরেই ক্যারির কাছে ফিরবে ও। তবে মেজরকে বলা কঠিন হবে যে, তার স্ত্রী স্ট্যাম্পিডে পিষে মারা গেছে।

তবে মেজরই ওর কাজটাকে সহজ করে দিল। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সামান্য আহত মেজর হলিঙ্গার জেসনকে এক পলক দেখেই বুঝতে পারল, লিজাকে নিয়ে ফেরেনি ও। স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'ও মারা গেছে, তা-ই না?'

'হ্যাঁ।'

মাথা কাত করল মেজর। 'কীভাবে?'

'অ্যালবার্স আমাকে গুলি করেছিল। তাতে ওদের চুরি করা

গরুর পালে স্ট্যাম্পিড শুরু হয়।'

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ নীরবে পড়ে থাকল হলিঙ্গার, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আর স্যাম অ্যালবার্স?'

'আমার হাতে খুন হয়েছে ও, লেন।'

'তদন্ত হবে ব্যাপারটার। লিজা আর অ্যালবার্সের লাশ খুঁজে বের করা হবে।'

নড করল জেসন। 'জানি।'

হলিঙ্গার দুর্বল গলায় বলল, 'ডিউটি অফিসারকে সব জানাও, কেমন? একদল সৈন্য পাঠাবে সে লিজা আর ওর লাশটা নিয়ে আসতে।'

'ঠিক আছে।' ঘুরে দাঁড়িয়েও চোখের কোণে দুর্বল ভাবে মেজরকে হাত নাড়তে দেখে থামল জেসন।

মেজর হলিঙ্গারের গলাটা ভেঙে গেল: 'ঠিক কতোটা দোষ আমার, মার্কাস?'

একটা মুহূর্ত চিন্তা করল জেসন, বুঝতে পারল মেজর হলিঙ্গারের সত্যিটা আসলেই জানা দরকার, তারপর বলল, 'যা ঘটল তা ঠেকানোর কোনও পথ খোলা ছিল না তোমার, লেন। ভেবো না লিজার মৃত্যু তুমি ঠেকাতে পারতে। এ নিয়ে ভেবে নিজেকে আর কষ্ট দিয়ো না। তোমার যা করার ছিল সবই তুমি করেছ।'

পরদিন সন্ধ্যা। দিনের আলো মাত্র মিলিয়ে গেছে। হ্যানসনদের রানশ হাউসে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল জেসন। অ্যাডোবি বাড়ির জানালাগুলো থেকে হলদে আলো বাইরে এসে পড়ছে। নিজের উপস্থিতি জানান দিতেই বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল ক্যারি হ্যানসন। 'জেসন মার্কাস?' সেই আগের কঠোর সুরেই ওর পরিচয় জানতে চাওয়া হলো। জেসনের মনে হলো, ভুল বলেছে জেস বার্নেট, ভুল তো মানুষ করতেই পারে, আসলে

মেয়েটা ওকে পছন্দ করে না।

খুকখুক করে কাশল জেসন। 'হ্যাঁ, আমি জেসন, ক্যারি। এদিকের গোলমাল শেষ হয়েছে বলে এলাম।'

'বাহ্! ভাল খবর!' ক্যারির গলায় টিটকারির ছোঁয়া।

'শুধু একটা ব্যাপার অমীমাংসিত রয়ে গেছে,' ঢোক গিলল জেসন।

ভ্রূ নাচাল ক্যারি। 'তা-ই? কী সেটা?'

সাহস সঞ্চয় করল জেসন। 'তোমার আর আমার ব্যাপারটা, ক্যারি।'

'ওটা কোনও ব্যাপারই নয়,' এক কথায় উড়িয়ে দিল ক্যারি।

'কোনও ব্যাপারই নয়?' জেসনের মনে হলো বুকের পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে ওর। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে বুকের ভিতর। তবু ও বলল, 'আমি না হয় এ-ব্যাপারে তর্ক করব পরে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার। স্যাবিনভিল থেকে আসবার সময় তাড়াহুড়ো ছিল বলে কোথাও থামিনি, কোনও খাবারও আনতে পারিনি সঙ্গে। কিছু খেতে দেবে, না খালি পেটে চলে যাব?'

নির্বিকার চেহারায় জেসনকে দেখল ক্যারি। 'ঠিক আছে, খেয়ে যেতে পারো তুমি এখান থেকে। ঘোড়া রেখে ভেতরে এসে বসো।'

ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল ক্যারি, কিন্তু বাকস্কিন থেকে নেমেই ওর কনুই আলতো করে ধরল জেসন। 'ক্যারি, আমাকে বিশ্বাস করাতে পারোনি তুমি আমাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মেনি। বিশ্বাস করো, একবারের জন্যেও তোমাকে মিথ্যে বলিনি আমি। লিজা হলিঙ্গারের প্রতি ক্ষণিকের দুর্বলতা জন্ম নিয়েছিল আমার মনে, কিন্তু তাকে আমি অন্তর থেকে চাওয়া বাদ দিয়েছি অনেক আগেই। তোমাকে যখন চিনতে শিখলাম, তার পর...'

ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল ক্যারি। 'বছরের পর বছর

ধরে আমাকে চিনেছ তুমি, জেসন মার্কাস। লিজা হলিঙ্গারকে চেনার অনেক আগে থেকেই আমাকে চেনো তুমি। আমি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করছি, কিন্তু এধরনের আন্তরিক কথা আর কখনও বলবে না তুমি আমাকে। কী বলেছি কানে গেছে তোমার?'

রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল ক্যারি হ্যানসন।

'লিজা হলিঙ্গার মারা গেছে, ক্যারি,' পিছু নিয়ে বলল মরিয়া জেসন। 'মারা গেছে চাক ড্যাভি আর স্যাম অ্যালবার্সও। আমার কারণেই মারা গেছে লিজা হলিঙ্গার।' ফিরে তাকাচ্ছে না ক্যারি। নিজেকে অসহায় এক অবোধ শিশু বলে মনে হলো জেসনের। ও হড়বড় করে বলল, 'ওই মহিলা বেঁচে থাকলেও তোমার-আমার মাঝে কোনও তফাৎ সৃষ্টি করতে পারতো না।'

ক্যারি কিছু বলছে না দেখে ঘুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো জেসন, জেদ নিয়ে ঘোড়ার স্যাডল নামিয়ে রেখে আবার ঢুকল বাড়িতে। কিচেনে আছে ক্যারি, টের পেয়ে ওখানেই ঢুকল ও। পার্লার পার হবার সময় একটা দৃশ্য ওর মনোযোগ কেড়ে নিলো। আগেও হ্যানসনদের পার্লারে ঢুকেছে ও, কখনও গল্পের কোনও বই দেখেনি। কিন্তু এবার ঢুকবার সময় ওর নিজের কষ্ট করে সংগ্রহ করা দুর্লভ বইগুলো চিনতে দেরি হলো না জেসনের। একটা বুকশেলফ ওর বইয়ে পুরো বোঝাই হয়ে আছে, যেমনি ছিল ওর কেবিনে, যুদ্ধে যাবার আগে। রান্নাঘরে ঢুকে ক্যারিকে ব্যস্ত দেখল ও, বিস্কুট তৈরি করছে ক্যারি। মৃদু হাসি ফুটল জেসনের ঠোঁটে, কিন্তু ফিরে তাকাল না ব্যস্ত ক্যারি। এগিয়ে ক্যারির কাঁধে হাত রাখল জেসন। আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্যারি।

জেসন নিচু গলায় বলল, 'যা করেছ সেটা একমাত্র প্রেমে পড়লেই কোনও মেয়ে করে, ক্যারি।'

'মানে?' বিস্মিত শোনাল ক্যারির গলা।

'তুমি আমার বইগুলো নিয়ে এসেছ, নিরাপদে রাখতে চেয়েছ বলে,' বলল জেসন। 'তুমি জানতে বইগুলো আমি কতোখানি পছন্দ করি। তুমি আর রিকি আমার গরু ব্র্যান্ডও করেছ। অস্বীকার কোরো না, ক্যারি।' ক্যারির রেশমি সুগন্ধী চুলে নাক গুঁজল বিভোর জেসন, সব হারানোর ভয়ে ওর অন্তর কাঁপছে এখনও। 'ক্যারি, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না, কষ্ট দিয়েছি তোমাকে আমি না বুঝে, ক্যারি। আমাকে তুমি ক্ষমা করবে না? আমি তোমাকে ভালবাসি, ক্যারি, আমার করে পেতে চাই–নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও।'

'এভাবে কথা বোলো না,' ঘুরে দাঁড়িয়ে জেসনের বুকে মুখ গুঁজল ক্যারি, ফোঁপাচ্ছে। মুখ ঘষল জেসনের বুকে।

জেসন বুঝল, আর চিন্তার কিছু নেই। সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

সমাপ্ত

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900